উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আর ক'দিন পরেই প্রেমের দিন। ক্রমশ যা জনপ্রিয় হতে চলেছে বিশ্বসংসারে, বাঙালিয়ানায়। প্রেমও পালটে যাচ্ছে বড় দ্রুত। বদলাচ্ছে প্রেমের কথা। এবার প্রচ্ছদে সেই প্রেমের কথা।

ভালোবাসার রং বদল

নয় থেকে বারোর পাতায়

ভাগবতের শরণে

মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা করে ন্যায়বিচার চাইলেন আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার বাবা-মা। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ভাগবতের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। ৫

ওমরের খোঁচা

দিল্লি ভোটে আপের ভরাডুবির জন্য ইন্ডিয়া জোটের খেয়োখেয়িকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। ১৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৭°	২৮°	২৮°
সর্বনিম্ন	১২°	১১°	১১°	১৩°

টার্গেট ছাড়া বেঁচে থাকার আনন্দ নিচ্ছি ১৮

শিলিগুড়ি ২৬ মাঘ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 9 February 2025 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 261

সবিনয় নিবেদন

সংবাদপত্র প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কিছুর খরচ গত কয়েক বছর ধরে বেড়েছে। তা সত্ত্বেও এই ব্যয় বৃদ্ধির আঁচ থেকে প্রিয় পাঠক/পাঠিকাদের আমরা দূরে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছি। কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় এসে ঠেকেছে যে, এবার আপনাদের একটু সহযোগিতা না পেলে আর পেরে ওঠা যাবে না। সপ্তাহে ৭ দিনই নয়, ৬ দিন- রবি থেকে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের দাম ১ টাকা করে বাড়ছে। অর্থাৎ, সোম থেকে শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের দাম থাকছে ৫ টাকা, রবিবার ১ টাকা বেড়ে ৭ টাকা।

এই পরিবর্তিত মূল্য কার্যকর হবে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে

১৯৮০ সালে আত্মপ্রকাশের পর শিগগিরই উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠা উত্তরবঙ্গ সংবাদ বরাবর প্রিয় পাঠক/পাঠিকাদের সহযোগিতা এবং সমর্থন পেয়ে এসেছে। আপনাদের সেই আশীর্বাদের ধারা একইভাবে আমাদের প্রতি বহমান থাকবে, এই প্রত্যাশায় রইলাম।

-প্রকাশক

আপ সাফ

মোট আসন ৭০

বিজেপি ৪৮

আপ ২২

কংগ্রেস ০

কেজরির হারের কারণ

১ দশ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও অনুন্নয়ন নিয়ে অজুহাত। বারবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে দায়ী করেছেন কেজরিওয়াল, যা ভালোভাবে নেয়নি জনতা।

২ আবগারি দুর্নীতি ও শিশমহল বিতর্কে অনেকটাই বেকায়দায় পড়েছিল দল। কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিংয়ের গ্রেপ্তারিতে আরও ভরাডুবি।

৩ নেতৃত্বের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল দলে। কেজরির গ্রেপ্তারির পর অতিশী মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসলেও অভাব পূরণ হয়নি।

৪ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না করার খেসারত দিতে হল আপকে।

৫ একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প হাতে নিলেও উন্নয়নে গতি আনতে পারেনি কেজরির সরকার।

৬ হিন্দুত্ববাদের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে ইস্যুভিত্তিক প্রচারে জোর দিয়েছিল বিজেপি। টার্গেট করা হয়েছিল কেজরিওয়ালের দুর্নীতি ও অপারগতাকে।

পদ্মাসনে দিল্লি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : বুথফেরত সমীক্ষায় আভাস মিলেছিল। সেটাই সত্যি হল। একটানা চতুর্থবার দিল্লির মসনদ দখলের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। আপের প্রথম এবং প্রধান দুর্গে আপকে সাফ করে দীর্ঘ ২৭ বছরের শাপমোচন করল বিজেপি।

দিল্লির ৭০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বিজেপি জিতল ৪৮টিতে। আপের ঝুলিতে এসেছে ২২টি আসন। অবাক করা বিষয় হল, নিজের আসনে হেরে গিয়েছেন খোদ আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালই। উলটোদিকে, একটানা তৃতীয়বার দিল্লি বিধানসভায় খাতা খুলতে না পেরে মহাশূন্যে বিলীয়মান হওয়ার পথে কংগ্রেস।

দিল্লির এই জয়ে অবশ্য ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে বিজেপির। স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত দেখিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এই জয় তিনি উৎসর্গ করছেন দিল্লির জনতা জনার্দনকে। বিকেলে নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে এসে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে মোদি বলেন, 'দিল্লির আসল মালিক জনতা। এই জয় উন্নয়ন, দূরদৃষ্টি এবং বিশ্বাসের জয়।' তার আগেই অবশ্য এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'জনশক্তিই সর্বোচ্চ। উন্নয়নের জয় হয়েছে, সুশাসন বিজয়ী হয়েছে। দিল্লির ভাইবোনেরা বিজেপিকে যে বিপুল জনাদেশ দিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁদের সামনে মাথা নত করছি।'

আপকে বিঁধে তিনি বলেছেন, 'যে দল দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছিল, সেই দলই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা জেলে গিয়েছিলেন। আবগারি দুর্নীতি, স্কুল কেলেঙ্কারি দিল্লির ভাবমূর্তিতে কালি লাগিয়েছে। যখন দিল্লি করোনায় ভুগছিল, তখন তারা শিশমহল বানাচ্ছিল। শর্টকাট রাজনীতির কোনও স্থান নেই।'

গতবার দিল্লিতে বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৮টি আসন, আপের দখলে ছিল ৬২টি। এবার শুধু আসনসংখ্যাতেই নয়, ভোটের হারের নিরিখেও আপকে টেক্কা দিয়েছে বিজেপি। পদ্ম শিবির পেয়েছে ৪৫.৭২ শতাংশ, কেজরির দল ৪৩.৫৬ শতাংশ। কংগ্রেস অবশ্য গতবারের থেকে সামান্য উন্নতি করে পেয়েছে ৬.৩৬ শতাংশ ভোট।

দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কিন্তু ভোটের ফল বুঝিয়ে দিয়েছে, ক্ষমতা চিরকাল থাকে না। তা বুঝেই কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমরা জনতার রায় মাথা পেতে নিচ্ছি। এই জয়ের জন্য আমি বিজেপিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এসজেডিএ অচল, সংকটে মেয়র

গৌতমের ভরসা উদয়ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) কার্যত নিষ্ক্রিয়। এই অবস্থায় শহরের উন্নয়নে গৌতম দেবের ভরসা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। আগামী আর্থিক বছরে ভালো প্রাপ্তির আশায় রয়েছেন মেয়র। তাঁর বক্তব্য, 'আশা করছি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে অন্তত ২০ কোটি টাকা পাব। দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহর সঙ্গেও আমার আগে এনিয়ে কথা হয়েছে।' শহরের উন্নয়নে এসজেডিএ'র কাছে যে সমস্ত প্রস্তাব পাঠানো ছিল সেগুলি নিয়েও রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন বলে মেয়র জানিয়েছেন।

নাম না করে সৌরভ চক্রবর্তীর আমলে এসজেডিএ পুরনিগমকে অন্ধকারে রেখে কিছু কাজ করেছে বলেও এদিন মেয়র মন্তব্য করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বায়োমাইনিংয়ের কাজের জন্য ৬৪ কোটি টাকার প্রকল্পের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। সেই কাজের টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে। এই কাজ হয়ে গেলে ওই এলাকাকে গ্রিন জোন হিসাবে ঘোষণা করা হবে।

শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে বেহাল রাস্তা, পথবাতি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ আসে। ৪০, ৪১, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সেখানকার রাস্তা নিয়ে অভিযোগ করেন, এর আগেও এই রাস্তা নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে। মেয়র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আধিকারিকদের কাছে স্ট্যাটাস রিপোর্ট চান। আধিকারিকরা কম্পিউটারে তথ্য খতিয়ে দেখেন, প্রতিটি কাজ করার জন্য এসজেডিএ'র কাছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে কোনও জবাব আসেনি। এসজেডিএ'র ভূমিকায় কিছুটা হতাশ মেয়র আধিকারিকদের বলেন, 'এসজেডিএ বর্তমানে সেভাবে কোনও কাজ করছে না। কিছু জানাচ্ছেও না। ওই কাজগুলি তুলে নিন। আমি রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে অন্যভাবে কিছু করার চেষ্টা করছি।' একটি ওয়ার্ডে হাইমাস্ট আলোকস্তম্ভ বসানোর

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পদ্মাপারে শুরু হল ডেভিল হান্ট অপারেশন

ঢাকা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ছাত্র-জনতার ওপর হামলার মোকাবিলায় শনিবার থেকে গাজিপুর সহ সমগ্র বাংলাদেশে প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস সরকার ডেভিল হান্ট অপারেশন শুরু করল। যদিও এই অভিযানের মধ্যেই শনিবার সন্ধ্যায় গাজিপুর ডিসি কার্যালয়ের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। মোবাশশির হোসাইন নামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন কর্মী তাতে গুলিবিদ্ধ হন। জখম অবস্থায় তাঁকে

ইউনূস সরকারের নিশানায় ভারতের সংবাদমাধ্যম

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মোবাশশির জানিয়েছেন, তাঁরা আহত ছাত্রদের দেখতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি মোটর সাইকেল থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। গুলি তাঁর ডান হাতে লাগে। মোবাশশির জানিয়েছেন, তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। গোটা বিষয়টি তিনি গাজিপুরের পুলিশ সুপারকে জানিয়েছেন।

শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ গাজিপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা হয়। তাতে ২০ জন আহত হন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বিয়ের আসর থেকে শ্রীঘরে বাংলাদেশি

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার টানে বৈধভাবেই কাঁটাতার পেরিয়ে এদেশে এসেছিল ছেলেটা। ভালোবাসার সপ্তাহের শুরুতেই বিয়ে করেছিল এপারের প্রেমিকাকে। কিন্তু একটা ভুলে সব ওলটপালট হয়ে গেল। ভিসার মেয়াদ না বাড়ানোয় বিয়ের আসর থেকেই উজ্জ্বল সিংহকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। বছর বিশেকের উজ্জ্বল আপাতত ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে।

শুক্রবার রাতে চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম চিকনমাটিতে সুনীল সিংহের বাড়ি আলোয় ঝলমল করছিল। সবে মালাবদলপর্ব শেষ হয়েছে। মাংস রান্নার গন্ধে ম ম করছে বিয়েবাড়ি। কয়েকশো লোকের হইচই এক মুহূর্তে থেমে গেল বিয়েবাড়ির সামনে পুলিশের জিপ এসে দাঁড়ানোয়। সুনীল সিংহের ভাইপো বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা উজ্জ্বলকে বিয়ের আসর থেকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়। শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক তাঁর ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেল, ফোনে উজ্জ্বলের সঙ্গে শিলিগুড়ির গ্রিল কারখানায় কাজ নেন। ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে আরও গাঢ় হয় সম্পর্ক। এদিকে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় গত ২৯ নভেম্বর। কিন্তু সেটির মেয়াদ আর বাড়াননি উজ্জ্বল। প্রায় ৩ মাস উজ্জ্বল

ধৃতকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

এক তরুণীর পরিচয় হয়। পরবর্তীতে সেই পরিচয় বদলে যায় প্রণয়ে। ভালোবাসার টানে গত বছর ১৮ সেপ্টেম্বর ভিসা নিয়ে এদেশে চলে আসেন উজ্জ্বল। নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে থেকে শিলিগুড়ির একটি অবৈধভাবেই এদেশে আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে যান। আত্মীয়রাও তাঁর ভালোবাসাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে ধুমধাম করে বিয়ের আয়োজনও করেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পাখিপ্রেমেই অনন্ত অভিসার...

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৮ ফেব্রুয়ারি : পাখির ডানায় কি প্রেম থাকে?

-হ্যাঁ, থাকে তো। পাখির পালকে মিশে থাকে ভালোবাসার ওম।

-তাই বুঝি?

-এমনিতে বুঝবেন না। ওদের ভালোবাসলে ঠিক বুঝতে পারবেন। সবটাই মনের অনুভূতির ব্যাপার। হেমন্তের কণ্ঠে ওই গানের অন্তরাটা শোনেননি? 'চাঁদেরও আখরে ঐ / আকাশেরও গা'য় / যেন পালক লেখনী তব / প্রেমেরও কবিতা লিখে যায়।' বেসুরো গলায় দু'কলি গেয়ে শোনান প্রেমিক মাস্টারমশাই।

অক্ষয় পাল অকৃতদার মানুষ। গাছের ছায়ায় ঘেরা দুই কামরার ঘরে একা থাকেন। সারাজীবন বিয়ে-থা করলেন না বলে গাঁয়ের পাঁচ লোকে পাঁচরকম কথা শোনাত বটে। তবে এখন সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। চিরকুমার হয়েই অর্ধেক জীবন স্কুল মাস্টারি করে কিছু বছর হল অবসর নিয়েছেন। বয়স সত্তরের চৌকাঠে। এই বয়সে একা থাকতে কষ্ট হয় না?

- 'এখন তো আমি বার্ধক্যের বারাণসীতে। কষ্ট কীসের?' হো-হো করে হেসে ওঠেন রোগা ছিপছিপে চেহারার মানুষটা।

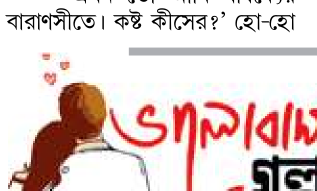

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভালোবাসার সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ ইটাহার ব্লকের এমনই এক অন্য কাহিনী

পাখিদের জন্য পাত্রে জল রাখছেন অক্ষয়।

দারাপুত্রপরিবার না থাক, ভালোবাসার অভাব নেই তাঁর জীবনে। আজীবন পশু-পাখি-প্রকৃতিপ্রেমেই অক্ষয়ের অনন্ত অভিসার। তাই তাঁর একাকী জীবন নিয়ে কেউ আফসোস করলে, 'শেষের কবিতা'র বন্যার মতো অনায়াসে বলতে পারেন, 'মোর লাগি করিয়ো না শোক— / আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।' ইটাহারের মারনাই গ্রামের প্রবীণ এই শিক্ষকের পাখিপ্রেম বহু বছরের। কীভাবে পড়লেন পাখিদের প্রেমে? মালগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক অক্ষয়ের কথায়, 'সে অনেকদিন আগের কথা। স্কুল ছুটির পর সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। রাস্তার ধারে পুকুরপাড়ে দেখি দুই যাযাবর একটা পানকৌড়ি ধরেছে। পাখিটা মুক্তির জন্য ডানা ঝাঁপটে ছটফট করছে। কিন্তু পারছে না।' সেই দৃশ্য দেখেই অক্ষয় পালের অন্তরাত্মা নড়ে ওঠে। তিনি সাইকেল দাঁড় করিয়ে শিকারিদের হাত থেকে পাখিটিকে মুক্ত করে ফের পুকুরের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসা নিয়ে এ সপ্তাহে নতুন ভাবনাচিন্তা করতে হবে। আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। দীর্ঘদিনের পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। ছেলের বিদেশযাত্রার বাধা কাটায় স্বস্তি।

বৃষ : এ সপ্তাহে আয় কিছুটা মন্দা হতে পারে। তবে নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে পারেন। অফিসে নতুন দায়িত্ব পেয়ে আনন্দ। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতার কারণে এ সপ্তাহে প্রচুর অর্থব্যয়। পরিবারে নতুন সদস্য আসায় আনন্দ।

মিথুন : ব্যবসা নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকতে হবে। নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বাবার শরীরের জন্য চিন্তা কাটবে। সংসারের কাজে সারা সপ্তাহই ব্যস্ত থাকতে হবে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে সমস্যা হবে। হারানো জিনিস ফেরত পেয়ে স্বস্তি।

কর্কট : ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর বেশ খারাপ হবে। বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। বাবার সঙ্গে কোনও বিষয়ে মতভেদ হতে পারে। ছেলের চাকরি পাওয়ার সংবাদে পরিবারে আনন্দ। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ।

সিংহ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। বন্ধুর সাহায্য পেয়ে জটিল কোনও কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনায় মতপার্থক্য। প্রেমের সঙ্গীর আচরণে বিস্মিত হবেন।

কন্যা : ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ঋণ নিতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। সন্তানের জন্যে অযথা দুশ্চিন্তা। বিদেশে যাওয়ার জন্যে বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন হবে। পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের শেষে ভ্রমণে আনন্দ। কোমর ও পিঠের ব্যথায় দুর্ভোগ।

তুলা : ব্যবসার কারণে ঋণ করতে হতে পারে। কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় দুশ্চিন্তামুক্ত। সংসারের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরে প্রশংসিত হবেন। নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। দাঁতের সমস্যায় দুর্ভোগ।

বৃশ্চিক : অফিসের কাজে বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যের উপকার করেও সমালোচনা সহ্য করতে হবে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। সংসারের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মায়ের পরামর্শ কাজে লাগবে। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন।

ধনু : আটকে থাকা কোনও কাজ এ সপ্তাহে সম্পূর্ণ করতে পারবেন। ব্যবসায় লাভবান হবেন। মায়ের শরীরের দিকে দৃষ্টি দিন। অন্যায় কোনও কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মানসিক শান্তি। অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। দাম্পত্যের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবেন।

মকর : নিজের চেষ্টায় শুরু করা কাজে এই সপ্তাহে সাফল্য আসবে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাওয়ায় স্বস্তি। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পাবেন। খুব কাছের লোক এ সপ্তাহে আপনার বিরুদ্ধে যাবে। প্রেমে শুভ।

কুম্ভ : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। স্ত্রীর সঙ্গে সংসারের কোনও বিষয় নিয়ে অযথা তর্কাতর্কি এবং মানসিক কষ্ট। বাড়ি সারানোর কাজে নেমে হিসেবের বাইরে খরচ হওয়ায় সমস্যা। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হবেন। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ।

মীন : সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে বাড়িতে আনন্দ। নতুন অফিসে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায়। ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য হতে পারে। শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন।

পাত্র চাই

■ Research Scientist AIIM's, জেনারেল, ৫'-৩", ফর্সা, ৩৩, একমাত্র কন্যা, বাবা-মা পেনশনার। উপযুক্ত পাত্র চাই। 8670407397. (C/114585)

■ পাত্রী কায়স্থ দে, শিলিগুড়ি নিবাসী, 32/5'-2", বর্তমানে Music Tutor, সুশ্রী, ফর্সা, স্বল্পভাষী ঘরোয়া স্বভাবের। সরকারি/ব্যবসায়ী/বেসরকারি চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9735313396, (M) 6295529286. (C/113399)

■ জন্ম সন-1990, দেবারি, M.A., B.Ed., ফর্সা, সুদর্শনা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর মেয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, অনূর্ধ্ব 38 পাত্র চাই। (M) 8918850806. (C/114814)

■ প্রাইভেট হাইস্কুলের শিক্ষিকা, M.Sc. (Math), বিএড, 27+, কায়স্থ, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, শিলিগুড়িবাসী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7679969196, 8509148680. (C/114527)

■ কায়স্থ, ২৮/৫'-৮", সরকারি কর্মচারী (বিএসসি নার্সিং), শিলিগুড়ি নিবাসী, উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9474086354. (C/114933)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/114808)

■ EB, কায়স্থ, 32, মাঙ্গলিক, ডাঃ B.H.M.S., MBA, সরকারি হাসপাতালে কর্মরতা। অনূর্ধ্ব 35, ডাঃ/ইঞ্জিঃ/ব্যাংক অফিসার/পদস্থ কর্মী, মাঙ্গলিক, স্বর্বণ/প্রবাসী চলবে। (M) 8617686831. (C/113183)

■ পূর্ববঙ্গের কায়স্থ, চন্দ্রায়ণ গোত্র, শিলিগুড়ি নিবাসী, 28/5'-4", M.A., নরগণ, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিরত কায়স্থ পাত্র কাম্য। 7001260682. (C/114934)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী রায়, (SC), 36/5', M.A., D.El.Ed., বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 8250106414. (C/114817)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 28/5', ফর্সা, সুন্দরী, M.A. পাশ পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9475396307. (C/114817)

■ 30/5'-1", B.Com., Cal/MNC-তে সল্টলেকে কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সমতুল্য 35-এর মধ্যে আলিপুরঃ/কোচঃ/জলঃ/শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র কাম্য। একমাত্র পাত্রপক্ষ যোগাযোগ করুন-9932627051 (নিজ গৃহ), (5 P.M.-10 P.M. - 9832455063). (C/113771)

■ কায়স্থ, 30+/5'-7", M.A., B.Ed., শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 8389988877. (C/113190)

■ সাহা, 28/5'-4", B.Tech., বেসরকারি চাকরিরতা (Work from home), শিলিগুড়ি নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 9679454656. (C/114949)

■ পাত্রী ৩৪/৫'-৮", M.A. (Eng.), B.Ed., সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষিকা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9593221051. (C/113403)

■ রাজবংশী, 32/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/113401)

■ পাত্রী রাজবংশী (রায়), 30+/5'-2", সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, M.A., B.Ed., D.El.Ed., সুশ্রী, জলপাইগুড়ি শহরে নিজ বাড়ি। বাবা-মা দুজনেই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। উপযুক্ত রাজবংশী পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি শহর নিবাসী অগ্রগণ্য। ফোন-9434665491, 9531749267 (সন্ধে 7টার পর)। E-mail : koushikraymng@gmail.com (C/113689)

■ তিলি কুণ্ডু, 26/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুমুখশ্রী, ঘরোয়া, ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকার জন্য ভদ্র পরিবারের সরকারি চাকরিজীবী (স্থায়ী) পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। Mob.No. 8597635530. (C/114711)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 36, মাধ্যমিক পাশ, 5'-4", একমাত্র কন্যার ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাত্র কাম্য। ময়নাগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9933331953. (S/C)

■ নমশূদ্র, ৩২, এমএসসি এগ্রিকালচার (পিএইচডি), (স্বল্পকালীন ডিভোর্সি) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9593079908. (C/114943)

■ পাত্রী কায়স্থ ঘোষ, 26/5'-2", নম্র, ভদ্র, সুশ্রী, M.Com. পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী, শিলিগুড়ির সুপাত্র চাই। 7719347252. (C/114824)

■ মাহিষ্য, 27+/5'-4", B.Tech., সরকারি চাকুরে (W.B.S.E.T.C.L.), সুদর্শন, বাবা পেনশনপ্রাপক, একমাত্র সন্তান। কোচবিহার। (M) 9733151726. (C/113192)

■ পাত্রী কায়স্থ, 29/5'-4", শিলিগুড়ি রেলে কর্মরত। উচ্চশিক্ষিত, স্লিম, সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733091878. (C/114952)

■ 30 age, 5'-3", M.Sc., B.Ed., চাকরিজীবী, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 7699258529. (K)

■ পাল (কায়স্থ), আলিপুরদুয়ার, 27/5', M.A. (Phy.), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য আলিপুরদুয়ার/কোচবিহারের মধ্যে চাকরিজীবী কায়স্থ পাত্র চাই। (M) 9474430096. (C/113774)

■ কায়স্থ, সুশ্রী, স্লিম, অবিবাহিত, 40+, M.Sc., B.Ed., হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। কলকাতা অগ্রগণ্য। (M) 9083360208. (C/114957)

■ মাধ্যমিক পাশ, 36/5', নমশূদ্র পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, 43-এর মধ্যে পাত্র চাই। (M) 9434307829, সময় : 6-9 P.M. (C/113406)

■ ৩১/৫', বেঃ শিক্ষিকা, সুশ্রী, M.A., B.Ed., স্বল্পদিনের ডিভোর্সি (ইস্যুলেস)। অনূর্ধ্ব ৪০ অবিবাহিত/ডিভোর্সি পাত্র কাম্য। (M) 7479363515. (C/114713)

■ ব্রাহ্মণ, 27/5', সুশ্রী, M.A., B.Ed., নেট কোয়ালিফায়েড ফর Ph.D., পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 35, ব্রাহ্মণ, সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। জলঃ, শিলিঃ, কোচঃ জেলা অগ্রগণ্য। (M) 8145054342. (B/S)

■ ঘোষ, 28/5'-3", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/বড় ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9932502311. (C/114960)

■ কায়স্থ, 35/5'-1", M.Sc., Ph.D., অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রঃ, সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি-তে কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ/ময়মনসিংহ/শ্রীহট্ট অগ্রগণ্য। (M) 9832567002, 7002436906. (C/113776)

■ মাহিষ্য, 32/5'-2", Ph.D., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য কেঃ সঃ অফিঃ/Prof./SBI Manager/Asst. Engr./ডাঃ পাত্র কাম্য। Mobile : 8101268451. (C/114959)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা, Makeup Artist, সংগীতজ্ঞা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। Mob : 8391013465. (C/114968)

■ ২৬ বৎসর, কায়স্থ, B.A., ডিভোর্সি, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 8240600250. (K)

■ রাজবংশী, 26/5'-3", M.A., B.Ed., উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বাবা Rtd., মা Rtd., একমাত্র কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 080-69075222. (K)

■ কায়স্থ, দাস, 29/5'-3", M.A., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, নামমাত্র ডিভোর্সি, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য জেনারেল, জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন দাবিহীন সঃ চাকরি/সুব্যবসা পাত্র কাম্য। সত্বর বিবাহ। (M) 7585925937. (C/114710)

■ কায়স্থ দাস, 30+/5'-2", M.A., MBA পাত্রীর জন্য সরকারি/শিক্ষক পাত্র কাম্য। (M) 9474702079 (সরাসরি যোগাযোগ)। (C/114715)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৪, প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কনিষ্ঠ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/114831)

পাত্র চাই

বৈশ্য, সাহা, সুন্দরী, 27+/5'-5", M.A. (Eng.), B.Ed., বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা। সুপ্রতিষ্ঠিত। চাকরিজীবী পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। পিতা রিটায়ার্ড সরকারি কর্মী। মাতা H.S. স্কুলের শিক্ষিকা। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। মোঃ 7031864216.

পাত্র চাই

■ বারুজীবী দত্ত, 31+/5', Eng. (H), প্রাঃ শিক্ষিকা, স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি কাম্য। (M) 8101692289. (C/114708)

■ সেন, 29/5'-5", বেঃ সঃ চাকরি, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর (রেজিস্ট্রি হয়েছিল, বিয়ে হয়নি) জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই। 8942878773. (C/113775)

■ সম্ভ্রান্ত পরিবার, স্থায়ী চাকরি, MBBS ডাক্তার, Slim, ফর্সা, 39/5'-4", ভদ্র ও ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুদর্শন, 40-45'এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, সৎ ও সাংসারিক, নেশাহীন, শিলিগুড়িতে বসবাসে ইচ্ছুক যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8240172773. (C/114829)

■ বারুজীবী, 32/5'-5", Polytechnic Pass, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8900321320. (C/114830)

■ ডিভোর্সি, 28/5'-3", SBI Bank-এ কর্মরতা, সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 7003763286. (C/114831)

■ ঘোষ, 23/5'-3", B.A. English, পরমা সুন্দরী, ঘরোয়া সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9734488968. (C/114831)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩২, গভঃ ব্যাংক-এ ক্লারিকাল পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/114831)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., ফর্সা, সুন্দরী, গানে বিশারদ, গৃহকর্মে নিপুণা, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/114831)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, M.Sc., পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ গৃহকর্মে নিপুণা, ভালো গান জানে কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র চাই। (M) 7679478988. (C/114831)

পাত্র চাই

■ পাত্রী কর্মকার, 29+/5'-4", B.Com. Appear, W.B. সরকারি কর্মচারী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9734969547, 8695155203. (C/114831)

■ স্নাতক, সুশ্রী, 46+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, এরূপ সঃ চাঃ/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী 48-50'এর মধ্যে পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 8944076704. (C/114831)

■ উঃ বঃ মাহিষ্য, ফর্সা, সুন্দরী, স্মার্ট ২৭+, Convent Educated, উচ্চশিক্ষিতা, M.A. (Eng.), B.Ed., পিতা Govt. H.S. স্কুলের Headmaster পাত্রীর জন্য সরকারি/IT Sector চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র কাম্য। Mob : 8637358707.

■ কাশব্য গোত্র 28+/5'4" বি.এ পাশ, G.S.T. কর্মরত। একমাত্র সন্তান, পিতা অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী Widow, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র চাই। মো - 9002653263 (M - 114019)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৬ বছর বয়সি, MBA পাশ, বেসরকারি চাকরিজীবী। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, প্রাইভেট জব পাত্র কাম্য। পাত্র বিদেশে আছে এইরূপ পরিবারও যোগাযোগ করতে পারেন। (M) 9330394371. (C/114831)

■ রায়গঞ্জ, কায়স্থ, সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, 35+/5'2" হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। M - 9474848869 (M - 112680)

■ পূঃবঃ মালদা নিবাসী SC 32/5'3" M.Sc (Zoology) B.Ed ফর্সা সুশ্রী পাত্রীর জন্য 36 মধ্যে উপযুক্ত পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। M - 9851929620 / 8906217798 (M - 112678)

পাত্রী চাই

■ পাত্র দাবিহীন ব্রাহ্মণ, নরগণ, 37+/5'-5", ফর্সা, B.Com., Hardware ডিপ্লোমা, শিলিগুড়ি শহরে ত্রিতল বাড়ি ও ব্যবসা। ফর্সা, সুমুখশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9002618182. (C/114931)

■ সাহা, B.Tech., 38/5'-10", Govt. Bank Manager-এর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ST/SC বাদে। (M) 9641185545. (C/114928)

■ ফালাকাটা নিবাসী, দুবাইতে কর্মরত পাত্রের 31/5'-11" জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই, দেবনাথ অগ্রগণ্য। নিজ জেলা এবং পার্শ্ববর্তী জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9593612243. (B/S)

■ বারুজীবী, M.A., B.Ed., 35+/5'-7", গৃহশিক্ষক, ব্যবসা। একমাত্র পুত্রের পাত্রী চাই (ময়নাগুড়ি)। (M) 9832449424. (S/C)

■ সরকার, 31+/5'-3", B.A., ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। সত্বর বিবাহ। মোঃ 9434689546, 7477336844. (D/S)

■ যোগীনাথ, 33/5'-4", ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া SO পদে কর্মরত। একমাত্র সন্তানের জন্য শিক্ষিত, ভদ্র, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোঃ 6295222033. (D/S)

■ ছেলে সাহা, 38+/5'-4", B.Com., রেলে কর্মরত, 27/28 মধ্যে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন। মোঃ 9609327745 (6 P.M.-10 P.M.), কায়স্থ চলবে। (P/S)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩ বছর, সরকারি কলেজ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/114831)

■ উত্তরবঙ্গীয়, বয়স ৩৯+, ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/114831)

পাত্রী চাই

■ পাত্র 39+/5'-7", বারুজীবী দত্ত, দাবিহীন, শিলিগুড়িস্থিত, B.A. Eng. (Hons.), কলেজ ক্লার্ক। পাত্রী চাই, সত্বর বিবাহ। 9641617266. (C/114948)

■ 28+/5'-6", B.Tech., Rly. কর্মরত, SC পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 9434816207. (C/113402)

■ কায়স্থ, ৩৮+/৫'-৬", M.A., একমাত্র সন্তান, স্থায়ী সরকারি কর্মী। ফর্সা, M.A./M.Sc., কায়স্থ পাত্রী চাই। 9332669115. (C/114937)

■ সাহা, কোচবিহার নিবাসী, সুদর্শন, 32/6', ডেন্টাল সার্জন, প্রাইভেট প্র্যাকটিস, কতিপয় চেম্বার। দাবিহীন পাত্রের জন্য সাধারণ পরিবারের ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ, অসম অগ্রগণ্য। (M) 9474018721. (C/113194)

■ কর্মকার, 32/6.5", ব্যাঙ্গালোরে নামী কোঃ কর্মরত, ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য স্বঃ/উচ্চঅসবর্ণ (আলিম্যান গোত্র, দেবারিগণ ব্যতীত) পাত্রী কাম্য। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। কেবল অভিভাবকরাই যোগাযোগ করুন- 9434702760. (C/113772)

■ শিলিগুড়ির B.Com., 34/5'-4", বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রীর সন্ধান চাই। 7407956952. (C/114942)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-10", M.Tech. Engg., কলকাতায় কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী, দেবগণ, অমাঙ্গলিক পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, উচ্চশিক্ষিতা/কর্মরতা ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। Ph : 9475827592. (C/114944)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩৩, M.Tech. পাশ করে MNC-তে কর্মরত, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পুত্রসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/114831)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিকটস্থ, কায়স্থ, 38/5'-7", B.A. পাশ, Private Job, পিতা Private Job, উপযুক্ত পাত্রের জন্য 30-34'এর মধ্যে সুশ্রী গৃহে নিপুণা পাত্রী চাই। এক বোন বিবাহিত, Matrimony নিষ্প্রয়োজন। 7478591421. (C/114966)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ (কাশ্যপ) প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক ব্যবসা, নিজস্ব বাড়ি, দাবিহীন পাত্রের জন্য 35 উর্ধ্বে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9832389112. (C/114831)

■ রাজবংশী, শিলিগুড়ি নিবাসী, 35/6', M.Tech, নিজ ব্যবসা, শিক্ষিতা, সুশ্রী, যোগ্য স্বঃ/অসঃ পাত্রী কাম্য। 7908179048. (C/114954)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 42+, কায়স্থ, দাস, মাঙ্গলিক, 5'-6", একমাত্র সন্তান, নিজস্ব বাড়ি। ব্যবসায়িক, মিডিয়ায় কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া/চাকরিজীবী সুপাত্রী কাম্য। 7679195858. (C/114955)

■ B.Tech. Engg., 41/5'-4", প্রাঃ কোঃ ম্যানেজার, নরগণ, ব্যাংক ম্যানেজারের একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7501759784. (C/114971)

■ কোচবিহার নিবাসী, সাহা, 30+/5'-10", M.Sc., পঃ বঃ স্বাস্থ্য দপ্তরে (NHM) কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্রের জন্য সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9083408719. (C/113196)

■ জেনারেল, 34/5'-10", Ph.D., Govt. Professor in NBU, শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি, বাবা Rtd., পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। Caste no bar. 08069103058. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সাহা, 29+/5'-7", নিজ স্বর্ণ ব্যবসা। পাত্রের জন্য সাহা, অনূর্ধ্বা 25/5'-3", ঘরোয়া, সুদর্শনা, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9564567179. (M/M)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9330394371. (C/114831)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, B.Tech., স্টেট গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/114831)

■ তুফানগঞ্জ নিবাসী, কায়স্থ, 52/5'-5", অবিবাহিত, জীবনবিমা ও স্টার হেলথ ইন্সুরেন্স-এর এজেন্ট, মাসিক আয় 45000/-, পাত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী চাই 45-এর মধ্যে। ডিভোর্সি/বিধবা (সন্তানহীন) পাত্রী চলিবে। মোঃ 7583985017. (D/S)

■ কায়স্থ পরিবারে ভদ্র সুশ্রী পাত্রী চাই। সরকারি কর্মী, মা পেনশনার। (M) 7029258952, 8170814004. (S/C)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, Gen., কন্যা, দেবগণ, 29/5'-7", B.Tech., MBA (KGP IIT), B.Analyst (Amazon) Bangalore-এ কর্মরত, একমাত্র পুত্রের সুশ্রী, কর্মরতা পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি তথা উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 8229995644. (C/114951)

■ ৩২, তিলি, ধূপগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 6294912800. (C/114963)

■ সাহা, 48, অবিবাহিত, কেঃ সরকার (M.H.A) পেনশনভোগী, ইচ্ছুক পাত্রী যোগাযোগ করিবেন। (M) 9434062943, 9532596567, 8695721032. (C/114967)

■ ব্রাহ্মণ, 39/5'-4", ব্যবসা, স্ত্রী বিয়োগ, 7 বৎসরের 1 টি কন্যাসন্তান আছে, পড়াশোনা কম জানা ডিভোর্সি, বিধবা, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। মোঃ 8348171715. (D/S)

BRIDE WANTED

EB Kayastha, 44/5'-5", Norgon, Delhi MNC Vice President. Looking for homely Bengali bride within 35. Kayastha or Brahman only. Except marriage bureau and divorcee. 7042723399.

■ কোচবিহার নিবাসী, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পাত্র। পাত্র একমাত্র পুত্র। M.Pharm, বয়স 29/5'-9", সুদর্শন, সরকারি স্থায়ী চাকরিরত (ক্লারিকাল) স্বাস্থ্য বিভাগ। গৌতম গোত্র, দেবগণ, পাত্রের নিজস্ব দোতলা বাড়ি, গাড়ি। শিক্ষিত পরিবারের দীর্ঘাঙ্গী, সুদর্শনা, শিক্ষিত, ঘরোয়া, 23 থেকে 25-এর মধ্যে অমাঙ্গলিক পাত্রী চাই। কোনও দাবি নেই। পাত্রী ও পরিবারই বিবেচ্য। কোচবিহার সংলগ্ন চাকরিরতা চলবে। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। Mobile & WhatsApp No. 9046131845. (D/S)

■ রাজবংশী, B.A, 35+, 5'6", ফর্সা, ডিভোর্সি, (মেয়ে বিয়ের তিনদিন পরে, পুরানো সম্পর্কের সাথে পালিয়ে গেছে), ভালো অবস্থা (বেশ জমিজমা সম্পন্ন) ও ব্যবসা, দাদা অফিসার (Gr-A), পাত্রী কাম্য, পাকুয়াহাট, মালদা, 9733192897 (M-114014)

■ গঙ্গারামপুরের কায়স্থ পরিবার 28/5'5" B.Sc & ডিপ্লোমা, হাওড়া রেলে গ্রুপ-সি লেভেল-1 চাকুরে (কলিতে নিজ ফ্ল্যাট) পাত্রের জেনারেল, সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। M- 8759884869 (M - ED)

■ কায়স্থ, 31/5'10", ইঞ্জিনীয়ার, MNCতে কর্মরত, ফর্সা, লম্বা পাত্রী কাম্য। বিবাহ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। M - 9002026302 (M - 112680)

■ বালুরঘাট নিবাসী, সাহা ৩৩/৫'৬" এম.এ, D.El.Ed pass মিউচুয়াল ফান্ডে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা ঘরোয়া পাত্রী চাই (মা-বাবা পেনশনার) মো- 9474736236 (M - 112679)

■ ক্ষত্রিয় (SC), সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 31/5'9", অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের একমাত্র সন্তান B.E, দাবিহীন। সুশ্রী পাত্রী চাই। মা-বাবা ISCON, Mob- 8967175765 (M - 112666)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায় পাত্রপাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686. (C/114830)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/114809)

■ মোদক, 27+/5'-3", M.A., B.Ed., Eg., স্বঃ/অসঃ, সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9933450209. (C/114831)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech., MNC-তে কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/114831)

■ B.H.M.S. on going M.D. (হোমিওপ্যাথি) 26/5'1" কুণ্ডু সুশ্রী পাত্রীর জন্য ডেন্টিস্ট/ডাক্তার। ইঞ্জিনীয়ার/প্রফেসার অগ্রগণ্য। 26-31 এর মধ্যে। মালদা, কোলকাতা, উঃ ২৪ পরগণা, দঃ ২৪ পরগণা, ২ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। M - 9475441488 (M - 112679)

■ কায়স্থ, 5'-4", সঃ চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী, সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 7029851872. (C/114980)

■ পূঃবঃ বালুরঘাট নিবাসী, আলিম্যান গোত্র, (ঘোষ), 5'/26+ নরগণ, M.A. B.Ed ফর্সা, স্লীম, সুন্দরী, একমাত্র মেয়ে। সঃ/অসঃ/ সুপ্রতিষ্ঠিত সুপাত্র কাম্য। M - 8967120842 (M - 112679)

পাত্রী চাই

■ রায়গঞ্জ, ডিভোর্সী, 40, স্টেট গভঃ এমপ্লয়ি পাত্রের জন্য চাকুরিজীবী পাত্রী কাম্য। রায়গঞ্জের মধ্যে। M - 8918623648 (M - 112680)

■ পাত্র কায়স্থ, 33+, M.Sc., B.Ed., 5 ft. 7 inch, বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষক। উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। B.Ed./D.El.Ed. অগ্রগণ্য। Mob : 9775939691 (সন্ধে 6টার পর)। (B/S)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-8", নরগণ, মাঙ্গলিক, Geo. Hons., শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9064819704. (C/114935)

■ পাল, রায়গঞ্জ নিবাসী, 34/5'-5", B.A., চাকরিসূত্রে আহমেদাবাদ-এ থাকে, ঘরোয়া, নম্র পাত্রী চাই। (M) 6294043496. (C/114972)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 37/5'-9", রাজ্য সরকারের গ্রুপ-B কর্মী। শিক্ষিতা (মাস্টার্স/B.Sc.), কমপক্ষে 5'-3", সুন্দরী, স্লিম, শান্তস্বভাবের, অনূর্ধ্ব 33, জলপাইগুড়ি নিবাসী/জলপাইগুড়ি সংলগ্ন, কায়স্থ পাত্রী কাম্য (ঘটক বাদে)। ফোন : 7583976634 (2 P.M. - 5 P.M. বাদ)। (C/114950)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 32/5'-9", M.Sc. Phy., M.Tech., সুচাকুরে (রেল অফিসার), স্বর্বণ/অসবর্ণ, ফর্সা সুপাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ করুন- (M) 8981885341. (B/S)

■ পাত্র EB কায়স্থ, কলকাতা, 33/5'-7", ইঞ্জিনিয়ার, বেঃ সঃ চাকরি, নিজস্ব ফ্ল্যাট। সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্বা 27, EB পাত্রী চাই। চাকরিরতা চলবে না। 9903870011. (K)

■ কায়স্থ, দাস, বিএ, 38/5'-7", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়িতে নিজ বাড়ি ও দোকান, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্বা 30, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9475220051. (C/114712)

■ পাত্র কায়স্থ, 37/5'-6", B.Com. পাশ, বিদেশে বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। পাত্রী চাই, সত্বর বিবাহ। (W/A) 9933357298. (C/113407)

■ সাহা, 40+, B.Com., 5'-5", বেঃ সঃ চাকুরে, একমাত্র পুত্র, উপযুক্ত, শিক্ষিতা, 32-35, স্বঃ/অসঃ (SC/ST বাদে) পাত্রী কাম্য। (M) 7432955407. (C/113405)

■ ব্রাহ্মণ, ৪৩/৫'-১০", B.A., বিদেশে কর্মরত (জাম্বিয়া), শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী চাই। Mob : 8927042135. (C/114962)

■ রাজবংশী, 35/5'-10", B.Tech., Govt. অফিসার পদে কর্মরত, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বাবা Rtd., পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। caste no bar. 080-69074943. (K)

■ কায়স্থ, 32/5'-7", M.Tech., MNC-তে কর্মরত (Bangalore posted), বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। যোগ্য পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। Caste no bar. 080-69141340. (K)

■ কায়স্থ, 32/5'-7", B.Com., শিলিগুড়ি নিবাসী, রেলওয়েতে কর্মরত পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। কাস্টবার নেই। 080-69074907. (K)

■ রায়, 37+, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী, 5'-5", সুদর্শন, ময়নাগুড়ি নিবাসী, এক পুত্রের, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 7478963017. (S/C)

■ কায়স্থ, 33/5'-9", M.Tech., Railway-তে অফিসার পদে কর্মরত, ভদ্র ছোট পরিবারের পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 9432076030. (C/114831)

■ সাহা, 31/5'-8", B.Tech., MBA, গভঃ Bank of Baroda Ast. ম্যানেজার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 7407777995. (C/114831)

■ পাত্র ডিভোর্সি, Gen., 44, undertaking Central Govt. Department-এর Officer, অবিবাহিতা অথবা নিঃসন্তান বিধবা/ডিভোর্সি, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9733143045. (C/114831)

■ বয়স ৩৩+, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা। সেন্ট্রাল গভঃ-এর অধীনে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/114831)

হিরের গয়নায় ৫০%# পর্যন্ত ছাড়! (মজুরিতে)
গ্রাম প্রতি সোনার গয়নায় ₹৩০০+₹৭৫* ছাড়! (মজুরিতে)
কস্টিউম গয়নায় ২০%* পর্যন্ত ছাড়!
Pyaar Meye Malaang
গ্রহরত্নে ১০%** ছাড়!
প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার!
ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেল!
7-14 ফেব্রুয়ারি, 2025
রুপোর গয়নায় ফ্ল্যাট ১০% ছাড়!
₹15,400
₹19,000
₹16,300
₹18,550
₹1,05,000
₹24,600
₹18,100
₹93,700
₹17,200
₹10,500
₹20,700
₹96,000
₹10,950
₹9,600
₹16,800
₹15,900
₹11,700
₹11,800
₹2,40,000
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব। কোনও ফ্রাঞ্চাইজি আউটলেট নেই!
আমাদের নতুন শোরুম (৩০তম নিজস্ব শাখা)ঃ তমলুক - পদুমবসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/0225

সৌমিত্রর খোঁচা

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : 'দিল্লি থেকে আপ বিদায় হয়েছে, এবার এরাজ্য থেকে পাপ বিদায় হবে।' শনিবার দিল্লির ভোটের ফলাফল নিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এমন মন্তব্য করেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। পারিবারিক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এদিন শিবমন্দিরে আসেন তিনি। বাগডোগরা বিমানবন্দরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সৌমিত্র বলেন, 'বাংলার মানুষকে আর বেশিদিন কষ্ট করতে হবে না। ২০২৬-এই এরাজ্য থেকে পাপ বিদায় নেবে।' বিজেপি সাংসদের কথায়, 'দিল্লিতে সমস্ত নেতা দলীয় স্বার্থে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করেছেন। তাই এমন জয়।'

অধরা চিতাবাঘ

শালকুমারহাট, ৮ ফেব্রুয়ারি : গত বৃহস্পতিবার থেকে চিতাবাঘের আতঙ্কে রয়েছে শালকুমারহাটের প্রধানপাড়া গ্রাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও চিতাবাঘ ধরতে পারেনি বন দপ্তর। তারপর গত শুক্রবার গ্রামের বাঁশঝাড়ের পাশেই বন দপ্তরের তরফে পাঁতা হয় খাঁচা। কিন্তু সেই খাঁচাতেও চিতাবাঘ ধরা দেয়নি। তবে শনিবার বন দপ্তরের তরফে এলাকায় মাইকিং করে গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়। খাঁচাটি অবশ্য এদিনও পাতা ছিল।

প্রধানপাড়ার একটি বাঁশঝাড়ে বৃহস্পতিবার একটি চিতাবাঘ আশ্রয় নিয়েছিল। ওই বাগানের পাশেই জলদাপাড়া বনাঞ্চল। এজন্য শুক্রবার সন্ধ্যায় বন দপ্তরের তরফে একটি খাঁচা পাতা হয়। বন দপ্তর মনে করেছিল, বাঘটি জঙ্গলের ভেতর চলে না গেলে অবশ্যই খাঁচা বন্দি হবে। তবে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই আশায় জল ঢেলেছে চিতাবাঘ।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ইঙ্গিত বিমলের

সব দলের মতকে গুরুত্ব

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৮ ফেব্রুয়ারি : বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিওনের (বিটিআর)-এর ধাঁচে পাহাড় সমস্যা সমাধানের জন্য সবক'টি রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং। শনিবার শিবচুতে মোর্চার বলিদান দিবসের অনুষ্ঠানে এসে বিমল বলেন, 'পাহাড়ের সব দল ও স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান কোন পথে তা বের করার চেষ্টা করা হবে। পাহাড় নিয়ে আগামী ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বিষয়টিকে আমরা আলোচনায় তুলতে পারব বলে আশাবাদী।' নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এদিন মোর্চা সুপ্রিমো জানিয়েছেন, তাঁদের লক্ষ্য অবশ্যই গোর্খাল্যান্ড। এটা জন্মসিদ্ধ অধিকার। বিষয়টি নিয়ে জ্যোতি বসু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন শ্বেতপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল।

গত মাসে সামসিং চা বাগানের টপলাইনে দলের একটি কর্মসূচিতে এসেও বিমল বিটিআরের কথা বলেছিলেন। এদিনও সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানিয়েছেন, চলতি মাসের শেষেই পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে।

এদিকে, টি ট্যুরিজম ও অন্য ব্যবসায়িক কাজে চা বাগানের অনাবাদি জমির ৩০ শতাংশ কাজে লাগানো যেতে পারে- মুখ্যমন্ত্রীর এমন সাম্প্রতিক ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে চা বলয়ের বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরগুলি প্রতিবাদে সরব হয়েছে। এ ব্যাপারে বিমল বলেন, 'এটা নিয়ে সবক'টি দলের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শুধু পাহাড়ই নয়, গোটা বিষয়টির সঙ্গে ডুয়ার্স-তরাইও জুড়ে রয়েছে।' বিমল আরও জানিয়েছেন, ১২ সেপ্টেম্বর তাঁরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করে বিটিআরের ধাঁচে এগোনোর কথা বলে এসেছিলেন। কেন্দ্র বিষয়টি দেখছে।

> পাহাড়ের সব দল ও স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান কোন পথে তা বের করার চেষ্টা করা হবে। পাহাড় নিয়ে আগামী ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বিষয়টিকে আমরা আলোচনায় তুলতে পারব বলে আশাবাদী।
>
> – বিমল গুরুং

২০১১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির দিন চাপড়ামারির জঙ্গলঘেরা নাগরাকাটার শিবচু কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ডুয়ার্স-তরাইয়ের মৌজা সহ আলাদা গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বিমলদের পদযাত্রা ঘিরে সেখানে পুলিশের সঙ্গে মোর্চা সমর্থকদের খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। গুলিতে বিকি লামা, বিমলা রাই ও নীতা খাওয়াস নামে তিন মোর্চা সমর্থকের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে ফি বছর এই দিনটিকে বলিদান দিবস হিসেবে পালন করে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। এবারও কোনও অন্যথা হয়নি।

ফার্ম/ডিস্ট্রিবিউটর/কেমিস্ট শপ ইত্যাদির তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহের প্রকাশ

টেন্ডার নং. : ইওআই-আরএনওয়াই-২০২৪-২৬-আরটি তারিখ: ০৩-০২-২০২৫; ডিএমও/রঙিয়া ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে টেন্ডার নং. ইওআই-আরএনওয়াই-২০২৪-২৬-আরটি, বন্ধের তারিখ: ১৭-০৩-২০২৫/১৫:০০ টায় -এর জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে হাসপাতাল, রঙিয়া -এ ২ (দুই) বছরের জন্য স্থানীয়ভাবে ওষুধ, অস্ত্রোপচারের জিনিসপত্র এবং ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য রঙিয়া এবং গুয়াহাটি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত সম্পদশালী ফার্ম/ডিস্ট্রিবিউটর/কেমিস্টের দোকানগুলি থেকে তালিকাভুক্তির জন্য (ওপিডি বন্ধ হওয়ার আগে একই দিনে বস্তুগুলি সরবরাহ করতে হবে, যদি ইন্ডেন্ট করা হয় তাহলে ওপিডি বন্ধ হওয়ার কমপক্ষে ৪ ঘণ্টা আগে সরবরাহ করতে হবে) ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দরদাতারা কেবলমাত্র আইআরইপিএস -এ শেষ তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয়, এবং প্রাপ্ত এই ধরনের কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। অফারগুলি একই দিনে ১৬:০০ টায় খোলা হবে। বায়না মূল্য: ৫৭,৬০০/- টাকা; উপরের ইওআই -এর টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, রঙিয়া ডিভিশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৬৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫, তারিখ: ০৬-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ক্রম নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : যোগীঘোপা-পঞ্চরত্নের মধ্যে ব্রিজ নং-৩৫২, ৩৫৩ এবং ৩৫৪ -এর ফিল্টার মিডিয়া এবং জিওম্যাট ইত্যাদির ঢালের উপর বদ্ধ ক্রেট সহ আরসিসি টো ওয়াল দিয়ে সেতুর সংযোগস্থল শক্তিশালীকরণ। টেন্ডার মূল্য: ৬,৯৫,৫২,৯৩২.৪৫/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৪৭,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ০৩-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

গুলমা-শিলিগুড়ি জংশনে বিপিএসির জন্যে এইচএএসএসডিএসির ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি/এপিডিজে/২৪ তারিখ: ০৫-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-২৪ -২০২৪-২৫। কাজের নাম: গুলমা-শিলিগুড়ি জংশন খণ্ডে বিপিএসির জন্যে এইচএএসএসডিএসির সঙ্গে নির্ভরযোগ্যতা উন্নতকরণের অর্থে ব্লক প্যানেল এবং ইউএফএসবিআইর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ১,২৯,০৪,৪৩৩/- টাকা। বায়না রাশি: ২,১৪,৫০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করা অন্তিম তারিখ এবং সময়: ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সূর্যকমল থেকে গুন্ড মালদা খণ্ড পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিংয়ের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি_সিওএন_২০২৫_০৩। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হচ্ছে: আরএফপি ডাক নং. ডিওয়াইসিএসটিই_সি_এনজেপি_২০২৫_০৩_০১_আরটি। কাজের নাম: এই কাজের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সেবা উপলব্ধতার হেতু প্রাধিকারি অভিযন্তা নিযুক্তির জন্যে প্রস্তাবের আবেদন (আরএফপি): সূর্যকমল থেকে গুন্ড মালদা খণ্ড পর্যন্ত (১১৮ কিলোমিটার) এবং কাটিহার থেকে মুকুরিয়া খণ্ড পর্যন্ত (৩৪ কিলোমিটার) স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত কাটিহার মণ্ডলের গুন্ড মালদা-নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার-মুকুরিয়া খণ্ডে কেন্দ্রীভূত যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের (সিটিসি) ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৩,৬৮,৪২,৬৯০/-টাকা। বায়না রাশি: ৩,৩৪,২০০/- টাকা। ডাক বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াইসিএসটিই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এনএফআর-এ চুক্তির ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত নন-গেজেটেড কর্মীদের পুনর্নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীভূত বিজ্ঞপ্তি

নং. এনএফআর/আরই-আরএস/সিএন-০১/২০২৫ তারিখ : ০৬-০২-২০২৫

সূচি		
(i)	অনলাইন আবেদন খোলার তারিখ	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
(ii)	অনলাইন আবেদন বন্ধের তারিখ	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

বিজ্ঞপ্তির **পরিশিষ্ট-খ**-এর মধ্যে সংলগ্ন বিভিন্ন বিভাগের বিদ্যমান শূন্য পদের বিপরীতে মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে এন. এফ. রেলওয়ের পৃথক পৃথক ইউনিটের বিভিন্ন পদ/শ্রেণিতে চুক্তিভিত্তিক **'অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগ'** স্কিমের অধীনে নিযুক্তির জন্য অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারীদের (সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত কর্মী) কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদনগুলি www.nfr.indianrailways.gov.in-এ প্রদত্ত নিম্নলিখিত লিংকের মাধ্যমে **শুধুমাত্র অনলাইনে** জমা করতে হবে, প্রত্যক্ষ ওয়েবসাইট লিংক → https://retiredstaff-reengage.nfreis.org/

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের জন্য নিয়ম ও শর্তাবলি :

বয়সের সীমা : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ হিসেবে অবশ্যই **৬৪ বছর বয়সের** কম হতে হবে। পুনর্নিয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা **৬৫ বছর।**

পারিশ্রমিক : অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের পারিশ্রমিক, ভাতা এবং ছুটি ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের ব্যয় বিভাগের ওএম নং. এফ. নং.৩-২৫/২০২০- ই. IIIএ, তারিখ ০৯-১২-২০২০ অনুযায়ী হবে।

নিম্নলিখিত বাধ্যতামূলক নথিপত্রগুলির অ্যাটাস্টেড ফটো কপি আবেদনের সাথে আপলোড করতে হবে :-

(i) পেনশনার পরিচয় পত্র (ii) পেনশনার পেমেন্ট অর্ডার (iii) এ/সি নং. এবং আইএফএসসি কোড উল্লেখ থাকা ব্যাংক পাসবুক (১ম পৃষ্ঠা) (iv) প্যান কার্ড (v) আধার কার্ড (vi) ০৩টি পাসপোর্ট আকৃতির রঙিন ফটো।

নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ -এর পর প্রাপ্ত আবেদন গ্রহণ/ বিবেচনা করা হবে না।

একটি উপযুক্ত তারিখ স্থির করে সংশ্লিষ্ট ইউনিট/ডিভিশন/ওয়ার্কশপ দ্বারা সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদনকারীদের ডাকা হবে।

জেনারেল ম্যানেজার (পি)/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জরুরীকালীন ট্রাফিক পুনরুদ্ধার এবং পূর্ব বর্ষাকালীন প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসসিএল-ইএনজিজি-১৬-২০২৫ তারিখ: ০৪-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এডিইএন/আগরতলা অধিক্ষেত্রের অধীনে ২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কুমারঘাট-আগরতলা এবং আগরতলা-সব্রুম খণ্ডে মেশিনের প্রয়োগ দ্বারা ক্যাচ ওয়াটার ড্রেইন/ট্রাক সাইড ড্রেইন আদির মেরামতী/পরিষ্কারকরণ, ভূমিস্খলন, শিংকেজ, প্রোপ ফেইল্যুর, ব্যাঙ্ক সেটেলমেন্ট আদি ধরণের পূর্ব বর্ষাকালীন প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং জরুরীকালীন ট্রাফিকের পুনরুদ্ধারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন মেরামতীর কাজ। টেন্ডার রাশি: ৩,৫৮,১৬,০৭১.৪২/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,২৯,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অতিরিক্ত জল ভর্তি করার ব্যবস্থা সরবরাহ, স্থাপন, কমিশনিং, পরীক্ষা ও প্রদান করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. জিএইচওয়াই-সিডিও-আরএসপি-ডব্লিউএফএ-২৪-২৫, তারিখ: ০৫-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: জিএইচওয়াই-সিডিও-আরএসপি-ডব্লিউএফএ-২৪-২৫ । কাজের নাম: এনএফআর-এর ১১০০টি কোচে অতিরিক্ত জল ভর্তি করার ব্যবস্থা সরবরাহ, স্থাপন, কমিশনিং, পরীক্ষা ও প্রদান করা। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২,০৮,৯১,৯৮৯ টাকা; বায়নার ধন: ২,৫৪,৫০০ টাকা; বিডিং শুরুর তারিখ : ১২-০২-২০২৫, ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. সিডিও, গুয়াহাটি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২০ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ২৬ মাঘ, সংবৎ ১২ মাঘ সুদি, ১০ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৯, অঃ ৫।২৫। রবিবার, দ্বাদশী রাত্রি ৮।৬। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৬।৫২। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ১।২৪। ববকরণ দিবা ৮।৪৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ৮।৬ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৬।৫২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ রাত্রি ৬।৫২ গতে চতুষ্পাদদোষ, রাত্রি ৮।৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ৮।৬ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ১০।২৯ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৯ গতে ৩।৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৮।৬ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- পুংসবন সীমান্তোন্নয়ন বিদ্যারম্ভ ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ১।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৬ গতে ৭।১৬ মধ্যে ও ১২।১৩ গতে ৩।৩১ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৭ গতে ৯।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৫৫ মধ্যে।

আজ টিভিতে

ফ্রোজেন প্ল্যানেট বেলা ১১.০০ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বন্দিনী, ১০.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.৩০ বিন্দাস, রাত ১০.৩০ বলো দুগ্গা মাইকি, ১.০০ তিতলি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ দিওয়ানা, দুপুর ২.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৫.৩০ দেবীবরণ, রাত ৯.৩০ বাবা কেন চাকর, ১২.১৫ ছায়াময়ী

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শুধু তোমার জন্য, বিকেল ৪.২০ দাদা, সন্ধে ৭.১৫ পাগলু, রাত ১০.২৫ হাবজি গাবজি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জনক জননী, সন্ধে ৭.৩০ মন্দিরা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ৯.৩০ চ্যালেঞ্জ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সন্ন্যাসী রাজা

জি সিনেমা : দুপুর ২.৩০ কে থ্রি-কালী কা করিশ্মা, বিকেল ৫.১৬ কার্তিকেয়-টু, সন্ধে ৭.৫৫ ভীমা

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.০০ পুলিশওয়ালা, বিকেল ৩.১৫ সূর্যবংশম, সন্ধে ৬.১৫ ডর @ দ্য মল, রাত ৯.১৫ নো পার্কিং, ১১.১৫ চার্মস বন্ড

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৬ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, দুপুর ২.৩৫ বদলাপুর, বিকেল ৪.৪৩ জওয়ানি জানেমন, সন্ধে ৬.৪৪ আর্টিকল-১৫, রাত ৯.০০ বব বিশ্বাস, ১১.২০ এজেন্ট বিনোদ

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.৫০ গেস হু, ২.৩৫ প্রিটি উওম্যান, বিকেল ৪.২৫ বুকস্মার্ট, সন্ধে ৬.০৫ কারপুল, ৭.৩৫ দ্য অ্যাংগ্রিয়েস্ট ম্যান ইন ব্রুকলিন, রাত ৯.০০ বার্নট, ১০.৪০ ফার্স্ট ডটার

বিন্দাস সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

জওয়ানি জানেমন বিকেল ৪.৪৩ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

বুকস্মার্ট বিকেল ৪.২৫ রমেডি নাউ

টাইগার কুইন অফ তারু বেলা ১১.০২ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

ডাক ঘর নির্যাত কেন্দ্র
– আপনার ওয়ান স্টপ এক্সপোর্ট সল্যুশন!

রপ্তানি পরিষেবায় আমরা যা প্রদান করি :
- দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি
- সহজ এবং সাশ্রয়ী মূল্য
- ডকুমেন্টেশন সহায়তা
- ট্র্যাক এবং ট্রেস সুবিধা
- কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স
- প্যাকেজিং এবং লেবেল মুদ্রণ

রপ্তানি পরিষেবার জন্য কেন আমাদের বেছে নেবেন?
- বিস্তারিত পরিসর এবং নেটওয়ার্ক
- নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ শিপিং
- প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
- সরকার অনুমোদিত সুবিধা

পোস্ট অফিসে অবস্থিত ডাক ঘর নির্যাত কেন্দ্রের তালিকা
- শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘর
- দার্জিলিং প্রধান ডাকঘর
- কালিম্পং মুখ্য ডাকঘর
- কোচবিহার প্রধান ডাকঘর
- আলিপুরদুয়ার উপ-ডাকঘর
- জলপাইগুড়ি প্রধান ডাকঘর
- রায়গঞ্জ প্রধান ডাকঘর
- বালুরঘাট প্রধান ডাকঘর
- মালদা প্রধান ডাকঘর

আরও তথ্যের জন্য, উপরের যেকোনো ডাক ঘর নির্যাত কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন এবং এখনই বিদেশে আপনার পার্সেল বুকিং শুরু করুন!!

পোস্টমাস্টার জেনারেলের দপ্তর, উত্তরবঙ্গ অঞ্চল, শিলিগুড়ি – 734001 এর উদ্যোগে প্রসারিত।
ফোন নম্বর: ০৩৫৩ - ২৪৩৬ ৫৫০ / ২৪৩৬ ৫৩০ ইমেল আইডি: bdntnb@gmail.com

সিনেমা CINEMA

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
BINODIINI
Ekti Natir Upakhyan (B)
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M

টিউশন

■ Coaching for Assistant Engineer (Civil) for P.S.C. M : 6295834400. (C/114941)

■ বাংলা টিউশন ক্লাস 3-12, অভিজ্ঞ শিক্ষিকা (M.A. Bengali, B.Ed) শিলিগুড়িতে, সাফল্য নিশ্চিত। Call/Wapp 7063476832. (K)

INOVATION AND SMART PHYSICS CLASS

■ The above class conducted by an experience IIT'ian at Ashrampara, Siliguri for CBSE/ ICSE/WB Board/NEET/WBJEE/ JEE (Main and Advance) & class X (Only Foundation Course). M : 8837030364. (C/114832)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার দলিল নং-8886, দাগ নং 439 RS, LR 223। শিলিগুড়ি রথখোলায় বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করবেন। M : 9434440631. -নিলা মজুমদার। (C/114970)

কিডনি চাই

■ 'O+' কিডনি চাই। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন। 9475649485/ 9832421579. (C/114707)

পেয়িং গেস্ট

■ Pradhan Nagar Paying Guest (Girls) safe stay+ Good food, free Wifi. M : 9832636654 /85150-83119. (C/113409)

জ্যোতিষ

■ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, জ্যোতিষ ও তন্ত্র জগতে একমাত্র আলোড়ন সৃষ্টিকারী, উচ্চপ্রশংসিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজজ্যোতিষ তান্ত্রিক ও জ্যোতিষ গুরু, হস্ত ও ললাট রেখা বিশারদ এবং তন্ত্রসাধক। অধ্যাপক ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী, এম.এ.পি. এইচ ডিএম এএফএ (আমেরিকা)। যোগাযোগ - 9002004418, নিজস্ব চেম্বার, শিলিগুড়ি, সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে গ্রিনভ্যালি, সময় : সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৫টা, অগ্রিম যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। দক্ষিণা- ১০৫০/-।

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/114828)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে

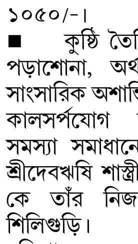

আজ, কাল ও পরশু
জলপাইগুড়ি
হোটেল ডেলা প্রিতম
পরশু বিকেল ৩টে পর্যন্ত
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ির সুকান্তপল্লিতে নিজস্ব বাড়ির 2nd ফ্লোরে 840 sq.ft ফ্ল্যাট সত্বর বিক্রয়। M : 9832463171. (C/113400)

■ Land for Sale. Location : On Barrage Road, Fulbari. Plot Size- 6 katha . Ph.9832040869. (C/114961)

■ 1235 sq.ft., 3 BHK, 2nd floor for sale, Baghajatin Park, Prime Location. Siliguri. M : 8250600541. (C/114817)

■ দক্ষিণ কলকাতায় গ্রাম্য পরিবেশে সর্বসুবিধাসহ আধুনিক আকর্ষণীয় বাংলো/বাড়ি বিক্রয় হচ্ছে। 9836059080. (K)

■ 850 sq.ft. 2 BHK 2nd FL. & 115 sq.ft. Garrage near Hati More, Siliguri. M : 9749308062/ 8918793788. (C/113191)

■ শিলিগুড়িতে লজ, ব্যাংক, ব্যবসা ও বসবাসের উপযুক্ত জমি বিক্রয়। 9733749285. (K)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া ভালো পরিবেশে 950 sq.ft. ফ্ল্যাট বিক্রি। দু চাকা গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে। M : 9832300498. (C/114958)

■ New 3 BHK, 2nd, 3rd flr with Parking for sale. Arabinda Pally, Siliguri, 9650006491. (K/D/R)

■ প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সেবক সেতুর সঙ্গে নতুন রাস্তা লাগোয়া, এলেনবাড়ি চা বাগানের পিছনে নৈসর্গিক দৃশ্যে ভরা রেজিস্টার জমি বিক্রয় হইবে। মিনিমাম ৫ কাঠা নীচে জমি বিক্রয় নহে। যোগাযোগ- 9434466685. (C/114956)

বিক্রয়

■ কোচবিহার Bangchatra Road-এ রাস্তার পাশে 3 কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হবে। Bank-এ Loan হবে। M : 9734176368, 9832091558. (C/113195)

■ 2 কাঠা ৬ ছটাক জমি বিক্রয় হবে, No. 3, S.N. বোস রোড, শিবমন্দির, সত্বর যোগাযোগ- 9434974824. (C/114830)

■ Flat for sale, 2 BHK, E.V. Pally, Sanghati More, M : 9832097070. (C/114829)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/114825)

■ মালদা শহরে স্টেশন রোডের উপরে বিল্ডিংসহ ২ কাঠা জায়গা বিক্রয়। জায়গার মুখ 18'। Ph- 9434065403 (M-ED)

ব্যবসা বাণিজ্য

■ 3 লক্ষ টাকায় নিজের গ্রোসারি স্টোর খুলে এবং 50000 টাকা আয় করুন। মার্কেটিং-এর জন্য ছেলে-মেয়ে, Fix বেতন কাজের জন্য যোগাযোগ করুন 8822733241/ 9354092700. (C/114979)

ভাড়া

■ আলিপুরদুয়ার ১৯ নং ওয়ার্ড উত্তরায়ণ অ্যাপার্টমেন্টে (ডুয়ার্স কন্যার পিছনে) 2 BHK ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। শীঘ্র যোগাযোগ- 8016111650.(C/113773)

ভাড়া

■ Rent for shop at Seth Srilal Market, Siliguri. M : 9832035839. (C/114827)

■ শিলিগুড়ি আদর্শপল্লিতে গোডাউন ভাড়া দেওয়া হবে। 8637328181. (C/113404)

■ শিলিগুড়ি কলেজপাড়ায় 2 BHK ফ্ল্যাট ৪৪০ স্কোয়ারফিট ভাড়া দেওয়া হবে। M : 7478348585. (C/114930)

■ Rent for 3rd floor near Matri Bhandar Aurobindo Pally, Siliguri, 9434050112. (C/114976)

ভাগীরথী দুধ

■ ভাগীরথী দুধ ও পণ্যজাত দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান বা মার্কেটিং পুরুষ প্রয়োজন। অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। Ph. 9332959008,9064131254. (C/114831)

কর্মখালি

■ Req. Office Assistant/ Peon, 10 pass, have Bike for Office at Siliguri. Min 1 year Exp., WhatsApp Biodata to 7501469335. (C/114953)

■ শিলিগুড়িতে বাড়িতে রান্না ও রান্নাঘরের কাজের জন্য মহিলা প্রয়োজন। কাজের সময় সকাল 8.30টা থেকে সন্ধে 6.30টা। বেতন 8500 টাকা + খাওয়া। যোগাযোগ +918250412996. (C/114826)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে পার্ট টাইম ডেলিভারি বয় চাই (সাইকেলে)। কাজের সময় সকাল ৮টা থেকে ১২টা। মাসে ৪০০০ ফিক্সড+ইনসেন্টিভ। ফোন- ৮৯০০৭৯৬৬০০. (C/114964)

■ Tapan Refrigeration Commercial Kitchen Manufacturer Co. requires 1. Marketing Executive. Graduate with good communication skills. Experienced & Fresher can apply. Send your CV at Email - tapanrefrigerationsales2@gmail.com, 7063599078 (W/Ap). (C/114820)

■ স্মার্ট মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই। দিবা-রাত্রির জন্য ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ২০-৩০'এর মধ্যে, মাসিক বেতন : ১৫ হাজার, থাকা-খাওয়া ফ্রি। যোগাযোগ-9679935591, ডঃ শাস্ত্রী, শিলিগুড়ি সেবক রোড, গ্রিন ভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে।

■ দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, আলিপুরদুয়ার, ধূপগুড়ি- এইসব এলাকাতে বিভিন্ন ল্যাবরেটরি থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ছেলে/মেয়ে চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9999328241. (C/113198)

■ ড্রাইভার চাই, মধ্যবয়স্ক, প্রাইভেট সব রকম গাড়ি চালাতে দক্ষ, নেশাবিহীন, প্রয়োজনে থাকার জায়গা দেওয়া হবে। অল্প কাজ, বেতন আলোচনাসাপেক্ষ, শিলিগুড়ি সেবক রোড, ডঃ শাস্ত্রী, গ্রিনভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, ভানুনগর। যোগাযোগ- 9002004418.

কর্মখালি

■ Real Agro Foods Private Limited, a FMCG company required a SR for North Bengal, Siliguri HQ. Interested candidate may sent their resume at 'info@realcrunch.in' or contact at Mob : 9433562436 & 9635951831. (C/114975)

■ An Accountant is required for Astha Agri Genetics (Tufanganj/ Hyderabad). Requirements - Bachelor's degree in Accounting or Finance. Minimum 3 years of relevant work experience. Proficient in accounting software. Strong knowledge of financial regulations and accounting principles. Excellent analytical and problem-solving skills. Effective communication and teamwork abilities. Sufficient knowledge of GST and Income Tax. Send your resume to hr@asthaagri.com, (M) 7076732541. For more details visit our website www.asthaagri.com (D/S)

■ Wanted a Nepali Teacher for an English Medium School in Belakoba, Siliguri. (M) 9002590042. 9C/114828)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি ভিত্তিক চা কোম্পানি ১ জন সেলস পার্সন (8000 মাসিক), ১ জন মেশিন চালানোর মানুষ (10,000+খাওয়া) কাজ জানা লোক প্রয়োজন। লোকাল হলে সুবিধা। উঃ বঙ্গের জেলাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার প্রয়োজন। মোঃ 9775671666. (C/114829)

■ Slg.-তে আমুল দুধ Supply করার জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার ও একজন Salesman-এর প্রয়োজন। 9832494825. (C/114831)

■ মুম্বইতে রিটেল দোকানে সেলসে কাজের জন্য লোক চাই। বেতন : 12-16K, থাকা-খাওয়া ফ্রি। যোগাযোগ-8169557054. (K)

Pharmacy Staff

■Required experienced Pharmacy staff with 3-4 years of experience. Contact : 8167781802.

REQUIRED

■ Marketing Executive & Telecaller cum Office Executive (Male/Female) for Digital Advertising Agency in Siliguri. Salary 8-20K. (K) 9775588000. (C/114829)

Warehouse for Rent
Area - 4500 sq.feet
Height - 24 feet
Location - Assam More, Jalpaiguri
Contact No. 74791 88008

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সেট-এর ফল প্রকাশ

স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট (সেট)-এর রেজাল্ট প্রকাশিত হল। উত্তীর্ণ হলেন ৩,২৮২ জন। পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৫৮,৮৬৭ জন। পরীক্ষা হয়েছিল ১৫ ডিসেম্বর।

গ্রেপ্তার

সাত ঘণ্টা পর গ্রেপ্তার হলেন কল্যাণীর বাজি কারখানার মালিক খোকন বিশ্বাস। বিস্ফোরণের সময় তিনিও জখম হয়েছিলেন। কিন্তু হাসপাতালে না গিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

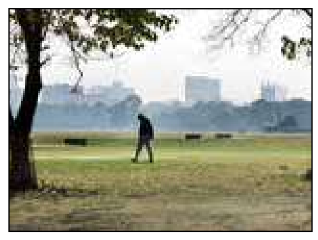

কমল তাপমাত্রা

দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা আরও কমল। শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবারের তুলনায় প্রায় ২ ডিগ্রি কম। রবিবার তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।

বাড়ি ভাঙচুর

এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে শনিবার ভাঙচুর করা হয় এক অভিযুক্তের বাড়ি। বারুইপুরের বৃন্দাখালি এলাকায় শুক্রবার রাতে ধর্ষণের চেষ্টা হয়।

রাজধানীর ফল নিয়ে বাংলায় দুই মেজাজে দুই শিবির

ওদের বঙ্গ জয় দিবাস্বপ্ন, কটাক্ষ তৃণমূলের

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ২৭ বছর পর ফের দিল্লির তখতে বসল বিজেপি। কেজরিওয়াল সরকারকে উৎখাত করার পরেই বিজেপির লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ। ইতিমধ্যেই রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ২০২৬ সালে এরাজ্যে ক্ষমতায় আসার হুংকার দিয়েছেন। তবে তৃণমূল দিল্লিতে বিজেপির জয়কে পাত্তা দিতে নারাজ। রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের সাফ কথা, দিল্লি ভোটের ফলাফলের কোনও প্রভাবই এরাজ্যে পড়বে না। উলটে তাঁদের দাবি, ২৬-এর ভোটে ২৫০-এর বেশি আসনে জয়ী হবে তৃণমূল।

এরাজ্যে ক্ষমতায় আসা নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের দাবিকে আকাশকুসুম কল্পনা বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ইতিমধ্যেই তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ২০২৬ সালের ভোটে ২৫০-এর বেশি আসনে জিতবে তৃণমূল। চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাকি কোথায় কী হল, আমাদের বিষয় নয়। দিল্লির বিষয় দিল্লিতে। এখানে কোনও মন্তব্য নেই। বাংলায় ওসবের প্রভাবও নেই। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এরাজ্য থেকে ২০০-র বেশি আসন পাবে বলে দাবি করেছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু বাস্তবে তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ৭৭ আসনে থামতে হয়েছিল বিজেপিকে। এবারও বিজেপির স্বপ্নভঙ্গ হবে বলে মত তৃণমূলের।

বিজেপিকে হটাতে ‘ইন্ডিয়া জোট’ হয়েছিল। শরিক হিসাবে তৃণমূলের বরাবরই জোটের ফর্মুলা হল, যে রাজ্যে যে দল শক্তিশালী, সেই রাজ্যে সেই দলকে সমর্থন করবে বাকি দলগুলি। কিন্তু দিল্লিতে তা হয়নি। ক্ষমতাশালী আপ-এর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস। এই সমস্ত কারণে ভরাডুবি হয়েছে আপ-এর।

বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারও সাফ বলেন, ‘দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটেছে, এরাজ্যে সেরকম কিছু ঘটবে না। এখানে তৃণমূল এতটাই শক্তিশালী যে, অন্য কোনও দল তৃণমূলকে সাহায্য করল বা না করল, তাতে কিছু আসে যায় না। অন্য দলের ভোট কাটার কোনও সুযোগই নেই এখানে। এই রাজ্যে তৃণমূলই প্রধান শক্তিশালী। সামান্য শক্তি আছে বিজেপির। বাকি দলগুলি ‘নোটা’র সঙ্গে লড়াই করে। ২৬-এর ভোটে তৃণমূলের আসন তো কমবেই না, উলটে বাড়বে। ২৫০-এর বেশি আসনে জিতবে তৃণমূল। বিশেষ করে বিজেপির অন্তত ২৫-৩০ জন বিধায়ক এবার হারবে। একবার শিকে ছিঁড়েছিল, আর হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, থাকবেন।’

২০২৬ সালে বিজেপির এই রাজ্য দখলের মন্তব্যকে ‘দিবাস্বপ্ন’ বলেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তিনি বলেন, ‘স্বপ্ন দেখায় কোনও বাধা নেই। মনে রাখতে হবে, এরাজ্যে তৃণমূলের শিকড় যেভাবে গেঁথে আছে, তাতে রাজ্যের মানুষের মন থেকে তৃণমূলকে সরানো সম্ভব নয়। তৃণমূলনেত্রী সাধারণ মানুষের জন্য নতুন নতুন প্রকল্প করেন। প্রতিশ্রুতি দেন। আমাদের নেত্রী যে প্রতিশ্রুতি দেন, তার ষোলোআনা পূরণ করেন। উপভোক্তাদের হাতে সমস্ত কিছু তুলে দেন। বিজেপির সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দিতে প্রস্তুত রাজ্যের সাধারণ মানুষ।’

নেতাদের দাবি

- দিল্লি ভোটের ফলাফলের কোনও প্রভাবই এরাজ্যে পড়বে না
- তাঁদের দাবি, ২৬-এর ভোটে ২৫০-এর বেশি আসনে জয়ী হবে তৃণমূল

দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটেছে, এরাজ্যে সেরকম কিছু ঘটবে না। এখানে তৃণমূল এতটাই শক্তিশালী যে, অন্য কোনও দল তৃণমূলকে সাহায্য করল বা না করল, তাতে কিছু আসে যায় না। অন্য দলের ভোট কাটার কোনও সুযোগই নেই এখানে।

জয়প্রকাশ মজুমদার

দিল্লির গেরুয়া ঝড়ে বঙ্গের পদ্ম সমর্থকদের উল্লাস। শনিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ছাব্বিশে বাংলার পালা : শুভেন্দু

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : দিল্লিতে আপ হেরেছে, এবার পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের পালা। শনিবার দিল্লি বিধানসভায় বিজেপির জয়ের পরেই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাংলায় ক্ষমতায় এলে কী করবেন, সেই কথাও এদিন জানান শুভেন্দু। বলেন, ‘বিধবাভাতা ও বার্ধক্যভাতার পরিমাণ বাড়ানো হবে। তৃণমূল সরকার ১ হাজার টাকা করে ওই দুই ধরনের ভাতা দেয়। বিজেপি এলে সেগুলি ৩ হাজার টাকা করা হবে।’ আবাস যোজনাতেও টাকা বাড়ানোর কথা বলেন শুভেন্দু। বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘দিল্লিতে বিদায় হল আপ। এবার যাবে পশ্চিমবঙ্গের পাপ।’

দিল্লিতে ২৭ বছর পর বিজেপি ফের ক্ষমতায় আসায় কার্যত খুশির বান ডেকেছে রাজ্য বিজেপিতে। বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীরা লাড্ডু বিতরণ থেকে শুরু করে গেরুয়া আবির খেলা শুরু করেছেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন হলদিয়ার দেউলপোতা অঞ্চলে এক জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘দিল্লি আমাদের হয়েছে। ’২৬-এ বাংলার পালা। মাঝে বিহারও রয়েছে। সেখানেও জিতব। গত নির্বাচনেও বিজেপি এরাজ্যে ২০০-র বেশি আসন পাবে বলে রব উঠেছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এবার সেই অসমাপ্ত কাজ পূরণ হবে বলে বিশ্বাস বিরোধী দলনেতার। রাজ্যে ক্ষমতায় এলে জনগণের জন্য কী কী কাজ করা হবে, তাও ছকে রেখেছেন। তিনি বলেন, ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে বিধবাভাতা, বার্ধক্যভাতা ইত্যাদিতে তৃণমূল সরকারের থেকে অনেক বেশি টাকা দেওয়া হবে। আবাস যোজনাতেও তৃণমূল জমানার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকা করা হবে।’ দিল্লির নির্বাচনে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন শুভেন্দু। এই নিয়ে তিনি বলেন, ‘দিল্লির পূর্বাঞ্চলের ভোটারদের একত্র করার দায়িত্ব ছিল। ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি জেলার ভোটারদের এক জায়গায় আনার দায়িত্ব ছিল। এরকম ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ২০টিতেই জয়ী হয়েছি।’ উচ্ছ্বসিত শুভেন্দু বলেন, ‘দিল্লিকা জিত, হামারি হ্যায়, ২৬ মে বাঙ্গাল কি বারি হ্যায়।’ বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, ‘বাঙালিদের দুর্গাপুজো করতে দেওয়া হয় না। সরস্বতীপুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এইসব অপপ্রচারের জবাব দিয়েছে দিল্লির বাঙালিরা।’

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘সাধারণত দিল্লির ভোট থেকে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদেরও অভিজ্ঞতা আছে। বাংলায় কী করতে হবে জানি। শুধু ব্যাটে-বলে হচ্ছে না। একটু অপেক্ষা করুন, ব্যাটে-বলে হলে মমতা মাঠের বাইরে যাবেন।’ বিজেপির রাজ্য যুবমোর্চা সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ দিল্লির জয়কে ‘ঐতিহাসিক’ বলেছেন। তাঁর মতে, এই জয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে জয়। তিনি বলেন, ‘এবার ২০২৬ সালে এরাজ্যেও দুর্নীতির জবাব দেবে সাধারণ মানুষ। তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করে পাপমুক্ত করবে রাজ্যের সাধারণ মানুষ।’

দিল্লিকা জিত হামারি হ্যায়, ২৬ মে বাঙ্গাল কি বারি হ্যায়। বাঙালিদের দুর্গাপুজো করতে দেওয়া হয় না। সরস্বতীপুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এইসব অপপ্রচারের জবাব দিয়েছে দিল্লির বাঙালিরা।

শুভেন্দু অধিকারী

দ্বারস্থ ভাগবতের

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তরে আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছিলেন সরসংঘ চালক মোহন ভাগবত। তাঁর কলকাতা সফরে শনিবার নির্যাতিতার বাবা-মা এই দাবিতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

১০ দিনের সফরে কলকাতায় এসেছেন। শুক্রবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। সেই অনুযায়ী এদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন আরএসএস প্রধান।

নির্যাতিতার বাবা-মা ইতিমধ্যেই নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

তাঁরা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি তাঁদের কাম্য নয়। তাঁরা চান, ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জ গঠন করুক। তাদের বিচার হোক।

এদিন নিউটাউনের অতিথিশালায় দেখা করে মোহন ভাগবতের কাছেও এই ব্যাপারেই দরবার করেন তাঁরা। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন ভাগবত।

নির্যাতিতার বাবা বলেন, ‘আমরা এত জায়গায় ঘুরেছি, মেয়ের ন্যায় বিচার পাইনি। তাই মনে হল, তিনি যখন রাজ্য সফরে রয়েছেন, ওঁর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলি। তিনি কাগজপত্র দেখলেন। আমাদের বললেন, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে এতটা অবগত ছিলেন না। তদন্ত ও আইনি ক্ষেত্রে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।’

বালুরঘাটে ভুট্টা চাষে জোর

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে ভুট্টাচাষে বিশেষ জোর দিচ্ছে সরকার। উত্তরবঙ্গের দুই জেলা উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে চাষিরা বোরো চাষ ছেড়ে বর্তমানে ভুট্টাচাষ করছেন। শনিবার কলকাতায় কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন ‘স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনলজিস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন’-এর দশম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় এই তথ্য জানান পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এই ভুট্টাচাষের সাহায্য নিয়ে পোলট্রি শিল্পেও স্বয়ম্ভর হয়ে উঠছে রাজ্য।

এদিন প্রদীপবাবু জানান, ২০১১ সালে তৃণমূল যখন রাজ্যে ক্ষমতায় আসে, তখন ভুট্টা উৎপাদন হত বছরে সাড়ে তিনলক্ষ টন। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৮ লক্ষ টন। মূলত দুই দিনাজপুরে চাষিরা ভুট্টাচাষ ব্যাপকভাবে করছেন। ফলে একদিকে তাঁরা আয়ের মুখ দেখছেন, অপর দিকে এই চাষের ওপর নির্ভর করেই রাজ্যে পোলট্রি শিল্প বিস্তারলাভ করছে। কারণ, পোলট্রির মুরগির মূল খাদ্যই হল ধানের তুষ ও হাইব্রিড ভুট্টা। রাজ্যে বর্তমানে ২১ লক্ষ টন চিকেন উৎপাদন হয় বলেও প্রদীপবাবু জানান। আগামী সপ্তাহে আন্তর্জাতিক পোলট্রি ফেডারেশনের সভা হবে। সেখানে রাজ্যের পোলট্রি শিল্পের উন্নয়ন নিয়ে নানা আলোচনা হবে।

কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যের কৃষকরা আর আত্মহত্যা করেন না। কৃষকদের আয় বেড়েছে। যা দেশে সবচেয়ে বেশি।’ তিনি জানান, কৃষি দপ্তরে আরও কর্মী নিয়োগ প্রয়োজন। তা পূরণের চেষ্টা করাও হচ্ছে।

কাল শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে শুরু হবে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ব্যাপক কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে ৯,৮৪,৭৫৩ জন পড়ুয়া। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৪,২৮,৮০৩ জন। ছাত্রীর সংখ্যা ৫,৫৫,৯৫০ জন। অর্থাৎ এবছরও ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। রাজ্যের মোট ২৬৮৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই প্রশ্নপত্র চলে গিয়েছে সংশ্লিষ্ট ‘কাস্টোডিয়ান’দের কাছে। তাদের কাছ থেকেই কড়া নজরদারির মধ্যে দিয়ে প্রশ্নপত্র যাবে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে। পরীক্ষা চলবে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে এবং টোকাটুকি বন্ধ করতে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে পর্ষদ। পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল বা কোনও রকম ইলেক্ট্রনিক্স গ্যাজেট নিয়ে ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নকল করার সময় কেউ ধরা পড়লে এক বছরের জন্য পরীক্ষায় বসার সুযোগ বাতিল করা হবে। স্পর্শকাতর এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে মালদা জেলায় অতিরিক্ত নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বছর শুধুমাত্র মালদা জেলাতেই নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ে ৪২ জন পড়ুয়া। তাদের পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এজন্য মালদা জেলার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ২ জন করে সুপারভাইজার রাখা হয়েছে। তাঁদের কাজ হল পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনও অসুবিধা হলে তাঁরা তা দ্রুত পর্ষদকে জানাবেন। পরীক্ষার আগে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন https://joinindiancoastguard.cdac.in ’এর মাধ্যমে, পাওয়া যাবে ১১ ফেব্রুঃ ২০২৫ থেকে (১১.০০ ঘটিকা) ২৫ ফেব্রুঃ (২৩.৩০ ঘটিকা) পর্যন্ত।

দ্রষ্টব্যঃ বিস্তারিত বিজ্ঞাপন এবং অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করার পদ্ধতির জন্য অনুগ্রহ করে আসুন https://joinindiancoastguard.cdac.in

২। আপনার অনলাইন দরখাস্ত দাখিল করার জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রদত্ত নির্দেশাবলি সযত্নে পড়ুন। এটি একটি নির্দেশমূলক বিজ্ঞাপন মাত্র।

দাবি পরিত্যাগ ঃ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যাবলি কেবলমাত্র নির্দেশাবলির জন্য। যোগ্যতার মান, পরীক্ষার তারিখ, সময় এবং অন্যান্য পদ্ধতির জন্য অস্পষ্টতা দেখা দিলে, কোস্ট গার্ড রিক্রুটমেন্ট ওয়েবসাইট https://joinindiancoastguard.cdac.in-এতে প্রকাশিত সারমর্ম চূড়ান্ত হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করার জন্য এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সতর্কতা ঃ উপকূল রক্ষী বাহিনীতে নির্বাচন সমদর্শী এবং কেবলমাত্র মেধার ভিত্তিতে। প্রার্থীরা নিয়োগে ছদ্ম পরিচয় দেওয়া এজেন্ট হিসেবে অসাধু ব্যক্তিদের খপ্পরে যেন না পড়েন। এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নালিশ জানানোর জন্য প্রার্থী অবশ্যই নিয়োগের ডিরেক্টরেট, কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর, নয়ডায় টেলিফোনে ০১২০-২২০১৩৪০ এবং ইমেল আইডি ঃ dte-rect@indiancoastguard.nic.in-এতে জানাবেন।

CBC 10119/11/0005/2425

হ্যালো পুলিশ, হ্যালো... হ্যালো...

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : কয়েকদিন আগের কথা। তখন মধ্যরাত। পাড়ায় তারস্বরে বাজছে মাইক। ঘুমের দফারফা। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন বৃদ্ধ। আলো জ্বেলে ফোনটা হাতে নিয়ে ডায়াল করলেন ১০০ নম্বরে। তাঁর অটুট বিশ্বাস, একটা হেস্তনেস্ত হবেই। পুলিশ বলেছে এই নম্বরে ফোন করলে বিপদেআপদে সাহায্য মিলবে। কিন্তু ফোন তো লাগছে না। নেটওয়ার্কে কোনও সমস্যা হয়ে থাকতে পারে, এই ভেবে দ্বিতীয়বার চেষ্টা। ফল একই। তারপর যতবারই ফোন করা হোক না কেন টুংটুং করতে করতে কেটে যায়। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও যখন ফোনে পাওয়া গেল না, তখন বৃথামনরথে হাল ছেড়ে দেন বৃদ্ধ। কার্যত অসহায় অবস্থায় ফের বিছানায় গা এলান। তবে সে রাতে ঠিক করে ঘুমোতে পারেননি তিনি।

বৃদ্ধের সেই রাতের অভিজ্ঞতা শুধু তাঁর একার নয়, আরও অনেকের। বেশ কয়েকদিন ধরে ইসলামপুরে যাঁরা বিপদে পড়ে পুলিশের ১০০ নম্বরে ডায়াল করেছেন তাঁদের সকলের অভিযোগ, ফোন যাচ্ছে না। কিন্তু কেন? পুলিশের সাফাই, যান্ত্রিক সমস্যার কারণে এই অসুবিধা হচ্ছে। প্রশ্ন ওঠে, এতদিন হয়ে গেল অথচ যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেই কেন? ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেছেন, 'দ্রুত এই

- ইসলামপুরে ১০০ নম্বরে ডায়াল করে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না পুলিশকে
- বিপদে পুলিশ পাশে থাকার বার্তা দিলেও এহেন অবস্থায় উর্দিধারীদের ভূমিকায় প্রশ্ন
- যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে এই সমস্যা, দাবি পুলিশ সুপারের
- বিকল্প হিসেবে ১১২ নম্বরে ফোন করার পরামর্শ

সমস্যা সমাধানের জন্য পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলব।'

ইসলামপুর পুলিশ জেলার তরফে বিভিন্ন সময়ে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই ১০০ নম্বরে ডায়াল করার কথা বেশ জোরেসোরে প্রচার করা হয়। অথচ হচ্ছে উলটোটা। প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্য চাইতে ফোন করলেও সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, 'হয়তো কোনও যান্ত্রিক সমস্যার কারণে ১০০ নম্বরে ফোন লাগছে না।' তবে ১১২ নম্বরের পরিষেবা চালু রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ১০০ নম্বরে কী সমস্যা রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ সুপার।

ইসলামপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ ১০০ নম্বরে ফোন করলে সেই ফোন পুলিশ জেলার কন্ট্রোলরুমে সংযোগ হয়। এরপর সেখান থেকে ওই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীদের দিয়ে সেই সমস্যা সমাধান করে পুলিশ। বর্তমানে ১০০ নম্বরের পাশাপাশি ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেমের আওতায় ১১২ নম্বরে ফোন করলেও সেটা পুলিশের কন্ট্রোলরুমেই সংযোগ হয়। ১১২ নম্বরে ফোন করলে পুলিশি সহায়তার পাশাপাশি অ্যাম্বুল্যান্স, দমকল সহ অন্য সহযোগিতা মেলে। তবে এই নম্বরের বিষয়ে এখনও অনেকেই জানেন না। তাই দ্রুত ১০০ নম্বরের সমস্যা মেটানোর দাবি তুলছেন ইসলামপুরবাসী।

সমাজে আর্থিক ও সামাজিক স্তর বিভাজনের কারণেই বহু মানুষের ব্যক্তিগত পরিচিতি কিংবা স্থানীয় থানা কিংবা ফাঁড়ির নম্বর থাকে না। কিন্তু পুলিশের সর্বাত্মক প্রচারের কল্যাণেই ১০০ নম্বরে ডায়ালের বিষয়টি সকলে জেনে গিয়েছেন। বিপদেআপদে তাই প্রথম ওই নম্বরটিই মাথায় আসে। এমন জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে কেন গুরুত্ব দেওয়া হবে না, এ প্রশ্ন উঠছে ইসলামপুরজুড়ে।

সবই নাকি করে দেবেন

আবর্জনা সংগ্রহের উদ্যোগ নেই। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ থমকে। তালিকা বানাতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? কী বলছেন মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? শুনলেন খোকন সাহা।

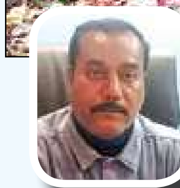

কৃষ্ণ সরকার
প্রধান, মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতার চার্জশিট

জনতা : আবর্জনা সংগ্রহের জন্যে সরকারি টাকায় পাঁচটি টোটো কেনা হয়েছিল। টোটোগুলি কাজে লাগানো হচ্ছে না কেন?

প্রধান : টোটোগুলি একটি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই সংস্থা হঠাৎ দায়িত্ব থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি পঞ্চায়েতের তরফে লোক দিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করা হবে।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বাস্তবের মুখ দেখল না কেন?

প্রধান : কলমজোতে প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু গ্রিন ট্রাইবিউনালের তরফে অভিযোগ ওঠায় সেই কাজ থমকে যায়। তবে এবার কাওয়াখালিতে জমি চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে প্রকল্পের প্রস্তুতি চলছে।

জনতা : কলমজোতের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল, মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : আসলে ওই রাস্তা মেরামতের জন্য তিন কোটি টাকার বেশি দরকার। এত খরচ আমাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর (এনবিডিডি) মেরামত করবে। আশা করছি চলতি মাসের মধ্যে কাজ শুরু হবে।

জনতা : বিভিন্ন জায়গায় পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব মেটাতে কোনও উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : কলমজোতে ৫০ শতাংশ বাড়িতে জলের জন্য সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কাওয়াখালিতে ৮০ শতাংশ মানুষ জল পাচ্ছেন। বাদবাকি এলাকায় দ্রুতগতিতে কাজ চলছে।

জনতা : উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের শৌচালয়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে কেন?

প্রধান : ওখানে তিনটি শৌচালয় তৈরি করেছে এনবিডিডি। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের। তবে কোনও বাড়তি টাকা নেওয়া হয় না।

জনতা : পথবাতিগুলো ঠিকমতো জ্বলে না বলে অভিযোগ। কী বলবেন?

প্রধান : সব জায়গায় বাতি জ্বলছে। আমি এলাকা ঘুরে দেখেছি।

জনতা : সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত গৃহ ও ভূমি কর আদায় করা হয়, অথচ গ্রাম পঞ্চায়েত নিজস্ব তহবিল থেকে এলাকার উন্নয়নে খরচ করে না কেন?

প্রধান : ২০১৯ সালের আগে যে হারে কর নেওয়া হয়েছে, এখনও সেই হারেই নেওয়া হচ্ছে। বাড়তি কর নেওয়ার অভিযোগ ঠিক নয়। নিজস্ব তহবিল থেকে কয়েকটি রাস্তা এবং নিকাশিনালার কাজ হয়েছে।

জনতা : বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিচারিতা করা হয় বলে অভিযোগ। কী বলবেন?

প্রধান : বিরোধীদের কাজ হল সবকিছুতে বিরোধিতা করা। তাই এসব অভিযোগ করে। আমরা সবাইকে সমানভাবে দেখি।

একনজরে

ব্লক : মাটিগাড়া
মোট সংসদ : ১৪
আয়তন : ৪৫ বর্গকিলোমিটার
জনসংখ্যা : ৩৪,০৬৭ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)
আয়তন : ৭০১.৭৩ হেক্টর

পার্কিংয়ে অবরুদ্ধ সার্ভিস রোড

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : একটা সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ করা হয়। সেখানে ফের নতুন সমস্যা এসে হাজির হয়।

এই যেমন বর্ধমান রোড। ওই রাস্তায় সার্ভিস রোড তৈরির কাজ শেষ। আর কাজ শেষ হতেই নতুন সমস্যা এসে হাজির। নয়া সার্ভিস রোডজুড়ে ইতিমধ্যেই গজিয়ে উঠেছে অজস্র গুমটি। চলছে সামগ্রী ওঠানো-নামানো। গোদের ওপর বিষফোড়া অবৈধ পার্কিং।

পদক্ষেপের বার্তা

- নৌকাঘাট থেকে ঝংকার মোড় সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত সার্ভিস রোড তৈরি হয়
- রাস্তার দুই ধারে সাড়ে তিন মিটার চওড়া পেভার্স ব্লক বসানো হয়
- সার্ভিস রোডের সুরক্ষার জন্য গার্ডওয়াল দেওয়া হয়
- এতকিছুর পরেও রাস্তা দিয়ে ছোট যানবাহন চলাচল করতে পারছে না
- মেয়র পুলিশের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত পদক্ষেপ করার বার্তা দিয়েছেন

এমতাবস্থায় এত টাকা খরচ করে সার্ভিস রোড তৈরির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'বর্ধমান রোড নিয়ে শীঘ্রই পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করব। তারপর পদক্ষেপ করা হবে।' পূর্ত দপ্তর নৌকাঘাট মোড় থেকে ঝংকার মোড় সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করে সার্ভিস রোড তৈরি করেছে। ছোট যানবাহন, বাইক, টোটো চলাচলের জন্য দুই পাশে সাড়ে তিন মিটার চওড়া পেভার্স ব্লক বসানো ওই সার্ভিস রোড যানজট অনেকটাই কমিয়ে দেবে বলে আশা করা হয়েছিল।

বিভিন্ন জায়গায় সার্ভিস রোডের সুরক্ষার জন্য গার্ডওয়াল দেওয়া হয়। রোডটি তৈরির জন্য অনেক গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে। এমনকি অনেক দোকান এবং জলপাই মোড়ের সবজি ও মাছ বাজার পেছনের দিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এতকিছু করেও যদি রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে না পারে, তাহলে সেই রাস্তার যৌক্তিকতা কী? প্রশ্ন শহরবাসীর।

বিদ্যাসাগরপল্লির বাসিন্দা রাকেশ মাহাতোর কথায়, 'রাস্তার ওপর সর্বক্ষণ ট্রাক, চারচাকার গাড়ি দাঁড় করানো থাকে। কোনওভাবে বাইক নিয়ে চলাচল করার পরিস্থিতি থাকে না। বিভিন্ন গ্যারাজের সামগ্রী রাস্তার ওপর রেখে যানবাহন সারাই করা হচ্ছে। খাওয়ার দোকান চলছ।' রাকেশের সংযোজন, 'বর্ধমান রোডে যেহেতু দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচল করে, সেখানে বাইক-সাইকেল আরোহীরা সার্ভিস রোড দিয়ে চলাচল করতে চান। কিন্তু সেটার উপায়ও থাকছে না।'

জলপাই মোড় থেকে ঝংকার মোড় পর্যন্ত সার্ভিস রোড সবচেয়ে বেশি অবরুদ্ধ থাকে। ঝংকার মোড়ের বাসিন্দা তপন মাইতির বক্তব্য, 'বর্ধমান রোডে সারাক্ষণ ট্রাফিক পুলিশ থাকে। যেভাবে সার্ভিস রোড অবরুদ্ধ থাকছে, এই ব্যাপারটা দেখা পুলিশেরও কর্তব্য। যাতায়াতের ক্ষেত্রে মহিলা ও বৃদ্ধরা সার্ভিস রোড পছন্দ করেন। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর এই রাস্তা দিয়ে দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু হয়ে যায়। রাত বাড়তেই বড় বড় ট্রাক চলে।' এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার বলে মনে করছেন তিনি।

বর্ধমান রোডের সার্ভিস রোড এভাবেই অবরুদ্ধ। -সংবাদচিত্র

সোহাগে আদরে...

ভালোবাসার মরশুম। শিলিগুড়ির অদূরে শনিবার বাপ্পা রায়ের তোলা ছবি।

নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্ত টোটোচালক

প্রেগন্যান্সি কিট দেখে প্রশ্ন মায়ের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : মেয়ের স্কুলব্যাগে প্রেগন্যান্সি কিট দেখেই মা রীতিমতো আঁতকে উঠেছিলেন। কী কারণে তার ব্যাগে ওই কিট? মায়ের প্রশ্নে চাপের মুখে পড়ে মেয়েটি জানায় তিন সপ্তাহ আগে স্কুলে যাতায়াতকারী টোটোচালকের হাতে সে ধর্ষণের শিকার হয়। সেই ঘটনায় সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল কি না তা যাচাই করতেই এই টোটোচালক তাকে ওই প্রেগন্যান্সি কিট কিনে দিয়েছিল। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। ওই নাবালিকা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী।

নাবালিকার মা অভিযুক্ত টোটোচালকের বিরুদ্ধে শনিবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এদিকে, ঘটনাটি জানাজানি হওয়ায় ওই টোটোচালক এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হচ্ছে। অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। তদন্ত চলছে।'

ওই নাবালিকা ও টোটোচালক একই এলাকার বাসিন্দা। পরিচিতির সূত্র ধরেই অভিযুক্তের টোটোতে করে ওই নাবালিকা স্কুলে যাতায়াত করত। গত মাসের ২১ তারিখ ঘটনার সূত্রপাত। নাবালিকার মা অভিযোগপত্রে পুলিশকে জানিয়েছেন ওইদিন তাঁর মেয়ে ওই টোটোচালকের টোটোতে করে স্কুলের উদ্দেশে রওনা দেয়। তিনি মেয়ের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন টোটোচালক স্কুলে না

উধাও টোটোচালক

- ওই নাবালিকা ও টোটোচালক জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা
- পরিচিতির সূত্র ধরেই অভিযুক্তের টোটোতে করে ওই নাবালিকা স্কুলে যাতায়াত করত
- একদিন তিস্তা উদ্যানের দিকে নিয়ে গিয়ে ওই টোটোচালক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ
- এতে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে কি না জানতে সে নাবালিকাকে প্রেগন্যান্সি কিট কিনে দেয়

নিয়ে গিয়ে তাকে শহরের তিস্তা উদ্যানের দিকে নিয়ে যায়। কেন স্কুলে না গিয়ে তিস্তা উদ্যানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন করলে টোটোচালক তখন ধমকের সুরে বলে, 'তুই তো আমার টোটোতেই প্রতিদিন যাতায়াত করিস। আমি কি তোকে ভুল রাস্তায় নিয়ে যাব?' অভিযোগ, এরপর টোটোচালক ওই নাবালিকাকে একটি চকোলেট খেতে দেয়। নাবালিকা চকোলেট খেতে রাজি না হলে টোটোচালক তাকে জোর করে সেটি খাওয়ায়। এরপরই মেয়েটি জ্ঞান হারায়। বিকেলে জ্ঞান ফিরলে সে নিজেকে তিস্তার বাঁধ এলাকায় একটি নির্জন জায়গায় আবিষ্কার করে। এরপর টোটোচালক তাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসে।

নাবালিকার মা বলেন, 'চকোলেটের সঙ্গে মাদক মেশানো হয়েছিল। যার কারণে মেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে ওই টোটোচালক আমার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। কিন্তু ঘটনার পর এতদিন কেটে গেলেও মেয়েটি কেন তাঁর পরিবারকে কিছুই জানায়নি? নাবালিকার দাদু বলেন, 'টোটোচালক ওই কাণ্ড ঘটানোর পর আমার নাতনিকে নিয়মিত হুমকি দিত। কাউকে জানালে নাতনি ও ওর মাকে খুন করবে বলে ভয় দেখাত। ভয়ে এতদিন সে কিছুই জানায়নি।'

নাবালিকার মা বলেন, 'আজ সকালে আমি ওর স্কুলের ব্যাগের ভেতর প্রেগন্যান্সি কিট দেখতে পেয়ে চমকে উঠি। পরে সবকিছু জানতে পারি। ওই টোটোচালকের কঠোর শাস্তি চাই।'

ট্রাকের তলায় বাইক, মৃত ১

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শনিবার সন্ধ্যায় শালুগাড়া থেকে চেকপোস্টের দিকে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। মৃতের নাম পুলক পাল। তিনি আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, পুলক শালুগাড়ায় একটি দোকানে কাজ করতেন। এদিন কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এমন সময় তাঁর বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশ দিয়ে যাওয়া একটি ট্রাকের তলায় চলে যান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পুলকের। ঘটনার পরেই পালিয়ে যায় ট্রাকচালক। তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, ফোরলেনের কারণে রাস্তায় বালি পড়ে রয়েছে। তাতেই নিয়ন্ত্রণ হারায় পুলকের বাইকটি।

গ্রেপ্তার চার

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে পঙ্কজ বসাক শান্তিনগর, সোনাবাবু সাহানি দুর্গানগর, পলাশ মণ্ডল টিকিয়াপাড়া এবং গোপাল শর্মা বাগরাকোটের বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সূর্য সেন পার্কের পেছনে নদীর চর সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই চারজনকে পাকড়াও করে। শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দোকানে চুরি

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন উত্তর একতিয়াশালে একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে চুরি হয়। দোকান মালিকের অভিযোগ, শনিবার তিনি এসে দেখেন, সিসিটিভি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ড্রয়ারে থাকা নগদ টাকা গায়েব। টিন কেটে ভেতরে ঢুকেছিল চোর, এমনটাই দাবি মালিকের। খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তদন্ত শুরু হয়েছে।

মেয়ের উপনয়নে ভিন্ন বার্তা

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৮ ফেব্রুয়ারি : রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।' যিনি এই উপলব্ধি করতে পারবেন, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রথার বাইরে বেরোল সিদ্ধান্ত পরিবার। ছোট মেয়ে মধুপর্ণার উপনয়নের আয়োজন করলেন মনোজ ও পায়েল সিদ্ধান্ত। শুধু মালদা নয়, উত্তরবঙ্গে প্রথম কোনও মেয়ের উপনয়ন হল মালদা শহরের ঘোড়াপীড় ঘোষপাড়ায়। শুক্রবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেই দীক্ষিত হয়েছে মধুপর্ণা।

বয়স ন'বছর। শহরের একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী সে। বাবা মনোজকুমার সিদ্ধান্ত ব্যবসায়ী। মা পায়েল সিদ্ধান্ত। মধুপর্ণারা দু'বোন। সে ছোট। দিদি মধুশ্রী কলকাতায় পড়াশোনা করে। উপনয়ন হওয়ায় খুশি মধুপর্ণা। তার উচ্ছ্বাস, 'এই কদিন বাড়িতে অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে। পুজো হয়েছে। বন্ধুরা এসেছিল। ওদের সঙ্গে আনন্দ করেছি।'

ভারতীয় সমাজে ব্রহ্মচর্য অতি প্রাচীন রীতি। এখনও হিন্দুধর্মের আচারে উপনয়নের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য পালনের রীতি রয়েছে। ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে সন্তানরা উপনয়নের মাধ্যমে দীক্ষা নেয়। এই রীতি আদপে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৈদিক ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান।

মনোজের বক্তব্য, 'আগে মেয়েদের পৈতা হত। এরপর মেয়েদের উপনয়ন বন্ধ করা হয়েছে। আমি মানুষের এই চিন্তাধারা বদল করতে চাই।' তাঁর আরও দাবি, 'ভেবেছিলাম, দুই মেয়ের পৈতাই একসঙ্গে দেব। কিন্তু বড় মেয়ে লজ্জা পাচ্ছে। তাই ছোট মেয়ের পৈতা দিয়েছি। মেয়েদেরও সামাজিকভাবে উঁচু জায়গায় রাখা হোক। ছেলেমেয়ে সমান।'

বৈষম্যের বেড়াজাল ভাঙতে একেবারে বদ্ধপরিকর পায়েল। তাঁর কথায়, 'এখন মেয়েদের সবকিছুই করানো হচ্ছে। তাহলে পৈতা কেন বাদ যাবে? এটাও করানো উচিত। ও ছোট থাকাকালীনই আমরা ওকে পৈতা দেওয়ার কথা

পৈতের উপচারে ব্যস্ত মধুপর্ণার পরিবার। -সংবাদচিত্র

ভেবেছিলাম।' পৈতার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন সিদ্ধান্ত পরিবারের পুরোহিত সদানন্দ বাগচী। তাঁর কথায়, 'বর্তমানে সমাজের জন্যই হোক কিংবা মুষ্টিমেয় কিছু ব্রাহ্মণের বাধ্যবাধকতা, মহিলাদের উপনয়ন কিংবা ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন, শিক্ষা বন্ধ করে তাঁদের পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এর আগে মহিলাদের উপনয়ন হয়েছে। মালদা তথা উত্তরবঙ্গে সিদ্ধান্ত পরিবারেই প্রথম কোনও মেয়ের উপনয়ন হল। যে- কোনও কিছু প্রথম কাউকে না কাউকে আরম্ভ করতে হয়। সেটা এখানেই শুরু করল।'

মাদক কারবার রোখার নির্দেশ

চোপড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : চোপড়ায় মাদক কারবার বেড়েই চলেছে। অভিযোগ, পুলিশ মাঝেমধ্যে অভিযান-ধরপাকড় করলেও তা মাদক কারবার সমূলে উৎপাটিত করতে যথেষ্ট নয়। তাই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গতবছর ডিসেম্বরে 'দিদিকে বলো'-তে ফোন করে। কয়েকদিন আগে সেখান থেকে স্থানীয় থানায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিষয়টি দেখার জন্য। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চোপড়া রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি শেখ নাজিম বলেন, 'দিদিকে বলোতে অভিযোগ করা হলে সেখান থেকে পুলিশের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার ব্যাপারে নির্দেশ এসেছে।'

নাবালককে মার

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : মোবাইল চুরির চেষ্টার অভিযোগে এক নাবালককে মারধরের ঘটনা ঘটল শিলিগুড়ি জংশন এলাকায়। শনিবার একটি বাস টিকিট কাউন্টারের সামনে ওই নাবালক ঘোরাঘুরি করছিল। এরপর সে এক ব্যক্তির মোবাইল চুরির চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা নাবালককে হাতেনাতে ধরে মারধর করে। পরে প্রধাননগর থানার পুলিশ এসে নাবালককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যাতে পরীক্ষার দিনগুলোতে যাতায়াতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই ইস্যুতে ছয়দফা দাবিতে শনিবার ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ইসলামপুর জোনাল কমিটি। পরীক্ষা শুরু এবং শেষে ট্রাফিকের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ট্রাফিক ওসির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানালেন সংগঠনের সম্পাদক জয়ন্ত দে।

চায়ের মাঝে কমলালেবুর 'বাগান'

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৮ ফেব্রুয়ারি : স্বাদ ও গন্ধে দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি সিটং, মিরিকে, মংপুতে ফলটির চাষ হয়। এসব জায়গায় বেড়াতে গিয়ে পর্যটকদের অনেকেই কমলাবাগানে সেলফিতে মজেন। তবে গাছে গাছে ফলে থাকা কমলা চাক্ষুষ করতে চাইলেই তো আর সবার পক্ষে এক ছুট্টে দার্জিলিং বা সিটং চলে যাওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মুশকিল আসান বাগডোগরা লাগোয়া গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলোকঝারি গ্রাম। এই গ্রামে এলে চা বাগানের মাঝে চোখে পড়বে কমলা গাছ। ফলের ভারে নুইয়ে পড়ছে ডাল। অনেকেই সেখানে আসছেন। তুলছেন ছবিও।

আলোকঝারি গ্রামে বাগডোগরার কলেজপাড়ার বাসিন্দা সুবোধ ঘোষের ছোট চা বাগান রয়েছে। বছর পাঁচেক আগে বাগানের 'এবি-টু' ব্লকে কমলার চারা লাগিয়েছিলেন সুবোধ। এবছর তাতে দারুণ ফল ধরেছে।

সুবোধ বলেন, 'পাঁচ বছর আগে চারা লাগিয়েছিলাম বাগানে। শখের বশে কানপুরের এক ব্যক্তির থেকে অনলাইনে ১০টি চারা কিনেছিলাম। প্রতিটি চারা ৪০০ টাকা করে কেনা হয়েছিল। গত বছর পর্যন্ত তেমন ফলন হয়নি। কিন্তু এবছর ফলে গাছ ভরে গিয়েছে। স্বাদ ও গন্ধ দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর মতো।'

সুবোধের স্ত্রী নমিতা ঘোষ ফল ধরা গাছের ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন। সেই পোস্ট দেখে আত্মীয়পরিজনরা তো বটেই, এখন বহু মানুষ বাগানে আসতে শুরু করেছেন। কমলা গাছের সামনে সেলফি তুলছেন

নজর কাড়ছে আলোকঝারি

তাঁরা। চায়ের মাঝে কমলা গাছ দেখে সকলে ভীষণ আনন্দিত। শনিবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, গাছে ফলে থাকা কমলার ছবি ক্যামেরাবন্দি করার ব্যস্ততা। সেইসঙ্গে সেলফির হিড়িক।

সুবোধের কথায়, 'নেহাত শখের বসে গাছ লাগিয়ে ছিলাম। এবার দারুণ ফলন হয়েছে। লোকজনকে বিলোতেও পারছি, এটা এক অন্যরকম তৃপ্তি।' চা বাগানে কমলালেবু ছাড়াও কামরাঙা, পেয়ারা, গন্ধরাজ লেবু, পেঁপে সহ হরেকরকম ফলের গাছ রয়েছে। সুবোধ বললেন, 'কামরাঙা এবং পেয়ারার গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া বসে। ওদের কারণে পাকা ফল অবশ্য খুব অল্পই ভাগ্যে জোটে। যদিও তাতে কোনও আক্ষেপ নেই। পাখিগুলোর তো খাবারের সংস্থান হচ্ছে।' এমন ছবি দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না কেউই।

ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের সভা। মিরিকে শনিবার।

জমি ইস্যুতে ঘোঁট পাকছে পাহাড়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : পাহাড়ে চা শিল্প নিয়ে রাজ্যের পরিকল্পনার বিরোধিতায় সরব ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট। শনিবার মিরিকে দলীয় সভায় পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা এবং ৩০ শতাংশ জমিতে চা পর্যটনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রত্যেক বক্তা। এক নেতার দাওয়াই, 'পাঁচ ডেসিমাল পাট্টার জন্য জমি জরিপ করতে এলে সরকারি কর্মচারীদের ছবি, ভিডিও তুলে রাখবেন। পরে দেখে নেওয়া হবে।'

পাহাড়ের শাসক ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-র অবশ্য দাবি, সেখানকার মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। চা শ্রমিকদের পরিবারের দখলে থাকা পুরো জমিরই পাট্টা দেওয়া হয়। পালটা ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের নেতা মহেন্দ্র ছেত্রীর বক্তব্য, 'আইন সংশোধন না করা হলে পাঁচ ডেসিমালের বেশি জমির পাট্টা দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে পাহাড়ের শাসকদলই। আমাদের দাবি, অবিলম্বে আইন সংশোধন করে পুরো জমির পাট্টা দিতে হবে।'

দল গঠনের দেড় মাসের মাথায় শনিবার মিরিকে বড় কর্মসূচির ডাক দেয় অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট। এদিন সেখানকার আলে ময়দান থেকে একটি মিছিল বেরিয়ে শহর পরিক্রমা করে। পরে মিরিক লেক সংলগ্ন ময়দানে জনসভা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলের প্রথমসারির প্রত্যেক নেতা চা বাগানের ইস্যুকে সামনে আনেন।

অজয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, 'চা বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলোকে পাঁচ ডেসিমাল জমি আর ঘর তৈরির জন্য এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিয়ে চুপ করালে হবে না। তাঁদের পুরো জমির অধিকার দিতে হবে। পাশাপাশি এই শিল্পের ৩০ শতাংশ জমি চা পর্যটনের জন্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। কারণ, পাহাড়ের সৌন্দর্য এবং শ্রমিকদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ফেলে এভাবে জমি ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। পাহাড়ে এই নীতি কার্যকর হবে না বলে সাতদিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা করতে হবে রাজ্য সরকারকে। নয়তো আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে।'

যদিও এপ্রসঙ্গে বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই প্রত্যাহার করা হয়েছে। অনীত থাপার দাবি মেনে সরকার পাহাড়ে শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমির পাট্টা দিচ্ছে। ছোট পুবুংয়ে একাধিক পরিবার চার-পাঁচ একর জমির পাট্টা পেয়েছেন।'

গতবছরের পুজো বোনাস নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ফার্স্ট ফ্লাশের চা উৎপাদন করতে দেওয়া হবে না বলে এদিন ফের হুমকি দেন

অজয়ের আওয়াজ

- দল গঠনের দেড় মাসের মাথায় মিরিকে বড় কর্মসূচির ডাক দেয় অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট
- বিজিপিএম-এর যুক্তি, চা শ্রমিকদের পরিবারের দখলে থাকা জমির পাট্টা মিলবে
- ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তির নেতার দাবি, আইন সংশোধন না করলে পাঁচ ডেসিমালের বেশি অসম্ভব
- পুজো বোনাস নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ফার্স্ট ফ্লাসের চা উৎপাদন করতে দেওয়া হবে না বলে এদিন ফের হুমকি

দলীয় নেতা এনবি খাওয়াস। তাঁর ব্যাখ্যায়, '২০ শতাংশ হারে বোনাস দিয়ে তারপর চায়ের উৎপাদন শুরু করতে হবে।' জমির পাট্টা ইস্যুতে সমীক্ষার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'পাঁচ ডেসিমাল করে পাট্টা কেউ নেবেন না। সরকারি কর্মীরা জমি জরিপ করতে এলে তাঁদের ছবি, ভিডিও তুলে রাখবেন।' এদিনের কর্মসূচিতে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা তথা মিরিকের প্রাক্তন জিটিএ সভাসদ অরুণ ঘিসিং ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টে যোগ দিয়েছেন।

না জানিয়ে বৃদ্ধার সংকারে প্রশ্ন আত্মীয়দের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : আত্মীয়দের না জানিয়ে বৃদ্ধার মৃতদেহ দাহ করা ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠল। শিলিগুড়ির ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা সাথী বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৫) গত ২২ জানুয়ারি মারা যান। আত্মীয়দের অভিযোগ, তাঁদের না জানিয়েই স্থানীয় কয়েকজন মিলে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের সাহায্যে বৃদ্ধার দেহ দাহ করে দেন। প্রশ্ন উঠেছে, আত্মীয়রা থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁদের খবর দেওয়া হল না?

দাহ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাছে চিঠি দিয়েছে। ওই বৃদ্ধার দেহ শিলিগুড়ি কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে দাহ করা হয়। ফোরামের সভাপতি অমিত সরকারের কথায়, 'একজন ভবঘুরে মারা গেলে, সেখানে পুলিশকে আগে বিষয়টি জানাতে হয়। পুলিশের গোচরে সমস্ত কাজ হয়। সেখানে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁদের জানানো হল না। এভাবে তো যে কেউ সহজে মৃতদেহ দাহ করে ফেলতে পারবে, যা নিয়ে বিরাট জটিলতা তৈরি হতে পারে। তাই পুরনিগমের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা উচিত।'

এভাবে দাহ করা যে ঠিক হয়নি তা মানছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'মৃতার পরিবারের যদি আত্মীয়রা থাকেন তাহলে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল। এভাবে দাহ করা আইনের চোখে সঠিক নয়। যদি কোনও আত্মীয় না থাকেন তাহলেও পুলিশকে না জানিয়ে দেহ দাহ করা উচিত হয়নি। পরিবারের কোনও অভিযোগ থাকলে, তাহলে তা থানায় জানাতে পারে।'

মৃতা সাথী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্বামী বাদলবাবু দেশবন্ধুপাড়ায় নিজেদের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। বাদলবাবু দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। ওই ব্যক্তি বর্তমানে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। সাথীদেবীর ভাইপো সুব্রত ধর দিল্লি থেকে শিলিগুড়িতে এসেছেন। সুব্রতর কথায়, 'আমার পিসেমশাই দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। তিনি কথা শুনতে বা কিছুই বুঝতে পারেন না। আমাদের আত্মীয়রা পিসি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকাকালীন একাধিকবার এসে খোঁজখবর নিয়েছেন। প্রতিবেশী এক দম্পতি পিসিকে দেখভাল করছিলেন। কিন্তু পিসি মারা যাওয়ার পর আমাদের কাউকে তাঁরা জানাননি।' ওই ব্যক্তির কথায়, 'ওই দম্পতি কেন এমনটা করলেন বুঝতে পারছি না। আমাদের আত্মীয়রা জলপাইগুড়ি থাকেন। তাই আসার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হত না। ভবিষ্যতে কারও সঙ্গে এমন না হয়। আমরা চাই পিসেমশাইয়ের চিকিৎসা যাতে ঠিক করে হয়।'

> পিসেমশাই দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। তিনি কথা শুনতে বা বুঝতে পারেন না। আমাদের আত্মীয়রা পিসি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকাকালীন একাধিকবার এসে খোঁজ নিয়েছেন। প্রতিবেশী এক দম্পতি পিসিকে দেখভাল করছিলেন। পিসি মারা যাওয়ার পর আমাদের কাউকে জানাননি।
>
> **সুব্রত ধর**
> *মৃতার আত্মীয়*

এলাকার বাসিন্দা দম্পতি অমিত ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী দেবশ্রী মৃতার দেখভাল করছিলেন। অমিতের কথায়, 'সাথীদেবীকে দুই দফায় নার্সিংহোমে ভর্তি করি। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন দু'একজন আত্মীয় এলেও তাঁরা কেউই দায়িত্ব নিতে চাননি। আমার স্ত্রী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চালান। তাই সেবা করতে তিনি ভালোবাসেন।' অমিতের সংযোজন, 'মৃত্যুর পর আত্মীয়দের ফোন করা হলেও তাঁদের সাড়া পাওয়া যায়নি। এখনও বাদলবাবুর সমস্ত দেখভাল আমরা করছি। যেই প্রশ্ন এখন তোলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। যদি আইনত এর মোকাবিলা করতে হয়, তবে আমরা প্রস্তুত রয়েছি।'

> সাথীদেবীকে দুই দফায় নার্সিংহোমে ভর্তি করি। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন দু'একজন আত্মীয় এলেও তাঁরা কেউই দায়িত্ব নিতে চাননি। আমার স্ত্রী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চালান। তাই সেবা করতে তিনি ভালোবাসেন।
>
> **অমিত ভট্টাচার্য**
> *মৃতার প্রতিবেশী*

তবে মৃতার দিদি কৃষ্ণা চক্রবর্তীর কথায়, 'বোনের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ থাকত। কিন্তু তাঁর দেহ শ্মশানে নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমাকে কয়টি ছবি পাঠিয়ে বিষয়টি এক প্রতিবেশী জানান। তার আগে কিছুই জানতাম না।'

অন্যদিকে, মহিলাদের একটি সংগঠন দেহটি শ্মশানে দাহ করার জন্য নিয়ে যান। সূত্রের খবর, দেহ দাহ করার আগে শ্মশানে পুরনিগমের অফিসে শংসাপত্র দেখানো হয়। নির্দিষ্ট ফর্মে সংগঠনের এক সদস্য স্বাক্ষর করেন। সংগঠনের অন্যতম সদস্য কাবেরী চন্দ সরকার বলেন, 'দেহ বাড়ি থেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃতার স্বামী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্ত্রীর দেহে মালা দেন। তিনি অসুস্থ থাকায় নথিপত্রে আমি সই করেছি। তাঁর স্বামীই দেহ নিয়ে যেতে বলেন। অমিত ভট্টাচার্যের ডাকে আমরা এসেছিলাম।'

আলুর বস্তা চুরি করতে গিয়ে পাকড়াও

খড়িবাড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : এলাকায় মাদকাসক্তদের বাড়বাড়ন্ত। নেশার টাকা জোগাতে অনেক তরুণ চুরিকে 'পেশা' হিসেবে বেছে নিচ্ছে। বেশ বড়সড়ো চুরি না হওয়ায় কেউ খুব একটা গা করছে না। গত শনিবার এমনই একটি চুরির ঘটনা ঘটে বাতাসি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে। রবীন্দ্রনাথ বর্মনের টোটো থেকে ব্যাটারি চুরি হয়ে যায়। ঠিক এক সপ্তাহ পরে ফের শনিবারই আরও একটা চুরির ঘটনা। এবার বাতাসি হাটে। তবে আলুর বস্তা চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও এক তরুণ অমিত মণ্ডল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, গত শনিবার অমিতই টোটোর ব্যাটারি চুরি করেছিল। ধরা পড়ে একথা স্বীকার করেছে সে।

সকালবেলা বাতাসি হাটে ব্যস্ততা তুঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাটে ঘুরঘুর করছিল অমিত। এমন সময় সে দেখে, একটা টোটো এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল অমিতের। হাত দেখিয়ে দাঁড় করাল টোটোটিকে। সঙ্গে সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে আলুর বস্তা সেই টোটোয় তুলে দিল সে। কিন্তু গত শনিবারের মতো 'ভাগ্য' সহায় হল না তার। ব্যাপারটা নজরে পড়ে যায় বেশ কয়েকজনের। ব্যস, ক্যাচ কট! সঙ্গে সঙ্গে উত্তমমধ্যম। তারপর খড়িবাড়ি থানার পুলিশ এসে নকশালবাড়ির রথখোলার বাসিন্দা অমিতকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। এদিন ওই হাটেই ছিলেন টোটোচালক রবীন্দ্রনাথ। বলেন, 'ব্যাটারি কে চুরি করেছে, সেটা আন্দাজ করতে পারছিলাম। এদিন যখন ওই চোরকে হাতেনাতে ধরা হল, তখন সবটা পরিষ্কার হয়ে গেল।' সূত্রের খবর, অমিতের মতো এলাকায় বেশ কয়েকজন মাদকাসক্ত রয়েছে যারা নেশার টাকা জোগাতে চুরি করছে। তাদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

পাঠকের লেন্সে

8597258697
picforubs@gmail.com

দিনের শেষে।। হলদিবাড়িতে তিস্তার পাড়ে ছবিটি তুলেছেন দীপক বর্মন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের 'আর্তি'

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি সংসদে বাজেট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় বাজেট পেশ করবে রাজ্য সরকার। তার আগে শনিবার নিজেদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া ও কেন্দ্রীয় বাজেটে অপ্রাপ্তির কথা তুলে ধরে শহর শিলিগুড়িতে মিছিল করল পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতি। সাংবাদিক বৈঠকের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এমনকি পাহাড় থেকে আসা প্রায় পাঁচ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কোর্ট মোড় থেকে মাল্লাগুড়ি পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির রাজ্য কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি মৌসুমি ঘোষ বলেন, 'রাজ্যে প্রায় দু'লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা রয়েছে। তাঁরা সবসময় সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন। ৫০ বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা গর্ভবতী মহিলা, শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, টিকাকরণ সহ সমস্ত কাজ আমরা করে চলেছে। কিন্তু বিনিময়ে যোগ্য সাম্মানিক আমরা পাচ্ছি না। আমরা আসলে সবদিক থেকেই বঞ্চিত। ২০১৮ সালের পর আমাদের সাম্মানিক আর বৃদ্ধি পায়নি। কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আমাদের অনেক আশা ছিল। কিন্তু সরকার সেভাবে কিছুই দেয়নি।'

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের অনুরোধ, অন্তত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেন রাজ্য বাজেট পেশ করার আগে তাঁদের কথা একবার ভাবেন। পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌমিকা রাহার কথায়, 'নারীসুরক্ষা, শিশুসুরক্ষায় আমরা প্রতিনিয়ত নিয়োজিত থাকি। ঘরে ঘরে গিয়ে আমরা পরিষেবা দিয়ে থাকি। কেন্দ্র সরকার বলছে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা। কিন্তু ডিজিটালি কাজ করতে হলে তো স্মার্টফোনের প্রয়োজন। আমরা যে সাম্মানিক পাই তাতে একটা ৫জি ফোন কেনাও মুশকিল। তাই অনেক কাজই ডিজিটালি কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।'

অপ্রাপ্তির কথা তুলে ধরে মিছিল

তাছাড়া যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আইসিডিএস সেন্টারে মিড-ডে মিল চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এই খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার দাবি জানান অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। পাশাপাশি আইসিডিএস সেন্টারগুলির পরিকাঠামো উন্নত করার দিকেও জোর দেওয়ার দাবি জানানো হয়। তাঁদের গ্র্যাচুইটি, পেনশনের আওতায় আনারও দাবি জানানো হয়। হিল কমিটির সভানেত্রী শরিতা খারকা বলেন, 'দ্রব্যমূল্য নিত্যদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়েছি।'

'পেছনে তৃণমূল নেতাদের উসকানি'

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : মহিলাদের সামনে রেখে সিন্ডিকেটরাজ চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিবেশীদের, অভিযোগ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের। সালিশি কাণ্ডের পর শনিবার ফুলবাড়িতে সদলবলে পৌঁছান শিখা। দুপুর ১২টা নাগাদ প্রথমে তিনি আত্মঘাতীর চেষ্টা করা বধূর বাড়িতে যান। বধূ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক।

সেখান থেকে বেরিয়ে কয়েকমাস আগে নিগৃহীত নাবালিকার বাড়িতে যান শিখা। পরিবারের পাশাপাশি ওই নাবালিকার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বলে, 'এলাকার কিছু মানুষ দিনরাত আমাকে উলটোপালটা কথা বলছে। চরিত্রহীন বলে দাগিয়ে দিচ্ছে। এভাবে বাঁচতে পারব না।' ওইসময় বাড়িটির বাইরে স্থানীয়দের জমায়েত দেখা যায়। নাবালিকা ও তার পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে বেরিয়ে আসেন বিজেপি নেত্রী। এরপর জড়ো হওয়া বাসিন্দাদের সঙ্গে এলাকা ঘোরেন, কথা বলেন।

ভিড়ের অংশ এক মহিলা বলে ওঠেন, 'এই নাবালিকার পরিবারের জন্য এলাকায় প্রচুর সমস্যা হচ্ছে।' বিধায়ক অবশ্য মিলেমিশে থাকার বার্তা দেন। এমন সময় ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি মন্তব্য করে বসেন, 'পরিবারটিকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।' সেই কথা শুনে চটে যান পদ্মের বিধায়ক।

ওখান থেকে বেরিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায় সদলবলে পৌঁছান বিধায়ক। সেখানে আইসি সোনম লামার সঙ্গে আলোচনা করেন কিছুক্ষণ। বাইরে বেরিয়ে গোটা ঘটনার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করেছেন তিনি। শিখার কথায়, 'এলাকা ঘুরে যা মনে হল, পুরোটা তৃণমূলের অভ্যন্তরে সিন্ডিকেট রক্ষার লড়াই। যে কোনও উপায়ে বিরক্ত করে বাসিন্দাদের তাড়িয়ে দিতে পারলে জমি কেনাবেচা করা যাবে, সেই চেষ্টা চলছে। যারা ঝামেলায় জড়াচ্ছে, তারা নিজেরাও হয়তো বুঝতে পারছেন না। এর পেছনে তৃণমূল নেতাদের উসকানি রয়েছে।'

এলাকাবাসীর সঙ্গে আলোচনায় শিখা চট্টোপাধ্যায়। ফুলবাড়িতে শনিবার।

সরব শিখা

- আত্মঘাতীর চেষ্টা করা বধূর সঙ্গে দেখা
- নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে তাকে ও পরিবারকে সান্ত্বনা
- তারপর স্থানীয়দের সঙ্গে এলাকা ঘুরে দেখেন শিখা
- সবাইকে মিলেমিশে থাকার বার্তা বিধায়কের, নাবালিকার পরিবারকে উচ্ছেদের প্রস্তাবে ধমক
- রাতে ফের উত্তেজনা এলাকায়, ঘটনাস্থলে পুলিশ

বিধায়কের অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই খারিজ করেছেন শাসকদলের ফুলবাড়ি-২ অঞ্চলের সভাপতি রবিউল করিম (বকুল)।

এদিকে সূত্র মারফত সন্ধ্যায় খবর আসে, এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে এদিন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য পরান মণ্ডলের বাড়িতে একটি বৈঠক হয়। সেখানে বোঝাপড়া হয় সবপক্ষের মধ্যে। ঝামেলা এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে উপস্থিত সবাইকে। বৈঠকটিতে পরান ছাড়াও তৃণমূলের ফুলবাড়ি-২ অঞ্চল সভাপতি বকুল, রাজগঞ্জের বিজেপি নেতা অর্জুন মণ্ডল প্রমুখ ছিলেন।

রাতে ফের উত্তেজনা তৈরি হয় সেখানে। স্থানীয় এক তরুণ নাবালিকার বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে। এরপর বাড়ির লোহার গেটের সামনে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। পরিবারের অভিযোগ, ওই তরুণ আগুন লাগিয়েছে। যদিও এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, নাবালিকার বাবা নিজেই আগুন লাগিয়ে নাটক করছেন। ঘটনার খবর যায় এনজেপি থানায়। দ্রুত পুলিশ পৌঁছায় এলাকায়। বিস্তারিত জানতে তদন্ত চলছে।

WE ARE HIRING!
PRABIN AGARWAL
Empowering Investors
Backoffice Job
for
Graduate Female Candidates
SALARY
₹ 25,000 - ₹ 40,000
WALK IN INTERVIEW
10TH FEB, 2025
5:00-6:30PM
9647855333
National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri-734001
AMFI Registered Mutual Fund Distributor.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

পরিদর্শন

চোপড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে চোপড়ায় দলুয়ামেলা শুরু হচ্ছে। দলুয়ামেলা নিয়ে পুলিশের উদ্যোগে মেলা ও মন্দির কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করা হল শনিবার। এদিন চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা মেলা চত্বর পরিদর্শন করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যাপারে কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার মেলা চত্বরে সিসিটিভি ক্যামেরা, ড্রোন ও পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রাখার জন্য বলা হয়েছে। যানজট সামলাতে মেলা চত্বর থেকে বেশ খানিকটা দূরে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া টোটো ও চারচাকা গাড়ি মেলা চত্বরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

সচেতনতা

চোপড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : সাইবার প্রতারণা চক্রের টার্গেটে এবার পরিযায়ী শ্রমিকরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইরে মোটা মাইনের কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছ থেকে সবরকম তথ্য নিয়ে প্রতারণার ফাঁদ পাতা শুরু হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে এধরনের চক্রের ফাঁদে না পড়েন তার জন্য চোপড়া থানা এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার শুরু করেছে পুলিশ।

বিজয় উল্লাস

ইসলামপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : দিল্লিতে বিজেপি জয়লাভ করতেই শনিবার ব্যান্ডপার্টি নিয়ে ইসলামপুর শহরজুড়ে শোভাযাত্রা করল বিজেপির নেতা-কর্মীরা। শোভাযাত্রাটি ইসলামপুর বিজেপির নগর কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে পুরাতন বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত গিয়ে ফের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। জেলা বিজেপির সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন জানান, রাজধানীতে বিপুল জয়ের জন্য আবির খেলার পাশাপাশি মিষ্টিমুখ করানো হয়।

অভিযান

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার বেশ কিছু এলাকা রয়েছে যা নেশার আঁতুড় বলে পরিচিত। শনিবার অম্বিকানগর থেকে শুরু করে মাদানি বাজার, মোড় বাজার, সহ এনজেপি থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায় এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। অভিযান চালিয়ে ২০ জনকে আটক করা হয়। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে এমন অভিযান লাগাতার চলবে।' যদিও আগে অনেকবার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে নেশার সামগ্রী সহ একাধিক মাদক সেবনকারী ও বিক্রেতাদের গ্রেপ্তার করেছেন। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। একই অবস্থায় রয়েছে ওই এলাকা।

এনজেপি থানার অধিকাংশ এলাকায় রেলের জমির ওপর পড়ে রয়েছে ফাঁকা কোয়ার্টার। পরিত্যক্ত ওই কোয়ার্টারগুলোতে চলে বিভিন্ন অসামাজিক কাজ। রেলের তরফে অনেকগুলি কোয়ার্টার ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আবার কতগুলি সিল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও কিছু কোয়ার্টার রয়েছে যেগুলিতে এখনও নেশার আসর বসে। তবে শুধু রেল কোয়ার্টার নয়। এমন আরও অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে নেশাগ্রস্ত, বিভিন্ন মাদকসামগ্রী বা ড্রাগস ব্যবসায়ীদের আনাগোনা লেগে থাকে।

কমিটি গঠন

বাগডোগরা, ৮ ফেব্রুয়ারি : বেঙ্গল এরিয়া এমইএস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ৩৭তম রাজ্য সম্মেলন আগামী ৫ ও ৬ মার্চ বাগডোগরায় অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার বাগডোগরায় সংগঠনের অফিসে অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন অশোক ভট্টাচার্য। সম্পাদক পদে মলয় ভদ্র, এবং কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করা হয় বরুণ সূত্রধরকে।

পোল গায়েব, বাতিহীন বাণেশ্বর মোড়

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ইস্টার্ন বাইপাসের বাণেশ্বর মোড়ে সাত-আট মাস আগে সড়ক দুর্ঘটনার জেরে হাইমাস্ট বাতি নষ্ট হয়ে যায়। হেলে পড়ে পোল। তারপর থেকে ওই অবস্থায় পড়ে ছিল। কয়েকদিন আগে আস্ত পোলটাই গায়েব হয়ে যায়। যারা গায়েব করে দেয়, সেই গুণধরদের ধরা দূর অস্ত, আজ পর্যন্ত বিকল্প বাতির ব্যবস্থা করেনি প্রশাসন।

তার জেরে সন্ধে হলেই অন্ধকারে ডুবে যায় ওই এলাকা। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই জায়গা দিয়ে রাতে যাতায়াত করার আগে দশবার ভাবেন। স্থানীয়রা বারবার নতুন করে পোল বসিয়ে সেখানে বাতি লাগানোর দাবি তুললেও শীতঘুম কাটছে না প্রশাসনের।

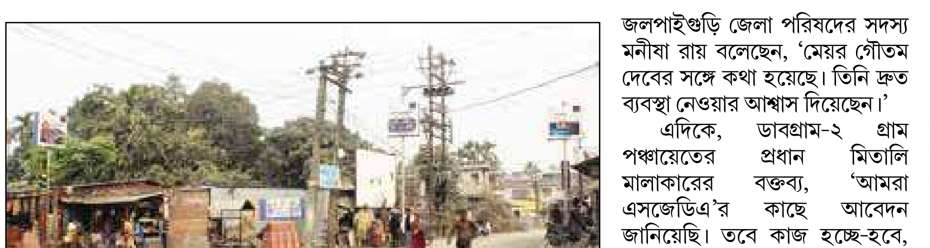

সন্ধে হলেই অন্ধকারে ডোবে এই এলাকা।

সূত্র জানিয়েছে, ওই বাতি লাগিয়েছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। এখন ওই দপ্তরের কেউ এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছে না। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায় বলেছেন, 'মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।'

এদিকে, ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকারের বক্তব্য, 'আমরা এসজেডিএ'র কাছে আবেদন জানিয়েছি। তবে কাজ হচ্ছে-হবে, এই চলছে।' সকলেই গোল গোল কথা বলে দায় ঝেড়ে ফেলছেন। কারা কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করবে, তার কোনও পরিষ্কার জবাব মেলেনি। আর এসবের মাঝে ভুক্তভোগী সেই সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মী তামাং বলছিলেন, 'দুর্ঘটনায় পোলটি ভেঙে বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। তারপর কেউ বা কারা সেটা গায়েব করে দেয়। তারপর থেকে আর কেউ চোখ ফেরায়নি এদিকে। সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার হয়ে যায় এলাকা। অসুবিধা হয় অনেক। তবে করার কিছুই নেই।'

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী অমূল্য রায় ডাকুয়া বলছেন, 'পোলটা ভেঙে যাওয়ার পর থেকে আমাদের ওই এলাকায় দোকান সামলাতে সমস্যা হয়। অন্ধকারে খদ্দের আসতে চান না। ব্যবসার ক্ষতি হয়।' নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বাণেশ্বর মোড়ে কর্মরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীরাও দ্রুত বাতি বসানোর আর্জি জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা গুনাধর রাউৎ - কে

03.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68K 63542 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি খবরের কাগজে ডিয়ার লটারির বিজয়ীদের ছবি এবং খবর দেখেছি, তারপরে আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনতে আগ্রহী হয়েছিলাম। আমার ভাগ্য সহায় হয়েছে এবং বর্তমানে আমি একজন কোটিপতি ব্যাক্তি হয়েছি। আমি এই পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমার আর্থিক পরিকল্পনা করেছি এবং একটি সুন্দর জীবন পরিচালনা করছি।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরবঙ্গের বইশিল্প

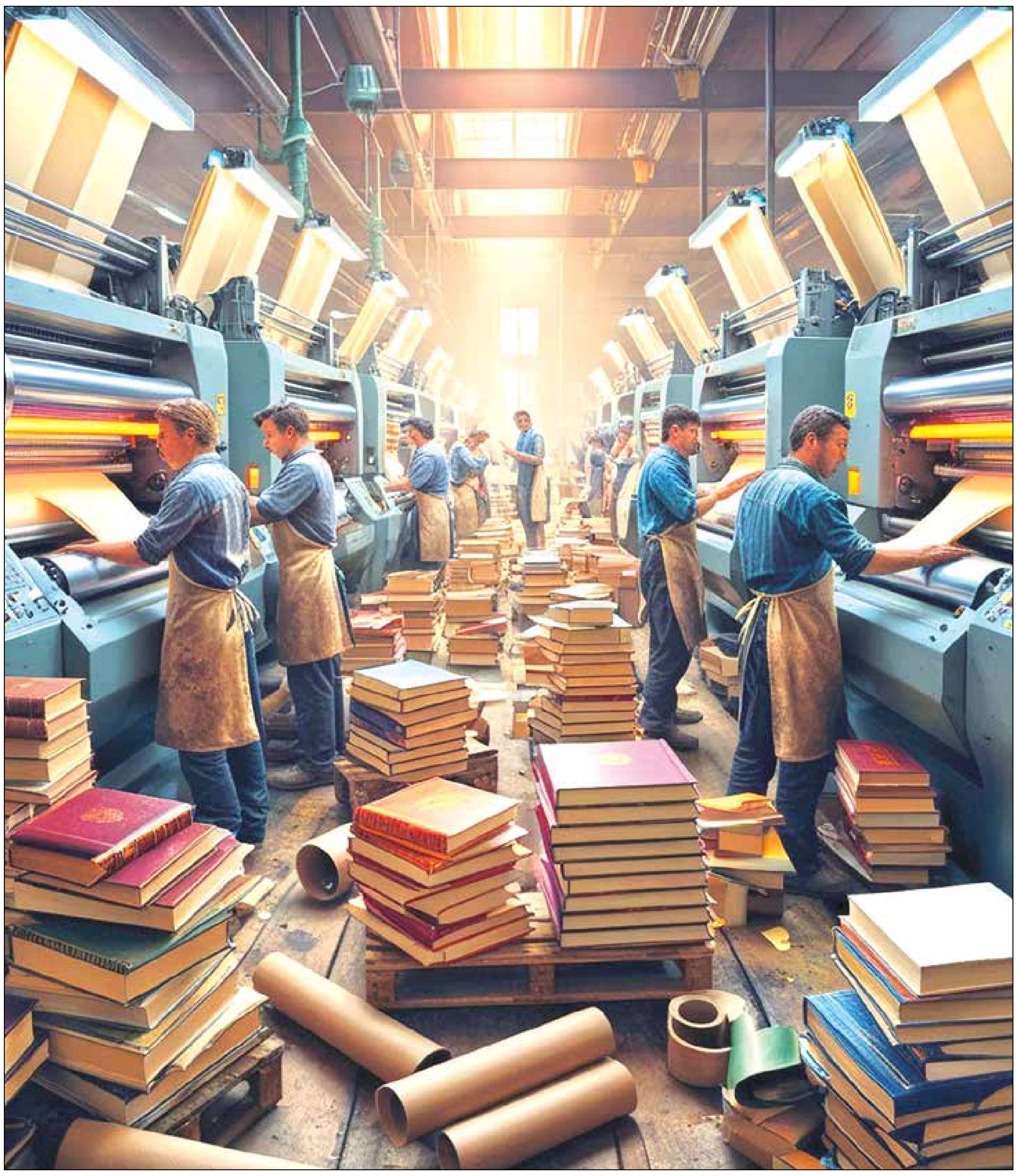

কলকাতা বইমেলা শেষ হচ্ছে আজ। যে বইমেলার দিকে প্রবল আগ্রহে তাকিয়ে থাকেন উত্তরবঙ্গের লেখকরাও। তাঁদের অনেক বই প্রকাশ হয় কলকাতার প্রকাশনা সংস্থা থেকেই। উত্তরবঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ লেখক এখন প্রচুর। কিন্তু কী অবস্থা উত্তরের প্রকাশনা জগতের? প্রধান সমস্যা কী কী? উত্তরবঙ্গের প্রকাশনা শিল্প নিয়ে আলোচনা এবারের উত্তর সম্পাদকীয়তে।

সেই মুরগি ধরা আর পিওডি-র গল্প

শুভ্র মৈত্র

ওই দৃশ্যটা নিশ্চয়ই খুব চেনা আপনার? পাশাপাশি বসে আছে দুই বা তিন বন্ধু, কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না! সবার চোখ নীচে নামানো, আরও একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে সবাই মোবাইলে ব্যস্ত। ব্যস্ততা মানে? কথা বলছে? খুব জরুরি কোনও বার্তা? তাও নয়। আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবিষ্কার করবেন, তারা কয়েক সেকেন্ডের 'রিল' দেখতে ব্যস্ত, একটার পর একটা। দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে দৃশ্যপট।

মস্তিষ্কে কী প্রভাব ফেলছে এই মুহূর্তের বিনোদন, সে প্রশ্ন থাক, তবে এই নীচু হয়ে থাকা দৃষ্টির কোনও বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ আজ আর থাকে না, সেটা প্রায় ধ্রুব সত্য। ট্রেনের কামরায় বই খুলে বসলে আপনার দিকে তাচ্ছিল্য মেশানো বিস্ময় ছাড়া আর কিছু জুটবে না, হলফ করে বলা যায়। কিছুদিন আগেও নতুন বই পড়ার ঘোষণায় যে গর্ব ছিল, সেটা এখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নতুন সিরিজ বা সমাজমাধ্যমে পাওয়া নতুন কোনও জোকসে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন আগ্রাসী মোবাইল সমাজে বই কোথায়? সাদা পৃষ্ঠায় কালো অক্ষরে ছাপা বই?

বইবাজারে একটা বিষয় প্রায় ধ্রুব সত্যের মতো উঠে আসে। তা হল, লেখক বা পাঠক উভয়েই চল্লিশ ঊর্ধ্ব। কমবয়সিরা অবশ্যই আছেন, কিন্তু শুধুই ব্যতিক্রম হিসেবে।

এই দৃশ্যগুলি যদি বইজগতের পক্ষে মর্মান্তিক হয়, তাহলে অন্য দিকে আছে ভিন্ন চিত্র। কাতারে কাতারে মানুষ ঢুকছে বইমেলায়। পসরা সাজিয়ে বসা প্রকাশক, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক যেন বছর পরে আসা দুর্গাপুজোর অপেক্ষায় প্রস্তুত করে নিজেদের। কিন্তু তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, শুনবেন মেলায় আগ্রহ যত, বইয়ে ততটা নেই। পড়ার আগ্রহ কমছে, কাগজের দাম বাড়ছে, ইচ্ছে থাকলেও বইয়ের দাম কম রাখার উপায় নেই-- এ প্রায় প্রতিটি প্রকাশকের কথা। তবু কেন এত বই, এত নতুন প্রকাশক, এত নতুন সাহিত্য পত্রিকা? সে কি শুধুই লেখকের ইচ্ছাপূরণ করতে? এই শিল্পের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মনে ধন্দ জাগে।

প্রথমেই বলে রাখা যাক, যে রাজ্যে একটি মাত্র শহর, সেখানে 'উচ্চশিক্ষার্থে কলিকাতা, চিকিৎসার্থে কলিকাতা'-র মতোই সাহিত্য-সংস্কৃতিও ভীষণভাবেই কলকাতার মুখাপেক্ষী। মফসসলের নতুন লেখকও কলকাতায় স্বীকৃতি পেতে চায়, জেলা শহরের কোনও প্রকাশনা সংস্থাও মরিয়া হয় কলকাতা বইমেলায় স্টল পেতে। অন্তত কলেজ স্ট্রিটের কোনও দোকানে যাতে তাদের প্রকাশিত বই পাওয়া যায়। কারণটা দুর্বোধ্য নয়, বাজার। কলকাতার বাজারটা অনেক বড়।

এত বছর ধরে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের চেষ্টা আন্তরিকভাবে কোনও সরকারই করেনি। তাই প্রতিটি জেলাতে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলেও পড়ুয়াদের প্রথম পছন্দের তালিকায় এখনও প্রেসিডেন্সি বা যাদবপুর। এই প্রসঙ্গের অবতারণা এমনিই করতে হল না। জেলায় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে যে নোটস-এর বাইরে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়েনি, তা জেলার বই বিক্রেতাদের জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। জানা যাবে জেলার গ্রন্থাগারগুলোয় ঢুঁ মারলেও। নন টেক্সট বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর দায়িত্ব কাদের ছিল, সে প্রশ্ন না হয় তোলা থাক।

প্রকাশনার জগতে কান পাতলে শোনা যায় কিছু অদ্ভুত শব্দ। যার একটি হল 'মুরগি ধরা'। অর্থাৎ আপনি আপনার লেখালিখি বই হিসেবে দেখতে চান? আমরা প্রকাশ করব আপনার বই। অনুচ্চারিত শর্তগুলির মধ্যে আছে, আপনিই টাকা দেবেন, বিক্রির দায়িত্বও আপনার। সবচেয়ে বড় কথা, কত কপি বই ছাপা হবে, তা কেউ জানে না।

এখানেই আসে দ্বিতীয় শব্দ, মোক্ষম অস্ত্র, পিওডি, অর্থাৎ প্রিন্ট অন ডিমান্ড। মাত্র পঞ্চাশ কপি বই ছাপিয়ে 'সংস্করণ নিঃশেষিত' ঘোষণার সুযোগ কে হারাতে চায়?

মহানগরের বাইরে থাকা প্রকাশনা সংস্থাগুলির সমস্যা বহুবিধ। স্থানীয় কোনও লেখকের বই করার আগে তাকে সাতপাঁচ ভাবতে হয়। প্রথমত, কম্পোজ বা প্রুফরিডিং স্থানীয়ভাবে হলেও ছাপা বা বাঁধাইয়ের জন্য বই পাঠাতে হবে কলকাতা। সেখান থেকে আনার একটা খরচ আছে। এরপরে আসে আসল চিন্তা। কত কপি বিক্রি হবে? লেখকের পরিচিতজন, আত্মীয়বান্ধবের বাইরে শুধু বই পড়ার আগ্রহে কতজন কিনবেন? জেলায় পাঠকের সংখ্যাই বা কত? আর লেখকের আগ্রহ থাকে বই পৌঁছে যাক জেলার বাইরেও। সেক্ষেত্রে জেলায় জেলায় হওয়া বইমেলা বা বেসরকারি লিটল ম্যাগাজিনমেলা ভরসা। কিন্তু জেলার প্রকাশকের সেই পরিকাঠামো আছে কি? আর সেই পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা প্রকট হয় বলেই, প্রতিষ্ঠিত লেখকরাও জেলার প্রকাশককে বই দিতে চান না। লেখকের নামটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের সহজলভ্যতা।

বিকল্প হতে পারত অনলাইনে বেচাকেনা। কিন্তু বইবাজারে অন্তত বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে অনলাইন বাজার এখনও সাবালক নয়। অগত্যা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সেই কলকাতা বইমেলা। সেখানে স্টল পাওয়ার আকুতি, পেলে পরেও এতদিন কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা- সব মিলিয়ে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি হয়ে যাবার জোগাড়। আবেগ এর সঙ্গে ব্যবসা মেলাতে না পেরে খুব স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে জেলার প্রকাশনা সংস্থাগুলির। তার মধ্যেই সাম্প্রতিক সময়ে লড়াই করছে মালদা, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি সংস্থা। যারা বাস্তবতা বোঝে, বোঝে প্রকাশের যত্নের মতোই জরুরি বিপণনে পেশাদারিত্ব। এ যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়া অর্থাৎ সমাজমাধ্যমকে তারা ব্যবহার করে নিপুণভাবে। পৌঁছাতে চায় বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে। তবে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এখনও কলকাতা বইমেলায় এদের অধিকাংশই অন্যের ভরসায় নিজেদের পণ্য সাজায়।

সাহিত্য নির্ভর সিনেমার সময় অতিক্রম করে এখন সিরিয়ালের যুগ। সেখানে যে গল্প দেখানো হয় বা ওয়েব সিরিজে যে গল্প বলা হয়, তা থ্রিলারধর্মী এবং চড়া দাগের সেন্টিমেন্টাল। বিশ্বায়নের যুগে এর রিচ সাংঘাতিক। এই বিপুল জনপ্রিয়তার অন্য পিঠে দুয়োরানির মতো থাকে সিরিয়াস সাহিত্য, যা পাঠকের মনযোগ দাবি করে। এ লড়াই বরাবরই অসম।

লেখার প্রথমে উল্লিখিত সেই 'রিল' প্রিয় দর্শককে আদৌ ছাপার অক্ষরের প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে কি না, তা সময় বলবে। নাকি টিভির পর্দায় পাঠ্যপুস্তকের বিজ্ঞাপন করা চিত্রতারকারা একদিন এসে বলবেন, 'নবারুণ ভট্টাচার্য পড়ুন', তাও জানা নেই। তবে বইবাজারের লড়াইটা ক্রমশ কঠিন হচ্ছে, যেমন বইয়ের স্থান সংকুলান হচ্ছে দুই কামরার ফ্ল্যাটেও। প্রতি বছর বইমেলা এলে যতই বলা হোক, 'বইয়ের কোনও বিকল্প নেই' সেটা ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রকাশনা শিল্প আর পাঁচটা শিল্পের মতোই পুঁজিনির্ভর। আর এ রাজ্য থেকে পুঁজি তো বিদায় নিয়েছে কবেই! তাই শুধু আবেগ দিয়ে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করার সঙ্গে প্রকাশনা ব্যবসার দূরত্ব শুধু বাড়তেই থাকে। বাজারে টিকে থাকার জন্য অসাধু উপায় নেওয়া প্রকাশককে দোষ দিয়ে কি সত্যিই লাভ আছে? পুঁজির অসম বণ্টনের জন্যই তো উত্তরবঙ্গ যেমন এখনও শুধু সরল মানুষ আর জঙ্গল-পাহাড়, তেমন পীযূষ ভট্টাচার্য এখনও বালুরঘাটের লেখক আর দেবজ্যোতি রায় কোচবিহারের!

(লেখক সাহিত্যিক। মালদার বাসিন্দা)

সরস্বতীর কাছে কুবেরের আসার প্রভূত সম্ভাবনা উত্তরে

কল্যাণময় দাস

'Publishing is not just a business; it's a passion for book lovers. We are the literary matchmakers, connecting authors with their perfect readers.'

উত্তর জনপদে প্রকাশনা ব্যবস্থাটা এখনও শৈশবে- এই কথাটা আগেই বলে রাখা ভালো। কিন্তু উত্তরের প্রত্যেক প্রকাশকই ওপরের ইংরেজি বাক্য দুটোর মালিক। পাঁচ-ছয় বছরে একটা জটিল আর পাঠকমুখী ব্যবসা দাঁড় হতে সময় লাগারই তো কথা। তবু এই কথাটাও সত্য যে, বঙ্গের এই উত্তর প্রান্তের লেখালেখি ও প্রকাশনা ব্যবসা গত পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে দুরন্ত একটা লাফ দিয়েছে। আজ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার শেষ দিন। উত্তরবঙ্গের অনেকেই জেলার বইমেলা আর আন্তর্জাতিক বইমেলার লেখক-প্রকাশক-বই-পাঠক সমাবেশ নিয়ে একসঙ্গে আশাবাদী এবং প্রশ্নচিহ্নিত।

এটা পিওডির যুগ। মানে 'প্রিন্ট অন ডিমান্ড'। পাঁচ বছর আগে এখানে যেমনভাবে ছাপার কাজ চলত এখন সেভাবে নয়। নয়া-প্রযুক্তির আশীর্বাদ। এখন একজন লেখক বা প্রকাশক তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বই ছাপাতে ও বিক্রি করতে পারেন। অর্থাৎ কোনও লেখক বা প্রকাশক যদি মনে করেন তিনি ২০টা বা ৫০টা বই ছাপবেন, আর সেই সংখ্যাটা বিক্রি হয়ে গেলে আবার অর্ডার দেবেন- তিনি সেটা পারেন। পুস্তকের জগতে এটাই আধুনিকোত্তর প্রযুক্তির প্রভাব এবং সুবিধেও বটে। ফলে, উত্তরের নবীন লেখক-স্বল্পবিত্তের প্রকাশক বই প্রকাশ করে পাঠকের হাতে খুব সহজেই তুলে দিতে পারছেন। আর দরিদ্র বাংলার সাহিত্যিকদের কাছে বর্তমান প্রযুক্তির অনায়াস দরজা সবথেকে বেশি আকর্ষণীয় হওয়ারই তো কথা!

পাঠক কি কম পড়িয়াছে বঙ্গে? যাঁরা বলেন যে, পাঠক কমে গিয়েছে, তাঁরা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘুরেফিরে বলেন। সব যুগেই মূলত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাই বৃহত্তর পাঠকবর্গ। এখনও তাই। আর একবর্গ আছেন, যাঁরা মূলত কর্মস্থান থেকে অবসরপ্রাপ্ত। এই সংখ্যাটাতে ভাগ বসিয়েছে টিভি সিরিয়াল, থিয়েটার আর তারপর সোশ্যাল মিডিয়া। একসময় যাঁদের অবসরযাপনের মূল ছিল গল্প, উপন্যাস, কবিতা পাঠ – তাঁরা এখন অনেকটা সময় দিয়ে দিচ্ছেন ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে। ফলত নিবিষ্ট পাঠকে টান পড়েছে।

উত্তরবঙ্গের প্রকাশনা জগতে একটা গতি এসেছে। উত্তরবঙ্গের জেলা বইমেলাগুলোর দিকে নজর দিলেই একথা প্রতীত হবে। সেটা না হলে বিগত আধা-দশকে উত্তরবঙ্গে পুস্তক প্রকাশনার পরিসর বাড়ত না। জেলা বইমেলা ও বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় নতুন লেখকদের বই প্রকাশ পেত না। আলিপুরদুয়ারের পুস্তক প্রকাশক সুরজিৎ বণিক যদিও ভাবেন যে, নিজেকে তিনি এখনও প্রকাশক বলতে পারছেন না। তবে তাঁর মতে, 'মহানগরীর বই বিক্রির সঙ্গে উত্তরবঙ্গে বই বিক্রির খুব একটা পার্থক্য নেই'। বইমেলাকে কেন্দ্র করে সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশকদের মতোই ইদানীং উত্তরবঙ্গের পুস্তক প্রকাশকদের ব্যস্ততাও তুঙ্গে ওঠে প্রতিবছর। এবং লেখকদেরও। লেখক নিখিলেশ রায়ের মত, 'জেলার বইমেলাগুলো দায়সারা। উত্তরবঙ্গের প্রকাশনা একদমই নতুন অবস্থায়। সাত জেলার বেশকিছু পুস্তক প্রকাশক এবং নতুন লেখকদের আগমন আশাপ্রদ। বইপাড়ার মুখাপেক্ষী না হলেই ভালো হবে উত্তরের প্রকাশনা জগতের।'

বঙ্গের বই-ব্যবসা বইমেলার সময় প্রচারের আলোয় আসে এবং নতুন লেখকদের লেখাও। এক্ষেত্রে বৃহৎ প্রকাশকদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন অপেক্ষাকৃত স্বল্পপুঁজির জেলার প্রকাশনা সংস্থাগুলো। উত্তরবঙ্গে এইমুহূর্তের অন্তত সাতটা প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধারদের এরকমটাই বক্তব্য। এখানে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বিবেচ্য নয়। কেননা ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ও তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বই পাঠের গুরুত্ব রয়েছে পরীক্ষায় পাশের জন্য। কিন্তু সাহিত্য পাঠের দরকার মূলত সময় কাটানো আর মনের খাদ্যের জন্য। ফলে, প্রযুক্তি বিস্ফোরণের যুগে রিল-দুনিয়া যেমন সেই পজিটিভ-বিনোদনের জায়গায় থাবা বসিয়েছে, তেমনি বইপাঠের মানসিক আরামের জায়গাটাও পালটে গিয়েছে। তবু বিভিন্ন প্রকাশকের অভিজ্ঞতা বলছে, বড়গল্প উপন্যাস থ্রিলার প্রবন্ধের কাটতিই বেশি। উত্তরবঙ্গের বইমেলাগুলোতে এমন দৃশ্যই দেখা গিয়েছে এবারে। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ বিক্রির জায়গাটা এসেছে স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের হাত থেকেই। কলকাতা বইমেলাতেও তেমনটা হয়েছে।

এর পরের জায়গাটাতেই আসছেন নতুন লেখক, বইয়ের স্বল্পপুঁজির প্রকাশকরা। কবিতার বই প্রচুর প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ কাটতি বেশ ভালো- এমনটাই পরিসংখ্যান দেন মালদা থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ারের পুস্তক প্রকাশকরা। মালদার প্রকাশক তন্ময় বসাক অভিমত ব্যক্ত করেন, 'পাঠকদের বই দেখায় পার্থক্য আছে জেলা ও আন্তর্জাতিক বইমেলায়। কলকাতায় পাঠকরা অন্তত বই হাতে তুলে নিয়ে দেখেন, জেলা বইমেলায় তা দেখতে পাই না। জেলায় জেলার লেখকরা পুশ সেল করতে পারেন। কলকাতা বইমেলায় সেটা সম্ভব নয়।'

তবে কোচবিহারের কবি সুবীর সরকার খুবই আশাবাদী ভবিষ্যৎ উত্তরবঙ্গের পুস্তক প্রকাশনা নিয়ে। গল্পকার সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত, 'কলকাতায় যেমন একটা বই-বাজার আছে; উত্তরবঙ্গে তেমনটা বই-বাজার বা বইপাড়া গড়ে তোলা দরকার।' শিলিগুড়ির পুস্তক-প্রকাশক কিশোর সাহার মন্তব্য, 'লেখক-প্রকাশক মেলবন্ধন জরুরি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, আর বই-বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন খুবই জরুরি উত্তরবঙ্গের লেখক ও প্রকাশকদের জন্য।'

শংকর, শীর্ষেন্দুর মতো জনপ্রিয় লেখকদের নতুন বই যখন বড় পাবলিশার্সের স্টলে এসে পৌঁছায়, সেখানে লেখকরাও এসে বসেন। লেখক-পাঠক সরাসরি সাক্ষাৎ হয়, লেখকের অটোগ্রাফ সমেত বই উঠে আসে পাঠকের হাতে। অর্থাৎ কলকাতা বা অন্যান্য মেট্রোপলিটান শহরে জনপ্রিয় লেখকরাও প্রকাশকদের সঙ্গে থেকে প্রকাশিত বই বিক্রির প্রক্রিয়াটাকে শক্তিশালী করে তোলেন, কিন্তু উত্তরবঙ্গে এখনও লেখক-প্রকাশক-পাঠক সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। ফলে যে প্রত্যাশা নিয়ে একজন লেখকের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের ঘরে আসছে, সেই প্রত্যাশা কোনও পক্ষেরই পূরণ হচ্ছে না।

বই-বাণিজ্যে অন্যান্য এফএমসিজি অর্থাৎ 'ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস' বাণিজ্যের মতো অমিতাভ বা অক্ষয়কুমার বা মাধুরী দীক্ষিত বা বিদ্যা বালনদের বিজ্ঞাপনে আনা সম্ভব নয় এখনও (ভবিষ্যতে হতেও পারে)। ফলে শুধু পরিচিত ও জনপ্রিয় লেখক ও বহুল পরিচিত প্রকাশনার দিকেই পাঠকের দৃষ্টি থাকে। নতুন ও ভালো লেখা যদি বই-বাজারে কাটাতে হয়, তবে অবশ্যই প্রকাশকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের গ্রামগঞ্জে লেখকদের লক্ষ্য করতে হবেই হবে। কৈশোর-যৌবনকে পাঠকবর্গ করতে না পারলে নতুন লেখক আর নয়া পরিবেশকরা অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়বেন। চারদিকের এই মহামন্দা আক্রান্ত অলীক দম্ভের দেশের গ্রামগঞ্জে কৈশোর-যৌবনের কাছে বই পৌঁছানো না গেলে এবং তাঁদের পাঠক করে তোলার প্রযত্ন না নিলে উত্তরের শুধু নয়, বঙ্গেরই প্রকাশনা সংস্থার হাল বেহাল হওয়ার সম্ভাবনা প্রভূত।

(লেখক অভিনেতা, সাহিত্যিক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রংদার রোববার

আর ক'দিন পরেই প্রেমের দিন। ক্রমশ যা জনপ্রিয় হতে চলেছে বিশ্বসংসারে, বাঙালিয়ানায়। প্রেমও পালটে যাচ্ছে বড় দ্রুত। বদলাচ্ছে প্রেমের কথা। এবার প্রচ্ছদে সেই প্রেমের কথা।

১০
আরও প্রচ্ছদ
ভালোবাসা নিয়ে কিছু বিশ্বখ্যাত ছবি ও কবিদের প্রিয় লাইন

১১
ছোটগল্প
অভিষেক বোস
ফুড ব্লগ
সুমন ভট্টাচার্য
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১২
দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা দুর্গাশ্রী মিত্র, কিশোর মজুমদার, রাজু সাহা, তাপসী লাহা, বিপুল আচার্য ও নির্মাল্য ঘোষ

ভালোবাসার রং বদল

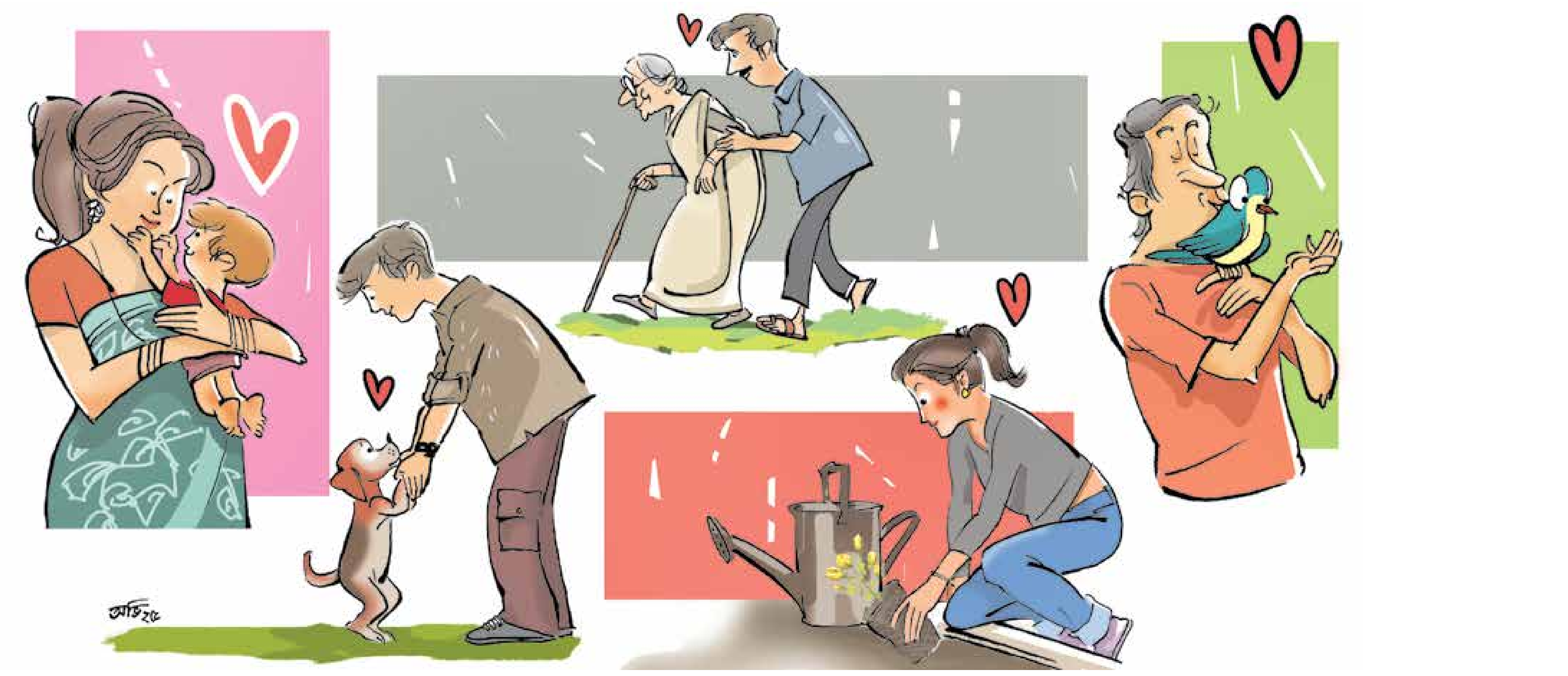

অন্য এক প্রেমের হাওয়ায়

তৃষ্ণা বসাক

উচক্কা বয়সের দুটো ছেলেমেয়ে। ঝকঝকে কেরিয়ার দুজনেরই। স্কুল বয়স থেকে প্রেম। অন্যদের থিম সং যখন 'ফুলের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভাল', তখন কোনও ঝড়েই এদের সম্পর্ক টলেনি এতটুকু। যথাসময়ে বিয়েও করল তারা। দে লিভড হ্যাপিলি দেয়ার আফটার- গল্পটা এভাবেই শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু কাহিনীতে ভিলেন হাজির। ভিলেন আবার কে? সেখানেই তো এই গল্পের টুইস্ট। বিশবায়িত কর্মক্ষেত্র আলাদা আলাদাভাবে দুজনের সামনে দুটো অতি লোভনীয় অফার নিয়ে এসে হাজির হল। এদিকে ওরা যে ছোট থেকেই ভেবে এসেছে বিয়ে করে এক ছাদের তলায় থাকবে আর চুটিয়ে সংসার করবে। এখন ছাদ আলাদা, এমনকি দেশও আলাদা হবার জোগাড়। তাহলে কি একজন স্যাক্রিফাইসের পথে হাঁটবে? এতদিনের চিরাচরিত গল্পের মতো মেয়েটিই নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে পতির কেরিয়ারেই নিজের আনন্দ খুঁজে নেবে? পরে বোর লাগলে জুটিয়ে নেবে ছোটখাটো কিছু? কিন্তু ওরা নিজেদের যেমন ভালোবাসে, কেরিয়ারকেও যে তেমন, কিংবা তার থেকেও বেশি ভালোবাসে। ছোট থেকে তিলতিল করে গড়া। শেষ পর্যন্ত দুজনে আইনত আলাদাই হয়ে গেল। পাড়ি দিল নিজেদের কাজের জায়গায়। তৃতীয় ব্যক্তি নয়, নিজেদের ভালোবাসার অভাব নয়, শ্বশুর-শাশুড়ির নাক গলানো নয়, স্রেফ নিজেদের সুবিধের জন্য বিচ্ছেদ। এ কি শুধু ভালোবাসার রং বদল? এ তো দিক বদলও। একেই তো বলা হচ্ছে সিচুয়েশনশিপ।

সোশ্যাল মিডিয়ার স্ট্যাটাসে তাই জ্বলজ্বল করছে ইন আ রিলেশনশিপ নয়, বরং ইন আ সিচুয়েশনশিপ!

এই সিচুয়েশনশিপে পড়লে অমন বক্তিয়ার অমিট্রায়েরও বুঝি বাক্যি হেরে যেত।

যিনি গঙ্গার ধারে পিকনিকে গিয়ে জনৈক লিলিকে বলেছিলেন

'গঙ্গার ও পারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনওদিনই আর হবে না।'

লিলির মন এক মুহূর্তে ছলছলিয়ে উঠলেও সে জানত এসব কথা বুদবুদ ছাড়া কিছু নয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে সে হেসে উঠল 'অমিত, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে, না বললেও চলত। এইমাত্র যে ব্যাংটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনওদিন

ঘটবে না।'

অমিত হেসে উঠে বললে, 'তফাত আছে, লিলি, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ওই ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি-- বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে; সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হিরে এবং হিরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আংটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।'

'ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিত, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।'

'কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনও- একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তারপরে কী হবে ভেবে দেখো।'

পাগলা স্যাকরার গড়া এমন কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে, শুধু অমিত রায়ের নয়, আরও কত মানুষ মানুষীর।

অমিট্রায়ে যদি শুনতেন ২০২৫-এ প্রেমের ফিউচার ফোরকাস্টে পুরুষের রুটি কামানোর দিকটা মোটেই গুরুত্ব পাচ্ছে না, তেমনি মেয়েদের লবঙ্গলতিকা, 'হিলা হিলায়ে লেডিজ' ইমেজটাও দরকারি নয় মোটেই, তবে তিনি মুচ্ছো যেতেন কি না জানি না, তবে লিলিরা সিলিকন বুক দিয়ে বিশেষ সুবিধে করতে পারত না। কিন্তু এও সত্য, প্রেমের লাবণ্য নয়, কেতকী এখন কত কী শরীর চিনছে। শরীর নিয়ে প্রথম পদক্ষেপ নিতে মেয়েরা ঝেড়ে ফেলছে সব ট্যাবু। শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতা যেমন।

'নতুন আলাপ হওয়া পুরুষ সঙ্গীকে নিয়ে
তুমি এসেছ ভেদিক ভিলেজে
সূর্যাস্তের পাখিরা বন্ধুদের ডাকনামে
ডাকতে ডাকতে বাসায় ফিরছে,
...ঘনিয়ে ওঠা সন্ধ্যায় তোমাদের এই ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড...
সেখানে কাঁকড়াবিছের ট্যাটু, সঙ্গীটি প্রথমে ঠোঁট রাখল তোমার সেই কাঁধে
মনে হল কাঁধে এসে বিঁধল দূর কোন নক্ষত্রের আলো
যে নক্ষত্র শুরুতেই মৃত...'

তবে অমিত লাবণ্যের যে দুই পারে দুটি বাড়ির ভাবনা, সেটাই যে নতুন দিনের প্রেমের ইন থিং, অর্থাৎ লং ডিস্ট্যান্স রিলেশনশিপ এখন নিও নর্মাল – সেটা দেখলে তাঁর ভালো লাগত বেশ। যদিও ট্রেন্ডের আসল জিনিসটি অর্থাৎ ৬০ শতাংশ প্রেমের ফাঁদই যে এখন অনলাইনে পাতা হয়, তাতে তিনি কতটা সুবিধে করতে পারতেন কে জানে। শাশ্বতরই আর একটি লেখা...।

'যে ছেলেটা চ্যাট করছে, সে আসলে টাকমাথা বুড়ো
'ছিমছাম গৃহবধূ' পরিচয় প্রোফাইলে লিখে
যে মেয়েটা কোকিলের ডাক হয়ে কথা বলে গেল
সে আসলে ডাইনি এক, পিচ্ছিল গুহায় একা থাকে
ঠোঁটে লিপগ্লস নয়, শুকনো রক্তের দাগ লাগা
দুর্লভ শিকড়, জড়িবুটি, মৃত পশুদের হাড়
কালো ম্যাজিকের জন্যে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করে...।'

তিনি জানতেও পারতেন না যার সঙ্গে চ্যাট করছেন সে নবীনা নয়, হয়তো মেয়েও নয়, বৃদ্ধ বা এলজিবিটিকিউ কোনও মানব।

এরপর দশের পাতায়

সে কি কেবলই যাতনাময়!

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

প্রকাশদার ব্যবসায়ী বাবা প্রায়শই আক্ষেপ করতেন, আমার ছেলেটার ব্যবসায় মতিগতি নেই! তার শুধু ফুটবল আর ফিজিক্স! সেই প্রকাশদাই কিনা হঠাৎ একদিন বাবাকে গিয়ে বলল, আমি মুরগির ফার্ম খুলব! ছেলের ওপর জিনে ভর করেছে ভেবে প্রকাশদার বাবা ছুটলেন ওঝার কাছে। কিন্তু আমরা তো জানতাম, প্রকাশদার মাথা খেয়েছিল তরুণ মজুমদারের 'ভালবাসা ভালবাসা' সিনেমাটা। মুরগির ফার্মের মালিক তাপস পাল ডিম সাপ্লাইয়ের সুযোগে মেয়েদের হস্টেলে ঢুকে দেবশ্রীকে বাগিয়ে নিয়েছিলেন! ব্যবসা করলে প্রেম ফ্রি!

এর অনেকদিন বাদে আমি চলে এলাম পশ্চিমে, একদা বাঙালি যেমন যেত হাওয়া বদলের জন্য, মধুপুরের বদলে মার্কিন দেশে। আর এসেই মালুম পেলাম যে, হাওয়া এমন বদলেছে যে, পালটে গেছে প্রেমের পদবী, রোমান্সের রকম, রোমান্টিকতার রং! এক প্রবাসী বাঙালির মার্কিনজাত যুবতীকন্যাকে শুধিয়েছিলাম, কী রে, প্রেমট্রেম কচ্ছিস? জবাবে মেয়েটি বলেছিল, ইউ মিন ডেটিং? অ্যাজ ইউ গাইজ সে 'প্রেম করা'! ইটস এ কাইন্ড অফ ডিল!

এতদ্বারা 'আমেরিকান' আমি প্রকাশদার সেই 'ট্রেড সিক্রেট'-টা বুঝতে পেরেছিলাম, ডিল করলে ডেটিং ফাউ! আমাদের সময় অবশ্য প্রেমের ইংরেজি ছিল 'লাভ', যাতে লাভ লোকসানের ব্যবসা ছিল না। তখন তারিখের ইংরেজি ছিল 'ডেট'! ১৮৯৯ সালে 'ফেবলস ইন স্ল্যাং' নামে একটা আজগুবি বইয়ে 'ডেট ইক্যুয়াল টু প্রেম' ফর্মুলাটা ছকলেন শিকাগোর সাংবাদিক জর্জ এড। তাঁর যুক্তি, তারিখ ব্যাপারটা তো কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্টের সঙ্গেই জড়িত। তাহলে ছেলেমেয়েরা যখন প্রেম 'হলেও হতে পারে' এমন কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, সেটাও ডেটিং। 'লাভ' একটা ফিলিং, আর 'ডেটিং' হল তার অ্যাকশন।

১৯৫৭ সালে এই প্রেমপুজোয় ঢাকের বাদ্যি বাজালেন মার্কিন ব্যবসায়ী জর্জ ক্রেন। 'দি সায়েন্টিফিক ম্যারেজ ফাউন্ডেশন' নাম দিয়ে তিনি বৈদ্যুতিন ঘটকালির কারবার খুলে বসলেন। ওই শুরু হল 'ইন্ডোর' স্বয়ংবর সভা। 'ডেটা' দিলেই হাতের মুঠোয় ডেটিং। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গাত্রবর্ণ, মাসমায়না, সম্পত্তি, ঠিকুজি, এমনকি ধর্ম 'শেয়ার' করলেই একদম দুয়ারে বিয়ে! বিয়ে থা'র কথা শুধোলেই এলিজিবল ব্যাচেলরদের উত্তর, আই অ্যাম ইন দি মার্কেট। কাজেই ওই শেয়ার বাজারে লঞ্চ করল একাধিক ডেটিং সাইট। তার লেজ ধরে চলে এল কিছু 'এস্টিমেশন' ওয়েবসাইট, যেখানে একবারটি ঢুকলে ডেটিং সাইটে পাওয়া পাত্রপাত্রীর মধ্যে কাকে বাছলে হবে রাজযোটক, সেটাও বাতলে দেবে তারা! মণিকাঞ্চন যোগ ঘটবে অতিসহজে, মহাসত্বরে 'ডেট'র হোম ডেলিভারি!

দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস অপেক্ষার দিন শেষ। পাঠ্যবইয়ের পাতার ভাঁজে লুকিয়ে রঙিন খামে যত্নে লেখা চিঠি দিতে হবে না আর। প্রেম এখন 'হ্যান্ডি', 'ইউজার ফ্রেন্ডলি'। সেদিন ওই মেয়েটা আমাকে বলেছিল, নো ডেটিং ইয়েট। টু মাচ ওয়ার্ক অ্যান্ড ট্রাবল! ট্রাবল! যন্ত্রণা! 'সখী, ভালোবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময়'। প্রেম ভালোবাসা আর কত 'শর্টকাট' হবে? এবার যন্ত্রডিলাররা ভার্চুয়াল ডেটিংয়ের জন্য বাড়িতে রোবট পাঠিয়ে দেবেন। সেজন্য রোবটিক্সে ইনভেস্ট করছেন তাঁরা। এতকিছুর পরও ওই মেয়েটা আমাকে বলেছিল, ডেটিং করলেই রিলেশনে একটা পজেসিভনেস চলে আসে। নো প্রাইভেসি। আমাদের সময় এই পজেসিভনেসের বাংলা ছিল 'আকুতি'। আর 'নো প্রাইভেসি'র ভাষান্তর ছিল বন্ধুত্ব, সম্পর্ক।

এরপর দশের পাতায়

বালিকা সন্ত্রাস এবং অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল

শুভময় সরকার

এ লেখার শুরুতেই কিছু দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল, দৃশ্যগুলো কাল্পনিক নয়, ভীষণভাবে বাস্তব এবং অনিবার্যভাবে অতীত। আমি যে নদীপাড়ের শহরে বড় হয়েছি, সে শহর সেদিনও বড় শহর ছিল, আজ তো মহানগর। তো শহরের যে প্রান্তে আমার বড় হয়ে ওঠা, স্কুলবেলা এবং প্রাক-যৌবনের কিছুটা সময় কেটেছিল তার লাগোয়া এক বিশাল রেল কলোনি। আয়তন এতটাই বিস্তৃত যে শহরের ভেতর যেন আলাদা এক অস্তিত্ব কারণ মূল শহরে থেকেও রেল কলোনি তার নিজস্ব নিয়মে চলত। যেহেতু লাগোয়া অংশে থাকা ফলত সেই অর্থে রেল কলোনির বাসিন্দা না হয়েও আমার যাপন-অস্তিত্বে মিশে ছিল রেল কলোনি, রেল অনুষঙ্গ। বন্ধুদের অধিকাংশই রেলের কোয়ার্টারে থাকত।

এই ভৌগোলিক বর্ণনাটুকু জরুরি ঘটনার প্রয়োজনেই। তো হঠাৎ খবর পাওয়া গেল রেলের সেন্ট্রাল হসপিটালের পেছনের অফিসার্স কলোনির এক বাংলো-বালিকার প্রেমে পড়েছে আমাদের এক বন্ধু, আমাদের ভাষায় 'বালিকা-সন্ত্রাস'। প্রেমে পড়াকে আমরা নিজস্ব ভোকাবুলারিতে 'বালিকা-সন্ত্রাস' বলতাম। কোনও এক ডেপুটি-চিফের কন্যার প্রেমে বন্ধু হাবুডুবু। যে সময়ের কথা বলছি, সেটা প্রেমপত্রের যুগ, সব হার্ড কপি। আমাদের অ্যানালগ জীবনে সফটকপির সামান্যতম সংকেতও কোথাও ছিল না।

তো সুদীর্ঘ এক চিঠি লেখা হল আবেগের সব মশলা ঢেলে এবং প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গেল স্কুল থেকে ফিরে বিকেলে পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সেই মেয়েটি কোয়ার্টারের সামনের ছোট্ট লনেই সময় কাটায়। পরিকল্পনামাফিক আমাদের জনাকয়েকের সাইকেলটিম অপারেশনে নামল।

প্রথমে আমাদের প্রেমিক বন্ধু চলন্ত সাইকেল থেকে উড়ন্ত খাম পাঠিয়ে দিল লনে। প্রাথমিক অ্যাকশন শেষ এবং পরবর্তী সাইকেলগুলো সেই উড়ন্ত চিঠির আফটার-শকের রিপোর্ট নিয়ে জিএম বাংলোর পাশে পূর্বনির্ধারিত একটি জায়গায় হাজির হল। আমি সেই আফটার-শক টিমের সদস্য হিসেবে দেখতে পেয়েছিলাম– বাংলোর লনে ছুড়ে দেওয়া খাম মেয়েটি তুলে নিল, তারপর চিঠি হাতে দোলনায় বসল এবং তারপর আরও বিস্তর কাহিনী।

এ কাহিনীর পর আমার যাপনে ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, মহানন্দা, গঙ্গা দিয়ে বিস্তর জল বয়ে গিয়েছে। সেই জলস্রোত আর জীবনস্রোতের মাঝেই আমরা হঠাৎই একদিন অ্যানালগ যাপন থেকে ডিজিটাল যাপনে ঢুকে গেলাম। প্রেমপত্র নামক সেইসব হাতে লেখা চিঠিপত্র গল্পগাথা হয়ে গেল। লুকোছাপা করা গোপন প্রেমের সেইসব কথিত এবং অকথিত কাহিনী ফেড হতে হতে কোনও এক অন্য জন্মের গল্প হয়ে গেল একসময়। কত সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এ লেখার অনুষঙ্গে। সময় এক নিরবচ্ছিন্ন স্রোত, সেই কালস্রোতে বর্তমান কোনও একক, বিচ্ছিন্ন সময় পরিধি নয়। বর্তমান বলেও সেভাবে কিছু নেই। আসলে যা আছে তা অতীত এবং ভবিষ্যৎ আর এই অতীত-ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী বহমান যোগসূত্রই বর্তমান।

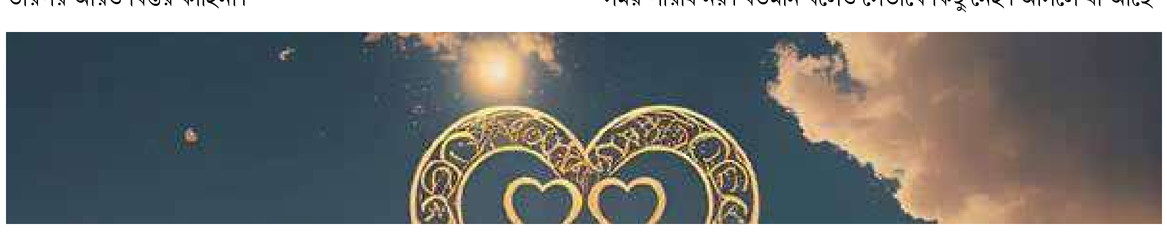

কিঞ্চিৎ জটিল করে দিলাম কি? তাহলে বরং কিছুটা সহজ করেই বলা যাক। আসলে বর্তমানকে দেখতে হয় অতীতের প্রেক্ষাপটে, বদলে যাওয়াটা বুঝতে সুবিধে হয়। ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে হতে হঠাৎ একদিন অনুভব করা যায় আমূল পালটে গিয়েছে সবকিছু।

সেই যে বলছিলাম, এ লেখার অনুষঙ্গে ফিরে আসছে কত স্মৃতি। আমার স্কুলবেলার সময় মা-কাকিমাদের ম্যাটিনি শো-তে ম্যাটিনি আইডলের সিনেমা দেখার সেই রোমান্টিক আবহ আস্তে আস্তে অনেকটাই পালটে গেল আমাদের 'হঠাৎ যেদিন যুবক' হবার দিনগুলোতে। সেই পরিবর্তিত সময়স্রোতে উত্তম-সুচিত্রা জুটির সাদাকালো দিন পেরিয়ে মিঠুন তখন এন্ট্রি নিচ্ছেন আধোআলো ছায়ার 'কিছু ভালবাসা'র দিনে, আমরাও বড় হচ্ছি, উত্তমকুমারের ঘুরে তাকানোর রোমান্টিক যৌনতা এসে মিশে যাচ্ছে মিঠুনের পেশিবহুল শরীরে।

চলচ্চিত্রের রঙিন দুনিয়ার পাশাপাশি আমাদের রোমান্টিকতাকে নতুন সুরে বাঁধছেন এক কবি, যিনি লিখছেন শুভঙ্কর আর নন্দিনীর কাহিনী। আমাদের কলেজ, ইউনিভার্সিটি চত্বরের আড্ডায় বান্ধবী-প্রেমিকা হঠাৎ কার্সিয়াং টাওয়ার দেখতে দেখতে প্রেমিকের দু'আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটের দিকে তাকিয়ে নন্দিনী হয়ে হঠাৎই কপট রাগ দেখিয়ে বলে উঠছে – 'তুমি আজকাল বড় সিগারেট খাচ্ছ শুভঙ্কর', আর এসব শুনতে শুনতেই শুভঙ্কর নামক এক তরুণ স্বপ্ন দেখছে 'দশ দিগন্তের অন্ধকার' হবার।

এরপর দশের পাতায়

ভালোবাসা কিছু কবিতা, কিছু ছবি

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি/শত রূপে শত বার/ জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার আলোয় আলো হলাম/তোমার গুণে গুণ;/ অনন্তকাল স্থায়ী প্রেমের আশ্বাসে করুণ

– জীবনানন্দ দাশ

তোমারে বন্দনা করি/ স্বপ্ন-সহচরী/লো আমার অনাগত প্রিয়া/ আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া

– কাজী নজরুল ইসলাম

আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে/ তোমার দু'চোখে তবু ভীরুতার হিম।/ রাত্রিময় আকাশে মিলনান্ত নীলে/ ছোট এই পৃথিবীকে করেছো অসীম।

– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো–/ দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে

– শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সেই সনাতন ভরসাহীন অশ্রুহীনা/তুমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না?

– শঙ্খ ঘোষ

পাগলী, তোমার সঙ্গে ভয়াবহ জীবন কাটাব/পাগলী, তোমার সঙ্গে ধুলোবালী কাটাব জীবন

– জয় গোস্বামী

ভালোবাসা চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে দেখা যায়,/ আর তাই ডানাওয়ালা কিউপিডকে অন্ধ আঁকা হয়েছিল

– উইলিয়াম শেক্সপিয়র

ঝর্ণাগুলো নদীর সাথে মিশেছে/ এবং সমুদ্রের সাথে নদী,/ পৃথিবীতে কোনও কিছুই একক নয়

– পার্সি বিশি শেলি

তোমার নাম রাখলাম রাণী।/আছে তোমার চেয়ে লম্বা,/তোমার চেয়ে শুদ্ধ,/ আছে তোমার চেয়েও সুন্দর, প্রেমময়।/কিন্তু তুমিই তো রাণী।

– পাবলো নেরুদা

রেমব্রাত

গুস্তাভ ক্লিম্ট

ফ্রাগোনার্দ

রেনোয়া

রেনে ম্যাগ্রিট

বালিকা সন্ত্রাস

নয়ের পাতার পর

তো তেমনই এক তুমুল হইহল্লার দিন পেরিয়ে ডিজিটাল প্রেমের যুগে শোনা গেল অপরিচিত এক নাম ধরণীতে – 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'। বেশ মনে পড়ে আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে এক ছাত্র সন্ধেবেলা বাড়িফেরার পথে দেখা হওয়াতে আমায় বলেছিল 'হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে স্যর', ছাত্রজীবনের গন্ধ তখনও যায়নি আমার, অজ্ঞতাকে স্মার্টনেসে ঢেকে মৃদু হেসে কিছু একটা বলেছিলাম প্রত্যুত্তরে।

সে'সময় আশপাশে গুগল নেই, তো নেহাতই কৌতূহলবশত খোঁজখবর করে জেনে নিয়েছিলাম সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামক সেই খ্রিস্টান পাদরির ইতিহাস, যিনি একজন চিকিৎসকও ছিলেন। বিস্তর নারীসঙ্গের অপরাধে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সেই আমার প্রথম 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' শব্দটির সঙ্গে পরিচয়। তারপর বছরে তিরিশবার নানাবিধ 'ডে' পালনের বহুজাতিক প্রচারমূলক আতিশয্যে প্রেমের দিবস আজ ডানা মেলেছে অনেক খোলামেলা আকাশে, যেখানে বাধা কম, বড়দের চোখরাঙানো কম, হাতে লেখা চিঠিপত্রের ঝামেলা নেই, রঙিন খামের খরচ নেই। কিপ্যাডে আঙুলের সামান্য নড়াচড়ায় পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে থাকা প্রেমিকার সঙ্গে যোগাযোগ, কথা, ভিডিও কথোপকথন।

রক্তমাংসের প্রেমের সমান্তরালে এক ভার্চুয়াল প্রেমের পথও আজ খোলা। তবে প্রশ্ন হচ্ছে সময়ের সঙ্গে কি প্রেমের মাধুর্য ক্রমহ্রাসমান? এ প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই তো আসে মনে, অন্তত যাদের তুমুল রোমান্টিকতার সময়টা কেটেছে দু'হাজার সালের আগে, তবে এই ক্রমহাসমানতার তত্ত্বে আমার বিশ্বাস নেই। প্রেম আছে, ভীষণভাবেই আছে ; শুধু সময়, আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পালটেছে মাত্র...!

আমাদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে ছিল না, ছিল সরস্বতীপুজোর জন্য বছরভর অপেক্ষা। এবারও তো দেখলাম পুজোর দিন এই প্রজন্মের রঙিন প্রজাপতির মতো প্রেম, এ মাসেই আবার ভ্যালেন্টাইন্স ডে, প্রেমের 'ডাবল ধামাকা'। অসুবিধে কোথায়...! মানুষ তো আসলে প্রেমেই বাঁচে, যে বয়েসেই হোক না কেন...! বয়সের সঙ্গে গভীরতার তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু প্রেম রয়ে যায়, রয়েও যাবে যতদিন অবধি বুকের বাঁ-দিকে একটা হৃদয় থাকবে। বুকের গভীর থেকে অভিমান ঠেলে উঠে গলার কাছে দলা পাকিয়ে যাওয়ার আবার সেকাল-একাল কী...!

কেবলই যাতনাময়!

নয়ের পাতার পর

পোস্টমডার্ন পশ্চিম অবশ্য মনে করে, কাউকে 'আই লাভ ইউ' বলা মানে 'বদার' করা! ডেটিংটা বরং 'এআই'র হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

সেই কাজটাই এখন করছেন রোবটিক্সের লোকরা। রোবটবিজ্ঞানের জনক জোসেফ এঙ্গেলবার্গার 'ইকনমিক অ্যান্ড সোশিওলজিক্যাল ইমপ্যাক্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট' প্রবন্ধে লিখেছেন, আমরা যে 'সাইকোরোবট'-এর কথা ভাবছি, সেটাই ভাবীকালের ডেটিং ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। একটাই চ্যালেঞ্জ, আমরা রোবটের কমপ্লেক্সনটা কী হবে, বুঝতে পারছি না। কিন্তু জোসেফ সাহেব, রোবটের বর্ণবিচার করতে গিয়ে প্রেমের রামধনুর সাতটি রংই ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে যে! বরং প্রেমে স্পষ্টতর হচ্ছে শুধু দুটি দুষ্টু রং, ভালোবাসার নয়, শরীরের। সাদা আর কালো। সুদীর্ঘ মার্কিনবাসে সাদাকালোর প্রেম বা বিয়ে আমার চোখেই পড়েইনি প্রায়। আর শুধু 'রেস'র রং নয়, ডেটিং বা ওয়েডিংয়ে রিলিজিয়নের দুটো 'কাটাদাগ'-ও আছে। কোরান বাইবেল-কেও মিলতে দেখিনি তেমন! এই সব ধর্মবর্ণ ঝাড়াইবাছাই করেই খাপে খাপ 'ডেট' ডেলিভারি করে 'আলাদিনের ওয়েবসাইট'!

প্রেমের সময় বাঁচল। ভালোবাসার হ্যাপা কমল। কিন্তু প্রেম ভালোবাসায় মানুষের এমন আলস্য আর অবসাদ দেখা দিল কীভাবে? 'দ্য সাইকোলজি অফ মডার্ন ডেটিং' গ্রন্থে শন ব্লু'র ব্যাখ্যা, হাইস্কুলেই গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড জুটিয়ে ফেলে অনেকে। অপরিণত মনের সেইসব ভুলভ্রান্তির ভালোবাসা খুব একটা টেকে না। কলেজে উঠলেই সবাই বাড়ির বাইরে। একখান প্রেমিক বা প্রেমিকা জুটলেই 'লিভ টুগেদার', স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকা। এই খুল্লামখুল্লা জীবন গোগ্রাসে গিলতে গিয়ে হারিয়ে যায় সেই ভীরু ভীরু চোখ, দুরুদুরু বুক, প্রেমের পূর্বরাগ! খুব দ্রুত ভালোবাসা একঘেয়ে হয়ে যায়। ক্লান্তি জাগে প্রেমে।

এরপর চাকরিবাকরি পেলে যে মেলামেশাটা শুরু হয়, সেটা 'ডেটিং ডিল'! লাগলে তুক, না লাগলে তাক। প্রেম আসলে একটা 'মাল্টিপল চয়েস কোয়েসচন'!

ভালোবাসা কি সত্যিই এমন 'শেষের কবিতা'? তবে কেন সেদিন সকালে লাবণ্যকে অমিত পড়ে শুনিয়েছিল জন ডনের কবিতার বইয়ের সেই পদ্যাংশ! লাবণ্যের শরীরটা কেঁপে উঠেছিল তখন। তার চন্দ্রহারে কাজলধোয়া জল হয়ে ঝরে পড়েছিল রবি ঠাকুরের সেই অমর তর্জমা! 'দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর / ভালবাসিবারে দে আমারে অবসর'!

প্রেমের হাওয়ায়

নয়ের পাতার পর

তবে এতকিছুর পরে সেই শিমুলতলা মধুপুরের মহুয়া তাপস পালের প্রেমের দিকে যদি তাকিয়ে থাকে কেউ, তার হয়তো মোহভঙ্গ হবে অচিরেই। ক্ষমা করবেন জীবনানন্দ, সেই হতাশ হৃদয়ের জন্য আপনার কবিতাটি লিখতেই হল নতুন করে, –

সুরঞ্জনা, ইনবক্সে যেয়ো নাকো তুমি,
চ্যাট কোরো নাকো ওই যুবকের সাথে;
অনলাইনে এসো সুরঞ্জনা
সবুজ আলোর মতো মেসেঞ্জারে
জ্বলো এই রাতে

#

ফিরে এসো সাইবার পথে
ফিরে এসো ক্যাফেতে একবার ;
এসপ্রেসো ঠান্ডা করে,
অই হুঁক্কাবারে
উচক্কা যুবকের সাথে যেয়ো নাকো আর।

#

কী কথা তাহার সাথে? তাহাদের সাথে?
আকাশে বাতাসে ঝাক্কাস
যন্ত্রিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম রিল হয়ে আসে।

#

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ লাশ
অক্সিজেন-বিরল এ বাতাসে
নেটওয়ার্ক ছিঁড়ে ছিঁড়ে আসে

#

সুরঞ্জনা, নিশিপাবে যেয়ো নাকো তুমি,
টিন্ডারে ঝুমো নাকো যুবকের সাথে;
অনলাইনে এসো সুরঞ্জনা
সবুজ ঘাসের দেশ হয়ে থাকো মেসেঞ্জারে
ডিজিটাল দ্বীপের ভেতর।

ছোটগল্প

শিউলি আর নলেন গুড়

অভিষেক বোস

ফ্রেশ! একদম পিওর!

মাথাটা তুলে আবেশে চোখ বুজে আসছে যেন। চোখ খুলে বলল— এই হল খাঁটি জিনিস। নভেম্বরেই বলে রেখেছিলাম বুঝলি। এক্কেরে মাজদিয়ার সেরা জিনিস। গন্ধটা দ্যাখ একবার। ছেলেকে কথাটা বলেই, অবিকাশ মুখার্জি ছোট নাতিকে কোলে টেনে নিল। তারপর একটু আদর করে বলল— দাদুভাই তুমি খেয়েছ কখনও, নলেন গুড়?

মুখার্জির ছেলে অনেকদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছে। ডুসেলডর্ফে থাকে। তিন বছরের ছেলে আর বৌকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বৌ খড়্গপুরের প্রবাসী তামিল। তবে বাংলা বোঝে। বলতেও পারে। নাম সুজাতা। ইংরেজিতে লেখার সময় TH লেখে।

সুজাতা বলল— এখন তো ওখানেও পাওয়া যায় বাবা। সুপার মার্কেটে ফিফটিন ইউরোতে টিনড ক্যান পাওয়া যায়। ফ্রেশলি প্যাকড। আনটাচড। কোনও প্রিজারভেটিভ দেওয়া থাকে না।

আলবাত পাওয়া যায়। তবে এ জিনিস না বৌমা। আজকাল তো শুনেছি, সারা বছর নলেন গুড়ের আইসক্রিমও পাওয়া যায়। একদিন মুখে দিয়ে দেখলাম। ছ্যা! খালি ফ্লেভার। বিস্বাদ খেতে।

এই তো মোড়ের মাথায় মিষ্টির দোকানটায় শীত পড়তে না পড়তেই, সন্ধ্যাবেলা থেকে ভিড় জমে যায়। নলেন গুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশ। আজকালকার ছেলে ছোকরাদের জিভই নেই। ভালো খেজুরের রস নামার আগেই চিটে গুড়ের সঙ্গে সুগন্ধী মিশিয়ে এসব বিক্রি হচ্ছে। হাভাতের দল তাই কিনে খাচ্ছে।

শেষ ভালো নলেন গুড়ের মিষ্টি খেয়েছিলাম বছর দশেক আগে। চুঁচুড়া সন্ধ্যাশ্রীর মিষ্টি। সন্ধ্যাশ্রী চেনো তো বৌমা? হ্যান্ডক্র্যাফ্টেড হানি-ডিউ সন্দেশের আঁতুড়। সামান্য কয়েকজন লোকই এর স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। একদম গোনাগুনতি করে বানানো। প্রথম কামড়ে কিচ্ছুটি বুঝবে না। কেমন একটা বোকা বোকা ভাব করে, জিভের আশপাশে বসে থাকবে। যেই না 'আন্ডার-এস্টিমেট' করে দ্বিতীয় কামড়টা দিয়েছ, ব্যাস! ভেতর থেকে অমৃত বেরিয়ে আসবে। তারপর মুখের আশপাশে দিয়ে বইতে শুরু করবে। এবার পুরো জিভের খেলা, দাঁত তখন কমপ্লিট রেস্টে।

মুখার্জির গল্প শুনে ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। আজ সারাদিন গুড়ের গুণকীর্তন চলবে। বনেদি বড়লোক। ছেলে-বৌমা বাড়ি এসেছে। একটু হইচই তো হবেই।

জাঁকিয়ে শীত পড়েছে এবার। এসময় গৃহস্থের বাড়ির মানুষ, লেপের ওমটুকু কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তবে নিতাই উঠে যায়। ভোরের আলো ঠিক করে ফোটার আগেই উঠে পড়ে নিতাই গাছি। বছরের এ সময়টাতে নিতাই মণ্ডল শিউলির কাজ করে। গাছে ছে' দেওয়ার পর থেকেই ওর চোখে ঠিক করে ঘুম আসে না।

শিউলি হল গাছিদের সম্প্রদায়ের নাম। খেজুর গাছে উঠে, গাছ চেঁছে যারা রস নামিয়ে নিয়ে আসে তাদের শিউলি বলে।

দখিনা বাতাস যেদিন মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিক থেকে বইতে শুরু করেছিল, সেদিন থেকেই নিতাই আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে। বছরের এই দুই-তিন মাস শিউলির কাজ করলেও, নিতাই আসলে খেতমজুর। গেল বছরের ব্যাংকের টাকা মেটাতে পারেনি। এবছর মহাজনের কাছে মোটা টাকা দাদন

নিয়ে নিতাই শীতের অপেক্ষা করছিল। হতচ্ছাড়া শীতটা এল দেরিতে।

নিতাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ মালতী মশারির ভেতর থেকেই আওয়াজ দিল— কী গো জ্বর গা'য়ে বেরোবে নাকি?

নিতাই মালতীকে ঘুমিয়ে থাকার ইশারা করে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল। আগের বোশেখে সুধাকে সাপে কাটার পর, পাড়াপড়শির একরকম চাপে পড়েই নিতাই মালতীকে বিয়ে করে এনেছিল। সুধাকে নিতাই ভুলতে পারেনি। কিন্তু মা হারা বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে মাস তিনেক আগে বিয়ে করেছে নিতাই।

বেরোবার আগে ছোট মেয়ে লক্ষ্মীর দিকে একবার চেয়ে দেখল। মেয়েটা এখনও রোজ রাতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কতই বা বয়স? সদ্য পাঁচ। আর বড়টা আট। মালতী অযত্ন করে না ওদের। তবে নিজের সন্তান নিজেরই হয়।

না আর দাঁড়ালে চলে না। মহাজনের টাকা শোধ করতে না পারলে বাচ্চাগুলোর মুখে কী তুলে দেবে। ছ'-সাত হাঁড়ি রস জ্বাল দিলে আধা কেজি গুড় হয়। ভোরের আলো ফোটার আগেই রস নামিয়ে আনতে হয়। যত ঠান্ডা পড়বে তত ভালো গুড় হবে। গাঁয়ের ছেলে ছোকরাগুলো তাড়ির লোভে ঘুরে বেড়ায়। নিতাই বারবার ফিরে আসে জমির দিকে। কে কখন হাঁড়ি খুলে নিয়ে চলে যায়!

রোজ রোজ গাছ চাঁছলে গুড় ভালো হয় না। তাই সপ্তাহে বার তিনেক রস নামায়। আর তিনদিন গাছকে বিশ্রাম দেয়। তিনদিন পর প্রথম দিনের রসকে বলে 'জিরেন গুড়'। তৃতীয় দিনের রস হল 'তে-কাট'।

কাঁটার থেকে গা বাঁচিয়ে গাছে উঠে জঞ্জাল সাফ করে 'ছে' দিতে হয়। এত কষ্ট করে হাঁড়ি বেঁধে রসে কুয়াশা শিশির পড়লে রসের আর কোনও গুণ থাকে না। এসব কিছু মাথায় রাখতে হয়।

জমাট কুয়াশার মধ্যেই ওর মতো কয়েকজন মাঠের দিকে রওনা হয়েছে। জমিতে আসতে আসতে আকাশ ফর্সা হয়ে সকাল হল। তবে এখনও সূর্যের দেখা নেই। মাথায় ফেটি বেঁধে, কোমরে প্যাঁচানো নারকেল গাছা জড়িয়ে নিতাই গাছে উঠতে শুরু করল। কোমরে হাঁসুয়া বাঁধা আছে। খালি পাত্রটা বেঁধে, রসে ভরা হাঁড়িটা নামিয়ে আনবে।

তরতর করে উপরে উঠে গেল নিতাই। এ কাজ কোন ছোটবেলা থেকে করছে। ষোলো-সতেরো হবে হয়তো তখন। বাবার কাছেই শিখেছে গাছির কাজ। প্রথম প্রথম গা হাত পা ছড়ে যেত। নুন ছাল উঠে গিয়ে এমন জ্বালা করত, বিছানায় শুতে পারত না। তারপর একদিন গাছটাকে এমন করে জড়িয়ে ধরেছিল, যেন প্রথম বয়সের প্রেয়সী।

আজকেও অনায়াসে উঠে এসেছিল। কিন্তু উপরে উঠেই মাথাটা হঠাৎ ঝিম মেরে উঠল। দু'দিন থেকেই গা'টা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। হাঁড়িটা নামাতে

তরতর করে উপরে উঠে গেল নিতাই।
এ কাজ কোন ছোটবেলা থেকে করছে।
ষোলো-সতেরো হবে হয়তো তখন।
বাবার কাছেই শিখেছে গাছির কাজ।
প্রথম প্রথম গা হাত পা ছড়ে যেত।
নুন ছাল উঠে গিয়ে এমন জ্বালা করত,
বিছানায় শুতে পারত না।

গিয়ে নিতাই চোখে অন্ধকার দেখল। আর কিছু মনে নেই।

নিতাই শিউলির অসার দেহটা বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছিল। রসভর্তি ভাঙা হাঁড়িটা পাশেই পড়ে ছিল। মুখভর্তি রক্তের সঙ্গে তাজা খেজুর রস মিশে গিয়ে বিস্বাদ ঠেকল। নিষ্প্রভ চোখ দুটো একবার মহাজনের মুখ মনে করল। একবার মালতীর। বায়োস্কোপের মতো চোখের সামনে বাচ্চাগুলোর মুখ ভেসে আসছিল। সুধার মুখটা ভেসে উঠতেই চোখটা একেবারে বুজে গেল।

অবিকাশ মুখার্জি, বনেদি বড়লোক। এই শীতে ভালো নলেন গুড় না আনলে মুখে রোচে না। মুখার্জির ছোট ছেলে জার্মানি থেকে এসেছে। বৌমা বলছিল— খাস ইউরোপের বাজারেও এখন নলেন গুড়ের রমরমা। ওদেশেও এদেশের মতো ডিসেম্বরে লোকজন ফেসবুকে নলেন গুড়ের ছবি দিয়ে স্ট্যাটাস আপলোড করে। পনেরো পাউন্ডে টিনড গুড় পাওয়া যায়। একদম পিওর। ফ্রেশলি প্যাকড। আনটাচড!

আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না

শীতের খাবারে লাগল নাচন

সুমন ভট্টাচার্য

শীত মানেই 'সরসো কা শাগ, অউর মাকাই কি রোটি' কিংবা 'কড়াইশুঁটির কচুরি, আর নলেন গুড়ের পায়েস'। শীতের সঙ্গে যেমন পিকনিক, মেলা বা কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ক্রিকেট খেলার একটা রোমান্টিক 'লিভ-ইন' আছে, তেমনই এই ঋতুর কিছু নিজস্ব খাবারদাবারও আছে। উত্তর ভারতের 'পঞ্চনদীর দেশ' পাঞ্জাব যেমন তার মধ্যে 'আইকনিক', 'আইকনিক' কারণ বলিউড প্রায় এই দুটি ডিশকে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি দিয়েছে বলে, সেই 'সরসো কা শাগ, অউর মাকাই কি রোটি' দিয়ে উত্তর ভারতের 'ট্রেন্ড সেটার' হয়, তাহলে বাঙালির আছে কড়াইশুঁটি থেকে ফুলকপির পরোটা আর গুড়ের হরেক রকমের পদ! উত্তরবঙ্গও শীতে পাহাড়ি আমেজের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আচার বা কোচ রাজবংশীদের ফেভারিট সব পদ নিয়ে হাজির থাকে।

রাজবংশী 'ডেলিকেসি' হিসেবে শিদল হচ্ছে সব পদের সঙ্গে চলনসই একটি উপাদান। কচু দিয়ে রান্না করুন, কিংবা পাট পাতায় রোদে শুকিয়ে তৈরি করা শিদলের পদ বিশেষ উপাদেয়। আবার উত্তরবঙ্গের শীতে জনপ্রিয় খাবার ভাপা পিঠে না খেলে পৌষ বা মাঘ মাসের ছুটির দিনগুলো বৃথা যায়। আজকাল যেহেতু শীতে দার্জিলিং বা ডুয়ার্স বেড়ানোটাও একটা 'ট্রেন্ড', তাই সেই সময় উত্তরবঙ্গের কিছু পদ না চাখাটা প্রায় মহাপাপের পর্যায়ে চলে যেতে পারে। তার মধ্যে যেমন 'দোগপ্পা' অর্থাৎ বাঁশের চোঙের ভিতরে তৈরি আঠালো ভাত আর মুরগির মাংস রয়েছে, তেমনই বাঁশের আচারও চেখে দেখাটা অবশ্য কর্তব্য। আমার অবশ্য যেহেতু নিজস্ব পছন্দ মাছ, তাই 'নাপ্পি' আর 'চুঙ্গা শুঁটকি'র কথা বলতেই হবে। 'নাপ্পি' হচ্ছে চিংড়ি বা অন্য ছোট মাছ লবণ মাখিয়ে, রোদে শুকিয়ে তারপর গুঁড়ো করে জলে মিশিয়ে ছোট ছোট মণ্ড পাকিয়ে পাতে পরিবেশন করা হয়।

আসলে শীত মানেই একটা পেলব রোমান্টিকতা আর কিছু আদুরে নস্টালজিয়ার স্বাদকে ফিরিয়ে আনা। এই এআই, 'এক্স' কিংবা টুইটারের যুগেও যে স্বাদগুলো 'বঙ্গ জীবনের অঙ্গ'। এখন হয়তো সারা বছরই ক্রিকেট খেলা হয়, তাই শীতের দুপুরে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ইডেন গার্ডেন্সে বসে ক্রিকেট দেখাটা আর ততটা 'ফ্যাশন' নয়, কিন্তু এখনও শীতের মরশুমে পিকনিক মানে কমলালেবু আর জয়নগরের মোয়া মেনু তালিকায় থাকতেই হবে। সাবেককালে উত্তর কলকাতা কিংবা ভবানীপুরে বাড়ির দরজার পাশে নামফলকে লেখা ডিগ্রি বা আরও কিছু দেখে আভিজাত্য বিচার করতে হত, এখন হয়তো তা সোশ্যাল মিডিয়ার 'স্ট্যাটাস' দেখে বুঝতে হয়। ঠিক তেমনই শীতে নলেন গুড় তো শুধু পিঠে, পুলি কিংবা পায়েসের সঙ্গে আসে না, আসে আইসক্রিম কিংবা ফালুদার মধ্যে দিয়েও!

শীতের এই যে উদযাপন, তা তো কোনও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বা আমাদের ভারতবর্ষের কোনও নির্দিষ্ট প্রদেশেও আবদ্ধ নেই। পাঞ্জাবের যেমন জনপ্রিয় পদ

আছে, তেমনই দক্ষিণ ভারতেরও 'রসম', আবার গুজরাটের 'উন্ধিউ'ও আছে। কেউ ভাবতে পারেন 'রসম' তো সারা বছরই খাওয়া যায়! ঠিকই, কিন্তু শীতে গলা এবং শরীরের জন্য 'রসম'-এর কোনও বিকল্প নেই। আর টমেটো, কারি পাতা এইসব কিছু দিয়ে শীতের 'রসম'-এর স্বাদই আলাদা। তেমনই গুজরাটি পদ 'উন্ধিউ' তৈরি করার জন্য যত ধরনের সবজি লাগে, তা একমাত্র শীতকালেই হওয়া সম্ভব। যদি কেউ অমিতাভ ঘোষের বিখ্যাত বই 'দ্য নাটমেগ'স কার্স' না-ও পড়ে থাকেন, তাহলেও বুঝে নিতে অসুবিধা নেই, দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ, রাজনীতিকে কীভাবে তার মশলা প্রভাবিত করেছিল। মশলার বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে যুদ্ধই উপনিবেশবাদ এবং উপনিবেশের জন্য তৈরি হওয়া দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানচিত্রের অন্যতম নির্ণায়ক ছিল।

তাহলে সেই মশলা শীতের কোনও পদকে কতটা সুস্বাদু করে তুলতে পারে? দুটি মোগলাই পদের উদাহরণ দেওয়া যাক। 'রোগান জোশ' কিংবা 'পায়া কারি'। শীতের মরশুমে দই আর মশলা দিয়ে যে রোগান জোশ তৈরি হয়, তা আমিষ পদগুলির মধ্যে সেরা। মধ্য এশিয়ায় বেশ কয়েকটি দেশ উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, শীতের মোকাবিলায় আমিষ এইসব পদ জনপ্রিয় হয়েছিল, কারণ দই এবং মশলার অসাধারণ মিশ্রণের কারণে। মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিগুলির ধারণা ছিল প্রচণ্ড ঠান্ডায় কিংবা দমকা হাওয়ার মোকাবিলায় রক্ত সঞ্চালনকে স্বাভাবিক রাখতে 'রোগান জোশ'-এর কোনও বিকল্প নেই!

'রোগান জোশ' কিংবা 'পায়া কারি'। শীতের মরশুমে দই আর মশলা দিয়ে যে রোগান জোশ তৈরি হয়, তা আমিষ পদগুলির মধ্যে সেরা। উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, শীতের মোকাবিলায় আমিষ এইসব পদ জনপ্রিয়।

এই বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই, যে শীত মানেই বাজারে হরেক রকম শাকসবজির সমাহার। পালং শাক থাকলে যেমন 'পালং পনির' হবে, তেমনই সান্ধ্য আড্ডায় 'পালং পকোড়া'ও থাকবে। টমেটো দিয়ে তো শুধু দক্ষিণ ভারতীয়রা 'রসম'কে অন্য মাত্রা দেবেন এমনটা নয়, বাঙালি পাচকও 'টমেটোর চাটনি'র মতো গুগলি তৈরি করবেন। এই যে পালং থেকে টমেটো, ফুলকপি থেকে কড়াইশুঁটি, এইসব কিছু দিয়ে তৈরি পদ ঘনাদা থেকে টেনিদার, বা আজকের সব 'দাদা', 'দিদি'দেরও ফেভারিট। বিয়েবাড়ির ভোজ হোক, কিংবা গ্লোবাল সামিটের 'বেঙ্গলি ডেলিকেসি', তাতে কড়াইশুঁটির কচুরি আর নলেন গুড়ের রসগোল্লা না থাকলে তো বাঙালিত্বই ফিকে। আসলে শীতের সঙ্গে আমাদের যে ভাব-ভালোবাসা কিংবা খুনশুটি, তা অনেকটাই রান্নার মধ্যে দিয়ে যায়। আগে যেমন শীত এলেই সার্কাসের তাঁবু পড়ত, তেমনই পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে, পুলি কিংবা পায়েস না হলে কেমন যেন মন আনচান আনচান করে। আর কে না জানে বাঙালিরা তো বটেই, ভারতীয়রা রান্নাবান্না নিয়ে 'এক্সপেরিমেন্ট' করতে সদা আগ্রহী। সেই কারণেই তো উত্তরবঙ্গের সিকিমের 'মোমো' কলকাতায় পৌঁছে অন্য আরও হরেক ধরনের পাশাপাশি 'গন্ধরাজ মোমো' হিসেবেও বিক্রি হয়। বিদ্রোহে অথবা প্রেমে ভালো খাবার কিন্তু যথার্থ সংগত করতে পারে! রবি শঙ্কর আর জাকির হুসেনের মতো যুগলবন্দি উপহার দিতে পারে!

এডুকেশন ক্যাম্পাস

তীর্থদীপ মৈত্র, অষ্টম শ্রেণি,
নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, রানিডাঙ্গা, শিলিগুড়ি।

জিষ্ণু চক্রবর্তী, নবম শ্রেণি,
সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

ধৃজতি রায়, নবম শ্রেণি,
বীণা মোহিত মেমোরিয়াল স্কুল, কোচবিহার।

বিবেক ভৌমিক, নবম শ্রেণি,
সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গল্পে রাধাগোবিন্দ

পূর্বা সেনগুপ্ত

আমরা দেবালয়ের সন্ধানে বহু পথ অতিক্রম করেছি। এই পরিক্রমায় আমাদের কাছে বঙ্গসমাজে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বহু দেবালয়ের ইতিহাস বর্ণনায়, সমভাবে গৃহপ্রাঙ্গণে দেবারাধনার প্রসঙ্গে অনেক পরিবারে শ্রীচৈতন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এরই সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত ও উড়িষ্যার আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে বঙ্গভূমিকে যে সংযুক্ত করেছিলেন তারও একটি স্পষ্ট আভাস আমরা পাই।

বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ সমভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আজ আমরা প্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান বীরভূমের একচক্রা গ্রামের এক পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করব, যে পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ থেকে আরাধিত। আমরা বৈষ্ণবাচার্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের কথা বলছিলাম।

১২৫৬ সালে বীরভূমের একচক্রা গ্রামে, যে গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দের জন্ম সেই পবিত্র স্থানে জন্মগ্রহণ করেন রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। যে পরিবারে রসিকমোহন জন্মগ্রহণ করেন সেই পরিবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মের আগে থেকেই বৈষ্ণব ভাবধারায় স্নাত ছিল। আমরা দেখি এঁরা ছিলেন সর্বানন্দী মেল- অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বংশ, তাঁর সন্তান স্বরূপ। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে এঁদের সংস্রব অনেক আগে থেকেই ছিল। দাক্ষিণাত্য থেকে প্রথম বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাব বঙ্গভূমিতে আসতে শুরু করে তখন বাংলায় বৈষ্ণব সাত্বত, ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র ভাবনার অস্তিত্ব ছিল। এঁরা মূলত শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন এবং গুরু হয়ে দীক্ষাপ্রদান করতেন।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর নয়জন ঊর্ধ্বতন বংশধর ছিলেন কুমুদ চট্টরাজ। তিনি তাঁর কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীকে রসিকমোহনের পরিবারে বিবাহ প্রদান করেন। সেই সূত্রে এই পরিবার বৈষ্ণব সমাজে আরও কৌলীন্যের অধিকারী হয়। এই পরিবারে চিরকাল অধিষ্ঠিত শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ পরিবারটির পরিচালকরূপে বিরাজ করেছিলেন।

ঠিক কবে এই গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার সময় নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে। সেই ক্ষণ থেকে আমরা আমাদের আলোচনার বিস্তার করব। তাই এই পরিবারের লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টরাজের বা চক্রবর্তীর কাহিনী দিয়ে পারিবারিক ইতিহাস শুরু করব। এর মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসও অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টরাজের পিতা ছিলেন অনন্তরাম চট্টরাজ। তিনি একাধারে রাজার মতো ধনী ছিলেন। লোকে রাজচক্রবর্তী উপাধি প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করেছিল। অন্যদিকে তিনি পণ্ডিতও ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণকে তিনি পাণিনির ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়ে প্রথমে বারাণসীতে পাঠান বেদ-বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য। এরপর বৃন্দাবনে পাঠান ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষার জন্য।

তখন তীর্থগুলি শুধু দেবার্চনার স্থান ছিল না, তার সঙ্গে শাস্ত্রপাঠেরও কেন্দ্র ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে কেবল ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন না, ভক্তিরসে টইটুম্বুর হলেন। তাঁর হৃদয়ে প্রবল বৈরাগ্য দেখা দিল। তিনি সংসারে বদ্ধ হতে চাইলেন না। পুত্রের মানসিক অবস্থা দেখে পিতা অনন্তরাম অত্যন্ত চিন্তায় পড়লেন। তাঁর এত ধনসম্পত্তি, সেগুলোর কী হবে, যদি পুত্র সংসারী না হয়? তিনি লক্ষ্মীনারায়ণকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য রওনা হলেন বৃন্দাবনে। সেখানে পুত্রের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁকে ঘরে ফিরে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আপনি বাবা, আপনি জনক, পরম স্নেহময়। ঘরে পরম স্নেহময়ী জননী আছেন। এই দেহ আপনাদের সৃষ্ট। আমি ঘরে বসে আপনাদের সেবা করতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু শ্রীগোবিন্দ আমার জন্য সুখের ব্যবস্থা করেননি। উদাসীন হয়ে দেশে দেশে ঘুরে আমাকে তাঁর কথা প্রচার করতেই হবে। কিন্তু আপনি আমার শুধু পিতা নন, আমার গুরুও। বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত মন্ত্র আমাকে প্রদান করেছেন। আপনি যদি আমাকে অনুমতি প্রদান না করেন তবে আমি নিজেকে ঈশ্বর চরণে সমর্পণ করতে সক্ষম হব না। আপনি আমায় অনুমতি দিয়ে কৃতার্থ করুন।'

অনন্তরামও ভক্ত ছিলেন। তিনি অশ্রুজলে সিক্ত কণ্ঠে পুত্রকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'শ্রীগোবিন্দ যখন এই ইচ্ছা করেছেন তবে সেই ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কিন্তু তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কোরো না। যে গৌরবময় বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ সেই বংশের ধারা গোবিন্দ নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন বলে আমার বিশ্বাস। তাই তুমি ব্রহ্মচারী বেশে বিচরণ কোরো। গোবিন্দের কৃপায় যদি কোনওদিন গৃহস্থ হও তো সুখী হব।' কিন্তু সে সুখ অনন্তরামের ভাগ্যে কখনও জোটেনি। তিনি শূন্য হৃদয়ে গৃহে ফিরে এলেন আর লক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করলেন। তাঁর উপাস্য রাধাগোবিন্দ যুগলকে বক্ষে ধারণ করে তীর্থভ্রমণে নির্গত হলেন।

বাংলাদেশের ছবি নয়, লাভপুরে এই পরিবারের গৃহদেবতার ছবি।

সেই চিকিৎসক বেগম সাহেবকে এই কথা বললে বেগম চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমাকে খোদা জানিয়েছেন, এই সাধুই আমার স্বামীর জীবনদান করতে পারবেন। যদি তিনি কৃপা না করেন, তবে আমি নিজে গিয়ে তার পায়ে মাথা কুটব।' চিকিৎসক আবার লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে উপস্থিত হয়ে বেগমের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সে কথা শুনে শিহরিত হয়ে বললেন, 'হে গোবিন্দ, তোমার কী মায়া! কী লীলা!'

পর্ব - ৩৩

আমরা দেখব, এই রাধাগোবিন্দ মূর্তিই পরবর্তীকালে গৃহদেবতা রূপে পূজিত হয়ে চলেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করার ফলে অনন্তরাম আর তাঁর কোনও খোঁজ পেলেন না। একচক্রা গ্রামের কাছে সিউড়িতে তাঁর একটি গৃহ ছিল। তিনি সেখানে শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদিতে কালাতিপাত করতে লাগলেন। পুত্রের জন্য মনঃকষ্ট আরও তীব্র হয়ে উঠল, যখন পুত্রের চিন্তায় লক্ষ্মীনারায়ণের মাতা চিরতরে চোখ বুজলেন। অনন্তরাম সেই দিন থেকে সমস্ত সম্পত্তি আত্মীয়স্বজন এমনকি প্রতিবেশীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তারপর প্রায় পঁচাশি বছর বয়সে গোবিন্দ চরণে বিলীন হয়ে গেলেন। ভৌতিক দেহে পিতা-পুত্রের আর সাক্ষাৎ হল না।

লক্ষ্মীনারায়ণ মুক্তসঙ্গ ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি গোবিন্দকে নিয়ে প্রথমে ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। তিনি স্বপাক আহার গ্রহণ করতেন। শোনা যায়, একসঙ্গে চার-পাঁচ দিন অনাহারে থাকার শক্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সমুন্নতদেহ যে দেখত, তারই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাঁর মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক ভাবনা ছিল না। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় তাঁকে শ্রদ্ধা করত। পরিভ্রমণ করতে করতে লক্ষ্মীনারায়ণ কোনও সময় কামাখ্যা তীর্থ দর্শনের জন্য গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফেরার সময় ময়মনসিংহ জেলার এক গ্রামে উপনীত হলেন। সেই গ্রাম তখন মুসলমান জমিদারের অধীন।

লক্ষ্মীনারায়ণ জমিদার বাড়ির কাছেই এক মাঠের মধ্যে অশ্বত্থের তলায় বসে শ্রীবিগ্রহের সেবা করছিলেন। এই সময় সেই মুসলমান জমিদার যিনি কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তাঁর অসুখ বৃদ্ধি পেয়ে প্রাণসংশয় উপস্থিত হল। চিকিৎসকগণ প্রাণের আশা ছেড়ে দিলেন। জমিদারপত্নী সম্ভাব্য বৈধব্য চিন্তা করে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। তিনি ছাদের ওপর উঠে পূজারত লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মরিয়া হয়ে গৃহের চিকিৎসককে সেই সাধুর কাছে দৈব ওষুধের জন্য পাঠালেন। চিকিৎসক লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে এসে সমস্ত কথা ব্যক্ত করলে লক্ষ্মীনারায়ণ বললেন, 'আমি এই বিগ্রহের সেবকমাত্র। শ্রীগোবিন্দের পূজা ছাড়া আর কিছুই জানি না। দৈব ওষুধের কথা আমাকে বলা বৃথা।'

সেই চিকিৎসক বেগম সাহেবকে এই কথা বললে বেগম চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমাকে খোদা জানিয়েছেন, এই সাধুই আমার স্বামীর জীবনদান করতে পারবেন। যদি তিনি কৃপা না করেন, তবে আমি নিজে গিয়ে তার পায়ে মাথা কুটব।' চিকিৎসক আবার লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে উপস্থিত হয়ে বেগমের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সে কথা শুনে শিহরিত হয়ে বললেন, 'হে গোবিন্দ, তোমার কী মায়া! কী লীলা!' আর বৈদ্যকে বললেন, 'আমি শুধু জানি, আমার শ্রীগোবিন্দের চরণামৃত অকালমৃত্যু হরণ করে। তা সর্বব্যাধি বিনাশনং। এই চরণামৃত নতুন মাটির পাত্রে নিয়ে গিয়ে রোগীর ব্রহ্মরন্ধ্রে, দুই চোখে ও মুখে গোবিন্দের নাম উচ্চারণ করে স্পর্শ করাবেন। তাতে যদি চেতনা হয় আর রোগী কিছু খেতে চায়, তবে দুধ ছাড়া আর কিছু দেওয়া যাবে না। আর শ্রীগোবিন্দের কৃপায় যদি রোগী বেঁচে যায়, তবে যেন কোনওদিন জীবের মাংস গ্রহণ না করে।'

এই বলে লক্ষ্মীনারায়ণ জপে মগ্ন হলেন। আর চিকিৎসক গিয়ে রোগীর কপালে, চোখে, ব্রহ্মরন্ধ্রে গোবিন্দের চরণামৃত লেপন করতে লাগলেন। এইভাবে পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেল। সেই মুমূর্ষু রোগীর দেহে প্রাণ এল। মৃতপ্রায় জমিদার যেন ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, এমন করে বলে উঠলেন, 'সেই সাধু কোথায় গেলেন? যিনি আমার মাথার কাছে বসে আমার জীবনদান করলেন? তিনি নিজ হাতে আমার প্রাণ দিয়ে গেলেন, দেখতে পাচ্ছ না তোমরা? তাঁর সুদীর্ঘ চেহারা, ব্রাহ্মণ, দীর্ঘ শ্মশ্রু মুখ ঢেকেছে, মাথায় জটা, সেই সোনার বর্ণ সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন? তাঁকে একবার ধরে নিয়ে এস। আমি দর্শন করব।'

জমিদারের মুখে সন্ন্যাসীর চেহারার বিবরণ শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এ তো সেই অশ্বত্থের তলায় বসে থাকা সন্ন্যাসী। রোগীর মুখে সেই সন্ন্যাসীর কথা শুনে বেগম মূর্ছা গেলেন। দশজন লোক মিলে সেই সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'এক্ষুনি যেতে হবে জমিদারবাড়ি। জমিদারের জ্ঞান ফিরেছে, তিনি সাধুবাবাকে দেখতে চান।' সে কথা শুনে লক্ষ্মীনারায়ণ বললেন, 'ধনীলোকের অঙ্গনে পা দেওয়ার কোনও অধিকার গোবিন্দ আমাকে দেননি। আমি যেতে পারব না। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

এ কথা শুনে অনুচরেরা বলল, 'আপনি না গেলে বেগমসাহেব আপনার পায়ে এসে পড়বেন।' সন্ন্যাসী হুংকার দিয়ে ওঠেন, 'খবরদার, নারী আমার মাতৃস্থানীয়া। আমি ব্রহ্মচারী। নারীর সঙ্গে কথোপকথন নিষিদ্ধ। তবে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে শ্রীগোবিন্দ আমাকে কৃপা করলেন, এটাই আনন্দের। আমার আরও কিছু সেবাকার্য বাকি আছে। আপনারা গৃহে যান, সেবা শেষ করেই আমি এই স্থান ত্যাগ করব। শ্রীগোবিন্দ আপনাদের মঙ্গল করবেন।'

সাধু চলে যাবেন, এই সংবাদ পেয়ে জমিদারের আত্মীয়স্বজনরা এসে অনেক কাকুতিমিনতি করেন। শুধু তিনদিন সেই স্থানে বাস করার জন্য অনুরোধ করলেন। অশ্বত্থ তলায় চন্দ্রাতপ টাঙানো হল। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ গোবিন্দ সেবার জন্য ফল ফুল নিয়ে এলেন। সন্ধ্যায় শুরু হল নামসংকীর্তন। হরিকীর্তনে সকলকে মাতালেন সাধক লক্ষ্মীনারায়ণ। পরদিন সকালেও ভক্ত সমাগম হতে শুরু করল।

হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ সাধুর কাছে এসে বললেন, 'আপনি কি রাঢ় দেশীয় জগৎগুরু বংশীয় চট্টোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ?

- হ্যাঁ, আপনি জানলেন কী করে?

- আপনার সঙ্গে গোপনে কথা আছে।

সাধু অবাক হয়ে নিভৃতে গেলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, 'আচ্ছা, কামাখ্যা থেকে ফেরার সময় ব্রহ্মপুত্র নদীর তটে বসে আপনার উপাস্য গোবিন্দের মুখে কিছু শুনে ব্যাকুল হয়েছিলেন কি?'

--তারপর?

--তারপর পনেরো দিনের মধ্যে আপনার পিতার ঊর্ধ্বদৈহিক কাজ সম্পন্ন করে আমার কন্যাটিকে বিবাহ করতে হবে। দু'মাস হল আপনার পিতা পরলোকগমন করেছেন। শ্রীগোবিন্দ স্বপ্নে আমাকে এসব জানিয়েছেন। যা তিনি বলেছেন, আমি তাই নিবেদন করলাম।

সাধু একথা শুনে বজ্রাহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর চেতনা হলে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বললেন, 'আমার কঠোর বক্ষ এবং শুষ্ক সেবাতে নিকুঞ্জবিহারী ব্রজরস-সুধাস্বাদী শ্রীগোবিন্দের প্রীতি হল না। আপনার কন্যার সেবা গ্রহণ করতে তাঁর ইচ্ছা হয়েছে। তাঁর যা ইচ্ছা, তাই হোক। তবে আমি আপনার কন্যার গর্ভে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েই সংসার ত্যাগ করব। আমি সমস্ত জীবন মায়ায় বদ্ধ হয়ে থাকতে পারব না।'

তারপর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'পিতার ইচ্ছাই ফলবতী হল। তবে তাঁর চরণ আর দর্শন করা হল না। মায়ের মৃত্যুর সংবাদ শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং আমায় জানিয়েছিলেন।' এই বলে সাধু নীরব হলেন। সমাগত ব্রাহ্মণ গোবিন্দের জয়ধ্বনিতে মুখর করল সেই স্থান।

এই ব্রাহ্মণের নাম ছিল হরিপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পনেরো বছর বয়সের কন্যা মধুমালতীর বা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের বিবাহ হল। জীবনপ্রাপ্ত মুসলমান জমিদার শুধু বিবাহের খরচ বহন করলেন না, শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ যুগলের মন্দির প্রতিষ্ঠার সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন। তার সঙ্গে বহু পরিমাপ জমি ও সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি রূপে দান করেছিলেন। এই পরিবারের গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত হলেন মন্দিরে। ঠিক দুই বছর পর এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে তার ছয় মাস বয়সে আবার গৃহত্যাগ করলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। এবার তাঁর দেবতা রইলেন গৃহে। তাঁর চরণে স্ত্রী-পুত্রের ভার দিয়ে, দেবতাকে হৃদয়ে ধারণ করে পথে বের হলেন। পুত্র জীবনকৃষ্ণ বড় হতে থাকলেন দাদু শ্রী হরিপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে।

জীবনকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণমোহন। আর কৃষ্ণমোহনের পুত্র রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। যিনি শুধু ডাক্তার রূপে সুনাম অর্জন করেননি, তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতকে কলকাতা বা বঙ্গ সমাজে নববৈষ্ণব আন্দোলন সৃষ্টিকারী মহাত্মা শিশির ঘোষের সহায়ক। তিনি নিজে যে সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, শিশির ঘোষ তাঁর মূল্য বুঝেছিলেন।

আমাদের আলোচনার বিষয় দেবতা, মানুষের আন্দোলন নয়। প্রাচীন পরিবার রূপে তাঁরা নিশ্চয়ই কোনও দেব বিগ্রহের আরাধনা করতেন, সেই দেব বিগ্রহ কি একচক্রা বা সিউড়িতে অধিষ্ঠিত? আবার লক্ষ্মীনারায়ণ আরাধিত শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দের মূর্তি- যা ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, সেই বিগ্রহ কি এখনও সেখানে আছে? এইসব প্রশ্ন নিয়ে অনুসন্ধানকালে আমরা দেখি, রসিকমোহনের জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর ছোট ভাই শ্রীযুক্ত মথুরামোহন ভক্তিরত্ন আটিয়ার অন্তর্গত বন্দাকাওয়ালখানি গ্রামে তাঁর প্রপিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টরাজের হৃদয়ের ধন শ্রী রাধাগোবিন্দের নিষ্ঠাবান সেবক। তিনি এই মন্দিরে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলবিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতা এখন সেখানে পূজিত।

সপ্তাহের সেরা ছবি

ইজরায়েল ও জর্ডনের সীমান্তে দৌড়োচ্ছেন ওঁরা। চলছে ম্যারাথন। কোথায়? দু'পাশে ডেড সি। ইজরায়েলের এইন বোকেকে-র ডেড সি ম্যারাথন ইতিমধ্যেই অত্যন্ত জনপ্রিয়।

কবিতা

অভিলাষ

দুর্গাশ্রী মিত্র

অবিরাম বৃষ্টির পর গাছের গা বেয়ে
চুইয়ে পড়া জলে অভিমান লেগে থাকে
বিনিদ্র রাত্রির বুকে নেমে আসা ঝরনায় ধৌত হয় প্রহরী

অপেক্ষার ভোরে শোনা যায় নীলাভ কলির সুর
বাতাসের হিমেল স্পর্শ শুষে নেয়
অভিমানসিক্ত নোনা জল

বেহায়া মন নিমেষে ভুলে যায় সব ভুল!
প্রেম যাপনের দিনে অভিমান মুছে,
আরও একবার, বারবার
রক্তাক্ত নগরী বাঁচে ভালোবাসায়...

বসন্ত রঙের সকাল

বিপুল আচার্য

দৌড়াতে থাকি যেভাবে রঙিন চাদর ছুঁয়ে
তাতে তথ্য গোপন থাকে না নিরিবিলি বার্তালাপে...

ঠোঁট পর্যন্ত হেঁটে থমকে দাঁড়ালে
উপোসি মনে হয় নিদারুণ দুপুরে

এই যে একটা ভালোবাসার চাঁদ
কপাল ঘাম মুছে দেয় জ্যোৎস্না রাত্তিরে
ওসব বলা থাকে না চাওয়াপাওয়ার হিসেবে

এসব বরং শিখিয়ে দেয় মুক্তির কথা, তাই
চুপচাপ ধ্যানমগ্ন রই বসন্ত রঙের সকালের কাছে...!

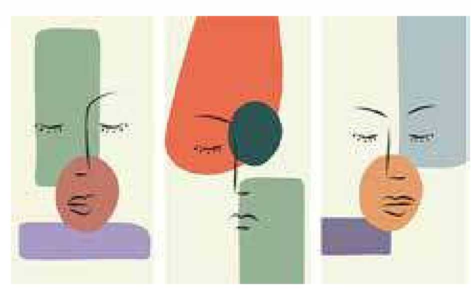

ভাঙন

নির্মাল্য ঘোষ

ভাঙতে ভাঙতে যখন একদম শেষ
দেখি
মেঘ ভাঙা বৃষ্টির স্বস্তি।

ভাঙতে ভাঙতে যখন হতাশ
দেখি
লাঙল ভাঙা মাটির উর্বরতা।

ভাঙার যখন আর শেষ নেই
দেখি
বীজ ভেঙে নতুন জীবনের অঙ্কুরোদ্গম।

তাই,
ভাঙতে আর ভয় পাই না...
এখন...

ঠিক ভুল

তাপসী লাহা

জলঝড়ের রাতগুলো
সঙ্গতে তার অসমাপিকা কান্নাবালারা
সহজভাবে ঝরে যাওয়াদের চেয়ে এক অনাকর্ষক মুখ নিয়ে
দিব্যি বেঁচে থাকারা
টিপ্পনী কাটল পথ পেরিয়ে যেতে যেতে যেমন
এভাবেই হয়তো পথ হয়
দুমড়ানোর গন্ধ, রক্তাক্তের রাত
পথ্যদের ফুল হয়ে ফুটে থাকা মাত্র আসা যাওয়ার রুটে।

ঝড় এল কত
কতই বা গেল

শব্দের জিঘাংসা লেখা
অশ্লীল জীবনজুড়ে।

একটা কবিতার জন্য

রাজু সাহা

একটা কবিতার জন্য আমার দীর্ঘ
রাত জাগা,
একটা কবিতার জন্য গভীর ঘুমে
স্বপ্ন খোঁজা।
একটা কবিতার জন্য অনন্ত
পথ হাঁটা,
একটা কবিতার জন্য আনমনে
বসে থাকা।
একটা কবিতার জন্য অনেক
দুঃখ গড়া,
একটা কবিতার জন্য কাঁটার
মুকুট পরা।
একটা কবিতার জন্য তোমায়
ভালোবাসা,
একটা কবিতার জন্য এই
ধরায় আসা।

ক্ষমতার পেরেক

কিশোর মজুমদার

কখন ছড়াবো সেমিকলন, মেঘ,
চিলেকোঠায় আলোক বিচ্ছুরণ?
প্রশ্নমালায় শরীর ধারণ - বিষণ্ণ আবেগ
শীততাপে জর্জড়িত মন নির্যাতন;

অতীতমালায় কেস-স্টাডি, থ্রেট কালচার
সময়ের ডাস্টবিন-এ গুঁজে রাখা
ক্ষমতার পেরেক
গণতন্ত্র তুমি কার? একা আমার, না সবার?
লঙ্ঘিত কানাগলি শিল্পিত বিবেক।
মনে পড়ে অরুণাভ রক্তিম আভায়
গীতাঞ্জলি সত্যি জাগে রবীন্দ্রভাষায়

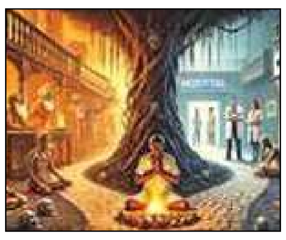

যুক্তি উড়িয়ে
(২৮ জানুয়ারি)

দাম্পত্যকলহে গৃহবধূ গুরুতর অসুস্থ। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির পর পরিবারের মদতে সেখানে ওঝা দিয়ে তাঁকে ঝাড়ফুঁক।

ফন্দি বটে
(৩১ জানুয়ারি)

খুচরো নেই বলে জানিয়ে পার পাওয়ার জো নেই। কিউআর কোড স্ক্যানার কাগজে ছাপিয়ে আলিপুরদুয়ারে খুদের দল সরস্বতীপুজোর চাঁদা আদায় শুরু করেছে।

অবশেষে পদত্যাগ
(১ ফেব্রুয়ারি)

মাল পুরসভার দোর্দণ্ডপ্রতাপ চেয়ারম্যান স্বপন সাহা অবশেষে নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। পুরসভা থেকে বাইরে বেরিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

মারধরে মৃত্যু
(১ ফেব্রুয়ারি)

প্রেম করে পালিয়ে মন্দিরে বিয়ের অপরাধে ছেলের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল মেয়ের বাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। ছেলের বাবার মৃত্যু। আংরাভাসার ঘটনা।

ভেষজে ভ্রান্তি

শিবশংকর সূত্রধর

একদিকে আয়ুর্বেদকে বেশি করে প্রচারে আনার চেষ্টা, অন্যদিকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে আয়ুর্বেদের ওপিডি। কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভেষজ বাগানটি আবর্জনায় ভরপুর। বিপরীতমুখী ছবি।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। ভেষজ উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করা এই চিকিৎসার উৎপত্তি ভারত উপমহাদেশেই হয়েছিল। কিন্তু আমরা সেই ইতিহাসকে ধরে রাখতে পারলাম কই! এই দিকটি দেখাশোনা করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের গোটা একটি বিভাগ রয়েছে। আয়ুর্বেদের পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি পদ্ধতির চিকিৎসার প্রসারে 'আয়ুষ' নামে ওই বিভাগটি খাতায়-কলমে থাকলেও কোচবিহারে সম্প্রতি যে কাণ্ড ঘটে গিয়েছে তাতে তাদের চলতেই পারে। কয়েক বছর আগে থেকে কোচবিহারে ভেষজ নিয়ে সরকারি উদ্যোগ শুরু হয়। তুফানগঞ্জে রীতিমতো একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। ওই গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই তুলসী সহ নানা ভেষজ গাছ রয়েছে। সেই গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে 'তুলসী গ্রাম'। জেলার নানা প্রান্তে ঘুরলে দেখা যাবে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ভেষজ উদ্ভিদ সহ নানা সামগ্রী দিয়ে ভেষজ খাবার তৈরি করছেন। সেগুলি বিক্রি করে তাঁরা উপার্জনের পথ খোঁজেন।

ভেজালের যুগে যখন সাধারণ মানুষ ভেষজ উদ্ভিদকে

শুনসান।। কোচবিহারের নরনারায়ণ রোডের আয়ুষের বন্ধ বহির্বিভাগ।

ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। একদিকে, সরকারিভাবে প্রচার করা হচ্ছে যাতে রোগীরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় উৎসাহিত হন। অন্যদিকে, কোচবিহারে আয়ুষের একটি বহির্বিভাগ (ওপিডি) বন্ধই হয়ে গেল!

শুধুই কী তাই! কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একটি ভেষজ বাগান রয়েছে। তবে আপনি সেখানে গিয়ে স্বস্তির শ্বাস নিতে পারবেন না। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে হাসপাতালের আবর্জনা। দেখে বোঝার উপায় নেই সেটি বাগান নাকি আবর্জনা জমানোর জায়গা। ভেষজ নিয়ে সরকারি উদাসীনতা কেন তা নিয়ে চর্চা

এমজেএনে ভেষজ বাগান।

সঙ্গী করে এগিয়ে যেতে চাইছেন সেখানে সরকারি উদাসীনতায় সেই উৎসাহে ভাটা পড়ছে। চিকিৎসকের অভাব সর্বত্রই রয়েছে। গ্রামীণ চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ, চিকিৎসকের সংকট নেই এমন জায়গা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে চিকিৎসকের অভাব রয়েছে, এই অজুহাতে কোচবিহারের নরনরায়ণ রোডের আয়ুষের বহির্বিভাগ বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি সেখানকার রোগীরা মানতে পারছেন না। শুধুমাত্র পরিচর্যার অভাবে এমজেএন মেডিকেলের একটি ভেষজ বাগান ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হবে, তা কি আগে কেউ ভেবেছিলেন! স্বাস্থ্য দপ্তর অবশ্য আগেই জানিয়েছে, নরনারায়ণ রোডের বহির্বিভাগ বন্ধ হলেও নাকি সমস্যা হবে না, রোগীরা এমজেএন মেডিকেলের বহির্বিভাগ থেকেই আয়ুষ বিভাগের সব পরিষেবা পাবেন। সে না হয় হল, কিন্তু একদিকে যখন সরকারি টাকা খরচ করে আয়ুষমেলা করা হচ্ছে, আরেকদিকে তখন আয়ুষের বহির্বিভাগ বন্ধ করে দেওয়ার যৌক্তিকতা রয়েছে কি?

- এআই

সুখহীন সুকদেবপুর

এম আনওয়ারউল হক

আর পাঁচটা সীমান্ত গ্রামের মতোই সুকদেবপুর, শব্দলপুর গ্রাম ছিল প্রচারের আলো থেকে দূরে। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া বাঁধতে গিয়েই হঠাৎ ঘটল বিপত্তি! রুখে দাঁড়ায় বিজিবি, বাংলাদেশিদের স্লোগান ও এপারের 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠেন ওই দুই গ্রামের মানুষও। তারপর থেকে নানা ঘটনায় চাপা উত্তেজনা কালিয়াচক-৩ ব্লকের এই সীমান্তে। পরিস্থিতি পুরো পালটে গিয়েছে।

এ যেন অকাল দুর্গাপুজো। বাড়ি বাড়ি লোকজন। কেউ বহরমপুর থেকে আত্মীয়দের ডেকেছেন, কেউ গাজোল থেকে, কেউ আবার কালিয়াচক থেকে এসেছেন। সবার চোখ সীমান্তের কাঁটাতারহীন জমির দিকে। এই বুঝি, ওপারের দুষ্কৃতীরা হামলা করে বসে। গ্রামের রাস্তায়, পাড়ার মোড়ে, চায়ের দোকানে সকাল-সন্ধ্যা চলছে জটলা। 'আমাদের ফসল চুরি করছে, পাম্প চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, কোনওদিন আমাদের ঘরে হাত দেবে। কতদিন এভাবে চুপ করে বসে থাকা যায়।' চা খেতে খেতে ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন বাবলু মণ্ডল। হ্যাঁ, সুকদেবপুর গ্রামের ছবিটা এমনই।

কিন্তু হঠাৎ এমন পরিস্থিতি কেন? ভারত-বাংলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। বিএসএফ জওয়ানরা মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার বাখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সুকদেবপুরে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে। কাজ শুরুর কিছুক্ষণ পরেই বিএসএফ জওয়ানদের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) জওয়ানরা বেড়া দিতে বাধা দেন। এনিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে রীতিমতো বাগযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিজিবির বাধায় সোমবার কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ করে দেয় বিএসএফ। সুকদেবপুর বিওপি'র কিছু অংশে জলাভূমি রয়েছে। যেটা মরাগঙ্গা নামে পরিচিত। সেখানেই কাঁটাতার দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করে বিএসএফ। কিন্তু বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীদের আপত্তিতে থমকে যায় কাজ। গ্রামের বাসিন্দারা বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে জমায়েত হতে শুরু করেন। এলাকায় রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অনেকেই বাংলাদেশবিরোধী মন্তব্য করতে থাকেন। ওপার থেকেও ভারত বিরোধী মন্তব্য করে। শেষপর্যন্ত বিএসএফের আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়।

এক বিএসএফ আধিকারিক জানিয়েছেন, বিজিবি দাবি করে ওই এলাকার জমি বাংলাদেশের। কিন্তু দু'পক্ষের আলোচনায় বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে। দ্রুত আবার বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছিল বিএসএফ। কিন্তু এখন সে কাজ শুরু করতে পারেনি বিএসএফ। তারপরে বহু ঘটনা ঘটার জন্য সুকদেবপুর, শব্দলপুর চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের পাশাপাশি দুই দেশের সাধারণ নাগরিক যেভাবে লড়াইয়ে মেতেছে সেটাই সবাইকে ভাবাচ্ছে।

উত্তেজনা।। মালদার বৈষ্ণবনগরের সুকদেবপুরে।

মালদার কালিয়াচক-৩ ব্লকের সুকদেবপুর, কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ থেকে নদিয়া জেলার সীমান্ত অশান্ত। এলাকার মানুষ রাত জাগতে শুরু করেছে। সীমান্তের মানুষ বলতে শুরু করেছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা কখন হানা দেবে কে জানে? শব্দলপুরের অংশুমান মণ্ডলের কথায়, 'বাংলাদেশি বর্গীরা রে-রে করে যে আসবে না একথার গ্যারান্টি আছে?' এদিকে, মুর্শিদাবাদ ও মালদায় সভা করে মুখ্যমন্ত্রী বলে গিয়েছেন, 'ওপার বাংলায় একটু সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু সীমান্ত দেখার দায়িত্ব বিএসএফের। যদি কোনও অন্যায় হয়, আমরা দেখে নেব। কিন্তু বিএসএফের সঙ্গে ওদের বচসা হলে, আপনারা গ্রামের লোকেরা সেখানে যাবেন না।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য মেনে নিতে নারাজ গ্রামবাসী। তাঁদের দাবি, 'জমি আমাদের মা। আমাদের জমি থেকে কেউ ফসল চুরি করে নিয়ে গেলে আমরা চুপ করে বসে থাকব?' সুখদেবপুর, সব্দলপুরের মানুষও সতর্ক। গোটা গ্রাম নিয়ম করে রাত জাগছে। কেউ যেন ফসল চুরি করে না নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আশঙ্কা কোথায়? গত বছরের ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। বিএসএফ কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত সীমান্ত এলাকা খতিয়ে দেখে এনিয়ে বিস্তারিত একটি রিপোর্টও তৈরি করেছে। যার মধ্যে প্রায় ১৫০টিরও বেশি জায়গাকে ব্ল্যাক স্পট হিসেবে চিহ্নিত করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। এই এলাকাগুলোতে কাঁটাতার নেই। এর মধ্যে বেশ কিছু এলাকা নদীর চোরাস্রোতপূর্ণ ও দুর্গম, আবার কিছু জায়গায় জলাভূমি রয়েছে। এসব এলাকায় নজরদারি চালানো হলেও কিছু সময় সমস্যা হয়। সূত্রের খবর, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ওই ব্ল্যাক স্পটগুলোকেই অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করছে। এরা বিভিন্ন এজেন্টদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। তারাই ভুয়ো নথিপত্র তৈরি করে বহালতবিয়তে ভারতে থাকছে। এযাবৎ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় শতাধিক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ। তারা বিভিন্ন সময়ে এই ব্ল্যাক স্পট দিয়েই অনুপ্রবেশ করেছে।

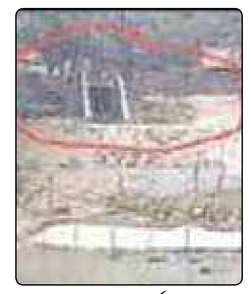

বাধায় সংঘর্ষ
(৪ ফেব্রুয়ারি)

ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে কালিন্দ্রী নদীর কালভার্ট দখল করে বাংকার ও সুড়ঙ্গ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল বিজিবি। ঠেকাতে গিয়ে সংঘর্ষে জড়াল দু'দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী।

উৎসবেও দ্বন্দ্ব
(৪ ফেব্রুয়ারি)

কোচবিহারে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলের ছায়া এবারে রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতাতেও পড়ল। উদয়ন গুহ সহ দলীয় নেতাদের অনেকেই সেখানে অনুপস্থিত থাকলেন।

অনুষ্ঠান বয়কট
(৪ ফেব্রুয়ারি)

শিলিগুড়ি কলেজ ও শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্সের কোন্দলে ৭৫ বছরের বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বয়কট করা হল। সংশ্লিষ্ট মহলে চাঞ্চল্য।

ভূতুড়ে নিয়োগ
(৫ ফেব্রুয়ারি)

সরকারিভাবে নিয়োগ না হলেও কোচবিহারের একাধিক স্কুলে নবাগতদের ক্লাস নিতে দেখা যাচ্ছে। টাকা নিয়ে একটি সংস্থা এঁদের ক্লাস নিতে পাঠাচ্ছে বলে খবর।

পাচারের জন্য
(৫ ফেব্রুয়ারি)

বাড়িতে গোরু না থাকলেও খাটাল দিব্যি আছে। পাচারের সুবিধার জন্য এগুলিকে ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের সোনাপুর এলাকার ঘটনা।

ডাকছে আকাশ ডাকছে পাহাড়...

দেবযানী আইচ

উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্ভারে লুকিয়ে অনেক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এখানে বসবাসকারী আমাদের ক'জনের কাছে বিষয়টি পুরোপুরি জানা? নেচার ক্যাম্পগুলি কিন্তু সেই অভাব মেটাচ্ছে।

দেবী সরস্বতী। বিরামহীন বকবক থেকে একটু থেমে অস্ফুট উত্তর ইয়ালিনীর। ওর নামের অর্থ হয়তো অনেকেরই অজানা। ঠিক যেমন সাত-আট বছরের আর দশটা শিশুর মতোই প্রাণচঞ্চল মেয়েটি পাহাড়ের ডাকে ভালোবাসার টানে বাবা-মাকে ছেড়ে ক্যাম্পে এসেছে। টেন্টের দিদিদের কোলে বসে খেতে খেতে বলে ওঠে, 'কষ্ট করলে তবেই না পাহাড়ে চড়তে পারব।'

বিহার থেকে পড়তে এসেছে মেয়েটা শিলিগুড়ি কলেজে। ২১ জনের দলটা যখন ক্যাম্পে এসে পৌঁছায় তখন সে জানত না ছ'দিন পরে, 'স্যর বললে' সে 'পাহাড় থেকে নীচে ঝাঁপ দিতে রাজি।' এই আত্মবিশ্বাস আর ঐক্য বেঁধে রাখে প্রত্যেককে। নেপালি ছেলে রিশু লামা সারাক্ষণ ক্যাম্পে শেখানো গান গুনগুন করে গাইত আর সবাইকে হাসিয়ে ক্লান্তি দূর করে রাখত একের সঙ্গে অপরকে বেঁধে রেখে। নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি (এনটিসিজে)-র আয়োজনে প্রকৃতি পাঠ ও পর্বতারোহণ শিক্ষণের উৎসাহে কোনও ভাটা নেই কারও। এনটিসিজে-র ৩১তম ক্যাম্প শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর।

এবারের ক্যাম্পে ৮২ জন ক্যাম্পারকে গাইড করেন ২৬ জন প্রশিক্ষক। ক্লাবের সিনিয়াররাও শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করে ভালোবাসার টানে ছুটে আসেন এই শিবিরে। 'পাহাড় যদি ভালোবাসার কারণ হয় তাহলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলাটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য।' বললেন ক্লাব কোঅর্ডিনেটর ভাস্কর দাস। তার কথায় যেন জর্জ ম্যালেরির প্রতিধ্বনি, 'যদি স্বপ্নকে সত্যি করার সাহস না করো তাহলে স্বপ্ন চিরকাল অধরাই রয়ে যায়।'

৮২ জন কেউ সেভাবে কাউকে চিনত না। শেষ দিন এক আত্মিক বন্ধনে জড়িয়ে গেল। শেষ দিন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীরও চোখে জল। ফোন নম্বর আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে ফিরে এল তারা। কলকাতার অদিতি চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'ভাবতেই পারিনি আমি এই কঠিন কাজগুলি করতে পারব।' শিলিগুড়ি কলেজের নিকিতা ছেত্রীর কথায়, 'মোবাইল ছাড়া এভাবে সময় কাটানো যায় ভাবতেই পারিনি।' ডাঃ পার্থপ্রতিম পাল বললেন, 'ছেলের কিছু ব্যবহারিক সমস্যা হচ্ছিল এই ক্যাম্পের সবার সঙ্গে থেকে যদি সেই সমস্যা কিছুটা সুরাহা হয়, তার খাদ্যাভ্যাস বদলায় সেই কারণে এখানে আসা, আশা করছি আমার ছেলে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসতে পারবে।' ছ'দিনের প্রশিক্ষণের প্রত্যেকের পারফরমেন্স অনুযায়ী সফলদের পুরস্কার দেওয়া হয় ও প্রত্যেককে শংসাপত্র দেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গজুড়ে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন জায়গায় এই মরশুমে পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ শিবিরের মধ্যে অন্যতম হল রোভারস অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব। এবারের ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হাতিপোঁতা রেঞ্জ অফিস কম্পাউন্ড পাইলি মাইলি পাহাড়ের নীচে। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রকৃতি পাঠের আয়োজন হয় প্রতিবছর এই ক্লাবের তরফ থেকে। এবছর ৭৪ জন ক্যাম্পার এবং গাইড নিয়ে প্রায় ১১০ জন অংশগ্রহণ করেন এই প্রকৃতি পাঠে। তেনজিং নোরগেকে শিক্ষাগুরু হিসেবে পান আলিপুরদুয়ারের নন্দাদেবী ফাউন্ডেশন ক্লাবের স্বপন মজুমদার। প্রতিবছরই তাঁদের রক ক্লাইম্বিং ক্যাম্প হয় ২৬ থেকে ৩১ জানুয়ারি। কিন্তু এই প্রথম প্রশিক্ষণের তারিখ বদলে ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি করা হয়। হাতদা জয়ন্তী রিভারবেডে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন 'ন্যাফ'-এর প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু জানালেন, তাঁদের এই ডিসেম্বরে তিনটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রথম শিবির ১৮ থেকে ২৩ ডিসেম্বর। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, সিকিম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও ভারতের নানা জায়গা থেকে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ আসেন তাঁদের এই ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার জন্য। কালিম্পং জেলার সামসিং রেঞ্জে পাখরি গ্রাউন্ডে এই শিবির আয়োজন করা হয়। বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের সঙ্গে থাকেন তাঁদের স্কট ও প্রশিক্ষক মিলিয়ে ২৫০ জন মানুষ ছ'দিন পাঁচ রাত কাটান প্রশিক্ষণ শিবিরের তাঁবুতে। ন্যাফের দ্বিতীয় শিবির শুরু হয় ২৫ জানুয়ারি থেকে।

তৃতীয় ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় রাজ্য দূষণমুক্ত পরিষদের উদ্যোগে তিনদিন ধরে চলে এই ক্যাম্প। ১০০ জন ছেলে ও ১০০ জন মেয়ে নিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ, এনার্জি কনজারভেশন, হেলদি লাইফস্টাইল, প্লাস্টিকের দুর্ব্যবহার কীভাবে রোখা যায় এসব নিয়ে।

প্রকৃতির মাঝে থেকে প্রকৃতিকে বিশেষভাবে চিনে প্রত্যেকের যাতে সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে সেজন্যই এই শিবিরগুলির আয়োজন।

রাজ্যে বিনিয়োগ সুগম করতে সিনার্জি কমিটি

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : কলকাতার নিউটাউনে দু'দিনের বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-২০২৫-এর মঞ্চে সিনার্জি কমিটি তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলন শেষের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই কমিটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। শনিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্য পর্যায়ের বিনিয়োগ সিনার্জি কমিটি তৈরির কথা জানালেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

এদিন তাঁর স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে মুখ্যসচিবকে চেয়ারম্যান করে ১৯টি দপ্তরের সচিবদের নিয়ে এই কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর আহ্বায়ক করা হয়েছে শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের সচিবকে। এছাড়া থাকছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বস্ত্র, শ্রম, ভূমি, স্বরাষ্ট্র, শিল্প-বাণিজ্য, পুলিশ, পরিবেশ, অর্থ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পুর ও নগরোন্নয়ন, বিদ্যুৎ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পূর্ত, বন, পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি, আইন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সচিবরা। প্রয়োজনে কমিটির চেয়ারম্যান নতুন কোনও দপ্তরের সচিবকে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। একইভাবে জেলা পর্যায়েও এমন কমিটি তৈরি করা হবে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। সেখানে চেয়ারম্যান থাকবেন জেলা শাসক। অন্য দপ্তরগুলির জেলা প্রধানরা কমিটিতে থাকবেন।

কমিটি তৈরির সাত দফা লক্ষ্যের কথাও ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য- এক জানালা নীতি, সময়মতো শিল্পের সমস্তরকম অনুমোদন প্রদান, বাধা দূরীকরণ, অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি, প্রতিটি সেক্টর ধরে বিনিয়োগে উৎসাহী করা ইত্যাদি। প্রতি ১৫ দিন অন্তর কমিটি গোটা বিষয় নিয়ে বৈঠক করবে। পশ্চিমবঙ্গের হৃত শিল্প-গৌরব ফিরিয়ে আনতে রাজ্য পর্যায়ের এই কমিটি তৎপর হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

পতিত জমিতে বিকল্প শিল্পে সায়

শুভজিৎ দত্ত

ডুয়ার্সের চা বাগান।

নাগরাকাটা, ৮ ফেব্রুয়ারি : শুধু টি ট্যুরিজম নয়, চা বাগানের পতিত জমিতে অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রকল্পও ডুয়ার্সের অর্থনীতিতে নতুন দিশা দেখাতে পারে বলেই মত বিভিন্ন চা বণিকসভাগুলির। কর্মসংস্থানের নয়া পথও এর মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে পারে বলে মত একাংশের। তবে যাই হোক না কেন, মূল শিল্প চায়ের ওপর থেকে ফোকাস যাতে না নড়ে, এমনটাই চাইছে মালিকপক্ষ।

২০১৯ সালে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চা বাগানের অনাবাদি জমি ব্যবহারের যে নীতিমালা গৃহীত হয় তাতে টি ট্যুরিজম ছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্যিক কাজের (অ্যালায়েড বিজনেস) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে অনাবাদি জমিতে টি ট্যুরিজমের বিষয়টি তোলেন। ওই বাবদ সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারা ১৫ শতাংশ জমির পরিমাণ বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলি অবশ্য এটা নিয়ে তাদের নানা আশঙ্কার কথা তুলে ধরে আপত্তি জানিয়েছে।

চা বণিকসভাগুলি জানাচ্ছে, ডুয়ার্সে টি ট্যুরিজমের প্রসার এখনও সেই অর্থে হয়নি। আপাতত ১৫টি বাগান টি ট্যুরিজমের জন্য রাজ্যের কাছে প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। সেগুলি অনুমোদনের অপেক্ষায়। তবে ডুয়ার্সের ৩-৪টি চা বাগান নিজেদের মতো করে তাদের হেরিটেজ বাংলোগুলির দরজা পর্যটকদের জন্য খুলে দিয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। বাগান কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ভাড়া দিয়ে পর্যটকরা ওই বাংলোয় থাকতে পারেন।

চা মহল জানাচ্ছে, যদি কোনও বাগান টুরিজমে আগ্রহী না হয় বা উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকে তাহলেও সেখানে 'অ্যালায়েড অ্যাক্টিভিটিস'-এ বিনিয়োগ করা সম্ভব। তাতে মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ, হাসপাতাল, হেলথ রিসর্ট বা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের হোম-এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অসুবিধে নেই। চা বণিকসভা আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলছেন, 'শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত চা শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা আর বাগানের কাজে আগ্রহী নন। শুধু টি ট্যুরিজমই নয়, অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রকল্পও যদি অনাবাদি জমিতে গড়ে ওঠে তবে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের পথ খুলে যেতে পারে। স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ হলে ডুয়ার্স এলাকায় উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার চাহিদাও পূরণ হতে পারে। একটি নার্সিং ইনস্টিটিউট মূলত বাগান-কন্যাদের কর্মসংস্থানে নতুন পথ দেখাতে পারে বলেই মনে করি।'

ডিবিআইটিএ-র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের কথায়, বাগানে বিকল্প আয় বা কর্মসংস্থান তৈরির যে কোনও চেষ্টাই স্বাগত। তবে মূল শিল্প চায়ের প্রগতির পথ যাতে কোনওভাবেই রুদ্ধ না হয়, সেটা আগে নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে চা বাগান থাকলে বাকি সব কিছু থাকবে।

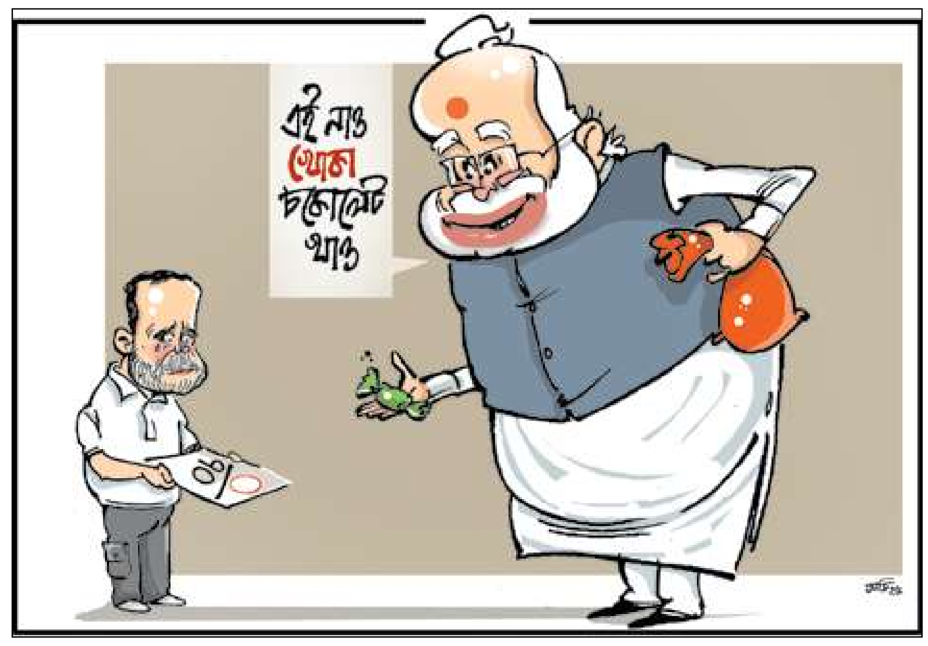

দাম্পত্যকলহে নিদান হাঁকল পঞ্চায়েত

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৮ ফেব্রুয়ারি : গৃহবধূ। দুটি কন্যাসন্তানও রয়েছে। এর মধ্যেই প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অন্য একজনের সঙ্গে। শুক্রবার ছিল গোলাপ দিবস। ব্যাস। প্রেমিকের থেকে গোলাপ নিতে গিয়েই হাতেনাতে ধরা পড়লেন স্বামীর কাছে। শুরু হয় স্বামী-স্ত্রীর হাতাহাতি, এমনই দাবি স্বামীর।

ঘটনার পর উলটে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী। শনিবার স্বামীকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ। পরে অবশ্য জামিনে মুক্তি পান তিনি। মহিলার গ্রামে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারির নিদান হেঁকেছেন পঞ্চায়েত সদস্য।

ওই দম্পতির চার ও দুই বছরের দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। পরিবারের দাবি, এর আগেও গৃহবধূ অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরপর দুইবার সালিশি সভার পর তাঁকে শ্বশুরবাড়িতে তোলা হয়। শুক্রবার স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করেন ওই মহিলা। জানান, তাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করার চেষ্টা করেছে স্বামী।

স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি, 'ওই মহিলা তার প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিল। সেখানেই তাদের মধ্যে গোলাপ আদানপ্রদান হয়। স্বামী পিছু ধাওয়া করে ফোনে তাদের ছবি তোলার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হাতাহাতি হয়। স্ত্রী নিজের স্বামীকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। এরপর ওই বধূ রায়গঞ্জ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে স্বামী সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই মহিলাকে গ্রামে ঢুকতে দেব না।'

অভিযুক্ত স্বামীর সাফ কথা, 'আমার পক্ষে ওই মহিলার সঙ্গে সংসার করা সম্ভব নয়।' একই দাবি তাঁর স্ত্রীরও। তাঁর বক্তব্য, 'আমি স্বামীর সঙ্গে সংসার করব না। আমাকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে দিক। আমি যার সঙ্গে প্রেম করি তার সঙ্গেই থাকব।'

রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই বধূর বিরুদ্ধে একাধিক ভয়েস রেকর্ড মোবাইল মারফত পেয়েছি।' এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক আইনজীবীর সমস্ত বক্তব্য শুনে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

খাসজমি রক্ষায় সরকারি বোর্ড

ফাঁসিদেওয়া, ৮ ফেব্রুয়ারি : খাসজমি থেকে গ্রামবাসীদের লাগানো আদিবাসী কলোনি লেখা বোর্ড সরিয়ে দিল ফাঁসিদেওয়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। পরিবর্তে সেখানে সরকারি বোর্ড লাগানো হয়েছে। শনিবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ধনিয়া মোড় এবং বাণেশ্বরজোতের ধরধরা সংলগ্ন ৪৫ ডেসিমাল জমিতে সরকারি লোহার বোর্ড বসানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ফাঁসিদেওয়ার আধিকারিক অশোক পাল এবিষয়ে বলেন, 'আশপাশে রায়তি জমি থাকলেও, সংশ্লিষ্ট জমিটি সরকারি। অবৈধভাবে সেটি দখল করার চেষ্টা চলছে। তাই এদিন এই বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হল।'

স্থানীয়রা জানিয়েছে, ৪৫ ডেসিমাল খাসজমির পাশেই বাণেশ্বরজোতের ধরধরা এলাকার আদিবাসী পরিবারগুলির জমি রয়েছে। তাঁদের পূর্বপুরুষরাই সেখানের প্রায় ২৪ বিঘা জমিতে চাষবাস করতেন বলে দাবি করা হয়েছে। প্রায় ১৮ বছর আগে পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়ার শর্তে শিল্পের জন্য সেই জমি তাঁরা দিয়ে দেন বলে দাবি করেন কল্যাণ বিশ্বকর্মা নামে এক বাসিন্দা। তাঁর কথায়, 'জমি নেওয়ার এতদিন পরেও আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর হচ্ছে এবং মালিকানা বদল হয়ে যাচ্ছে। অথচ, এখনও শিল্প গড়ে ওঠেনি। সেই কারণেই আদিবাসীরা ক্ষোভে ফুঁসছেন।'

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ওই গ্রামে সেই সরকারি জমিতে বছর কয়েক আগে গ্রামের কয়েকটি ভূমিহীন পরিবারকে বসিয়ে আদিবাসী কলোনি গড়ে তোলা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, তখন এই জমি বিক্রির চক্রান্ত করা হয়েছিল। তাই, জমি বাঁচাতেই নাকি ভূমিহীনদের জন্য ঘর তৈরি করা হয়। যদিও, সেই সমস্ত পরিবারগুলির বিরুদ্ধেই খাসজমি দখল করে বাড়ি তৈরির অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরেই জমিটি নিয়ে সমস্যা চলছিল। ২০২৩ সালে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ঘটনাস্থলে গিয়ে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

শৈশবের আনন্দ।। কোচবিহার তোর্ষা নদীর চরে শনিবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ছুটিতে ডুয়ার্সে ভিড়

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ওই দিনই মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মদিবস। সেই উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি। তারপর রয়েছে সাপ্তাহিক শনি ও রবিবারের ছুটি। প্রেম দিবসের থেকে টানা তিনদিনের ছুটিতে ব্যাপক হারে বুকিং শুরু হয়েছে ডুয়ার্সের বিভিন্ন রিসর্ট থেকে হোমস্টেতে। তিনদিন ছুটিতে ব্যবসায় আশার আলো দেখছে ডুয়ার্সের পর্যটন মহল। চলছে প্রেমের সপ্তাহ। সপ্তাহ শেষ হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র উদযাপনে আর সেইদিনই মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মদিবস উপলক্ষ্যেই রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে। টানা তিনদিনের ছুটি উপভোগ করতে বুকিং বাড়ছে ডুয়ার্সের বিভিন্ন হোটেল রিসর্ট থেকে হোমস্টেগুলিতে।

সামনেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র, যেমন লাটাগুড়ি, মূর্তি ও ডুয়ার্স লাগোয়া ঝালং, বিন্দু সহ গরুবাথানে তেমন পর্যটক নেই বললেই চলে। যার জেরে ব্যবসায় মন্দা চলছিল এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীদের। তবে মাঝে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র থেকে তিনদিন ছুটিতে তাঁরা ঘুরে দাঁড়ানোর আশা করছেন।

গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তজমল হক জানান, ভ্যালেন্টাইন্স ডে থেকে

বুকিং বাড়ছে

লাগাতার দু'তিনদিন ভালো বুকিং শুরু হয়েছে। প্রতিদিনই ওই সময়ের জন্য রুম বুকিং আসছে। মূর্তির বেশকিছু রিসর্টে আর ঘর ফাঁকা নেই ওই ক'দিন।' লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক অনুপ গোপ বলেন, 'বাইরের পর্যটক না এলেও আশপাশ এলাকার বহু মানুষ ওই তিনদিনের জন্য বুকিং করেছেন। তিনদিনের ছুটির জেরে কিছুটা ব্যবসা জমবে।' শুধু যে সমতলে তা নয়, ডুয়ার্স লাগোয়া পাহাড়েও এই তিনদিনে নতুন করে বুকিং শুরু হয়েছে। গরুবাথান ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অ্যাডভাইজার ওমদেং মোলোমু জানান, অনেকেই ১৪ ফেব্রুয়ারির জন্য বুকিং শুরু করেছেন। অনেকে রুম রয়েছে কি না তার খোঁজখবর নিচ্ছেন।' সামসিংয়ের একটি হোমস্টের মালিক দেবেশ ছেত্রী জানান, ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে টানা তিনদিন তার হোমস্টে 'ফুল বুকড' রয়েছে। পাশাপাশি এলাকার আরও কিছু হোমস্টের বুকিং রয়েছে। বেসরকারি রিসর্ট ও হোমস্টেতে বুকিং ভালো থাকলেও জঙ্গলের বিভিন্ন বনবাংলোয় কিন্তু বুকিং নেই বললেই চলে। এই মুহূর্তে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের অধীনে মৌচুকি, ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প ও কালীপুর ইকো ভিলেজ পর্যটকদের জন্য খোলা রয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, ১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এসব বনবাংলোর বেশিরভাগই ফাঁকা। কী কারণে এগুলির বুকিং হয়নি তার স্পষ্ট কোনও কারণ বলতে পারেননি কোনও বন আধিকারিকই।

চিত্রসাংবাদিক খুনে নিশু গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ৮ ফেব্রুয়ারি : পূর্ণিয়ায় চিত্রসাংবাদিক নীলাম্বর যাদব খুনে অবশেষে শনিবার ভোরে গ্রেপ্তার হল অন্যতম ফেরার নিশান্ত যাদব ওরফে নিশু যাদব। তাকে মধুবনি থানার কোশী নার্সারি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ২৭ ডিসেম্বর এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছিল। ঘটনায় মোট ছ'জন অভিযুক্ত ছিল। পুলিশ আগেই ধৃতের কাকাকে গ্রেপ্তার করেছিল। এখনও চারজন ফেরার রয়েছে। পুরোনো বিবাদের জেরেই এই খুন বলে পুলিশ আগে জানিয়েছিল। এদিন ধৃত নিশুর বিরুদ্ধে আগে থেকেই খুন, মারামারি, অবৈধভাবে জমি দখলের একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশের দাবি।

গ্রেপ্তার এক

কিশনগঞ্জ, ৮ ফেব্রুয়ারি : মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল পুলিশকর্মীর স্বামীকে। শনিবার ভোরে কে নগরের অদূরে জাতীয় সড়কে পুলিশি তল্লাশির সময় সে বমাল ধরা পড়ে। ধৃতের নাম প্রীতেশ কুমার। বাড়ি কাটিহার জেলার গেরাবাড়িতে।

পচাগলা দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ৮ ফেব্রুয়ারি : জমি থেকে উদ্ধার হল পচাগলা দেহ। শনিবার সকালে কিশনগঞ্জের বিবিগঞ্জ থানার পিপলা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম টিংকু কুমার (৩৫), তিনি বাহাদুরগঞ্জের চারঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

পেশায় ট্র্যাক্টরচালক টিংকু ২৫ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কৃষকরা জমিতে হাল দেওয়ার সময় মাটির নীচ থেকে পচাগলা দেহ বেরিয়ে আসে। এরপর স্থানীয়রা বিবিগঞ্জ থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়।

মৃতের তেরো বছরের ছেলে মনোহর দেহ শনাক্ত করে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর হলে শুরু হয়েছে চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী। প্রদর্শনী চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকার ১৩-২৭ বছর বয়সি ১২ জন শিল্পীর তৈরি ৪৯টি চিত্র এবং ৩টি ভাস্কর্য এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

প্রদর্শনীর আয়োজক শিল্পী সুশান্ত পালের কথায়, 'একসময় এসব প্রদর্শনী হলেও সেভাবে সাধারণ মানুষের সাড়া পাওয়া যেত না।'

তবে বিগত ৫-৬ বছর ধরে প্রদর্শনীতে এসে চিত্র দেখা ও কেনার আগ্রহ অনেকটা বেড়েছে। গতবছর আয়োজিত প্রদর্শনীতে ৪৫টি ছবির মধ্যে ৬-৭টি ছবি বিক্রি হয়েছিল বলে তিনি জানান। সুশান্ত জানান, ছবি কেনা বা দেখার বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার একটা বড় অবদান রয়েছে। তরুণ শিল্পীদের আঁকা ছবির মূল্য রয়েছে এক হাজার থেকে ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত। ভাস্কর্যগুলোর মূল্য রয়েছে তিন থেকে ন'হাজার টাকা পর্যন্ত। সুশান্ত বলেন, 'শিল্পীদের অনেক কষ্ট, অনেক শ্রম থাকে এক একটি সৃষ্টির পেছনে। সেগুলো যদি কেউ কেনেন তাহলে একজন শিল্পীর কাছে এর চেয়ে বেশি আনন্দের আর কিছু নেই।'

গৌতমের ভরসা

প্রথম পাতার পর

কাজও এসজেডিএ ফেলে রেখেছে বলে অভিযোগ।

পরে মেয়র বলেন, 'এসজেডিএ শহরের উন্নয়নে কিছু কাজ করলে ভালো হয়। ওরা বছরে এলইউসিসি বাবদ ৮-১০ কোটি টাকা পায়। জাতীয় সড়কের টোল প্লাজায় বছরে ১৮-২০ কোটি টাকা আয় করছে। এই রাস্তাটা আমি এসজেডিএ-তে থাকাকালীনই করে দিয়েছিলাম। ওই টাকাগুলি শহরের উন্নয়নের খরচ করা উচিত। তাঁর বক্তব্য, 'আমি এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান থাকাকালীন জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বসে কোথায় কী প্রয়োজন শুনে কাজ করেছি। সেটাই পদ্ধতি। কিন্তু এর আগের চেয়ারম্যানের আমলে এসজেডিএ পুরসভাকে কিছু না জানিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করেছে। যার ফলে সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন করা যায়নি। তবে, এসজেডিএ আমাদের কিছু হাইমাস্ট আলোকস্তম্ভ করে দেবে বলেছে।'

এসজেডিএ'র পাশাপাশি শহরের উন্নয়নে মেয়রের অন্যতম ভরসার জায়গা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। গৌতম এই দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালীন শিলিগুড়ির জন্য প্রচুর কাজ করেছেন। এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলে মেয়র বলেন, 'এই আর্থিক বছরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় ১৫ কোটি টাকা দিয়েছে। আমাদের আশা, আগামী আর্থিক বছরে এই দপ্তর থেকে ২০ কোটি টাকার মতো পাব। এই টাকা পেলে শহরের উন্নয়নে অনেকটাই কাজ হবে।'

মেয়র জানিয়েছেন, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বায়োমাইনিং প্রকল্পের কাজে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)-র মাধ্যমে ৬৪ কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছে। এই কাজ হয়ে গেলে ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকাকে গ্রিন জোন হিসাবে ঘোষণা করা হবে। তার পরে সেখানকার নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে বাইরে থেকে জঞ্জাল ফেলে যাওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।

বিয়ের আসর থেকে

প্রথম পাতার পর

তবে, সেই খবর পৌঁছে যায় পুলিশের কাছে।

এমন ঘটনায় গ্রামে মন খারাপ সকলেরই। চিকনমাটির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ জালাল বলেন, 'প্রচুর মানুষ এই প্রেমিক যুগলের বিয়েতে আমন্ত্রিত ছিলেন। ছেলেটি নেহাতই ভালো মানুষ। ভালোবাসার টানে এদেশে এসে ভিসা রিনিউ করতে ভুলে যাওয়ায় এমন বিপত্তি হয়েছে।' চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল বলেন, 'সামান্য গাফিলতির জন্য একটি ভালোবাসা অপরাধে পরিণত হয়েছে।' ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষ বলেন, 'তরুণের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত নথি যাচাই করে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে তরুণের আত্মীয়দেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

পাখিপ্রেমেই অনন্ত অভিসার...

প্রথম পাতার পর

জলে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফেরেন। অক্ষয় বলেন, 'তারপর থেকেই কেন যেন পাখিদের প্রতি অদ্ভুত একটা প্রেম জন্মে গেল।' সেই প্রেম আজও অটুট। পাখিদের আশ্রয়ের জন্য বাড়ির চারপাশে বৃক্ষরোপণ করেছেন তিনি। আহারের জন্য লাগিয়েছেন একাধিক ফলের গাছ। চৈত্র-বৈশাখে বাড়ির চালে একাধিক পাত্রে রেখে দেন জল। পাখিরা সেখানে ডানা ঝাঁপটে স্নান করে, জল খায়। তা দেখেই পুলকিত হন অক্ষয়। এখন তাঁর সৌজন্যে মারনাই গ্রামে নিশ্চিন্তে ঘরকন্যা করে বাংলার ময়না, শালিক, দোয়েল, টিয়া, বুলবুলি থেকে ভিনদেশি নাইট হেরন, ওপেনবিল স্টর্ক, ইগ্রেট, কর্মোরেন্ট প্রজাতির পাখিরাও। এদের নিয়েই অক্ষয়ের ঘরসংসার। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের উপলব্ধি, 'মানুষকে ভালোবাসুন। কিন্তু আমি বলব, পাখি, গাছ, প্রকৃতিকে আরও বেশি করে ভালোবাসুন। কারণ ওদের ভালোবাসায় বিশ্বাসঘাতকতা থাকে না।'

তবে মারনাই গ্রামকে পাখিদের সুখী গৃহকোণ হিসেবে গড়ে তুলতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি অক্ষয়কে। একসময় এই গ্রামে পাখিশিকারিদের খুব উৎপাত হত। শিকারিদের অত্যাচারে গ্রামে পাখির সংখ্যা কমতে শুরু করে। ঠিক তখনই পাখিদের ত্রাতা হয়ে এগিয়ে আসেন মাস্টারমশাই। শিকারিদের হাত থেকে পাখিদের বাঁচাতে খুদে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে গড়ে তোলেন নিরাপত্তাবাহিনী। ওরা গোয়েন্দার মতো কাজ করতে শুরু করে। বনেবাদাড়ে শিকারিদের কাউকে দেখতে পেলেই বাহিনীর সদস্যরা দৌড়ে এসে খবর দিত মাস্টারমশাইকে।

তারপর তিনি গিয়ে সেই শিকারিকে ধমকে গ্রামের ত্রিসীমানার বাইরে বের করে ক্ষান্ত হতেন। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় এখন শিকারিদের দৌরাত্ম্য কমেছে। এখন আবার মারনাইয়ের গাছে গাছে পাখিদের কলরব। নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধে ওরা। আসে পরিযায়ীরাও। ওই ছোট ছোট সুখের সংসারে পাখিদের প্রেম দেখে অনাবিল ভালোবাসায় অক্ষয়ও গেয়ে ওঠেন, 'নীড় ছোট ক্ষতি নেই, / আকাশ তো বড়। / হে মন বলাকা, মোর / অজানার আহ্বানে / চঞ্চল পাখা মেলে ধরো।'

পদ্মাসনে দিল্লি

প্রথম পাতার পর

আশা করব, মানুষকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল সেগুলি এবার পূরণ করবে। আমরা গঠনমূলক বিরোধীর দায়িত্ব পালন করব।' আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে ভর করেই উঠে এসেছিলেন কেজরিওয়াল। একদা গুরু সেই আন্নাই এদিন তোপ দেগেছেন কেজরির প্রতি। ফল ঘোষণার পর আন্না বলেছেন, 'আমি বলেছিলাম, কিন্তু ও কথা শোনেনি। এবং মন দিল মদে... কেন এই ইস্যুটা উঠে এল? অর্থক্ষমতা, ধন-দৌলত... তাতেই ভেসে গেল ও।'

গেরুয়া-ঝড়ের সামনে এবার কেজরিওয়াল তো বটেই, দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া, সৌরভ ভরদ্বাজ, সত্যেন্দ্র জৈনের মতো মহারথীরাও পরাজিত হয়েছেন। শুধুমাত্র কালকাজি আসনে বিজেপির রমেশ বিধুরিকে হারিয়ে আপের মুখরক্ষা করেছেন বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মার্লেনা। বাবরপুরে জিতেছেন আপের আরও এক নেতা গোপাল রাই।

২০১৩ সালে প্রথমবার ভোটে নেমেই নয়াদিল্লি আসনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতকে হারিয়ে জায়েন্ট কিলারের তকমা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ১২ বছর পর সেই আসনে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ৩,১৮২ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে বিজেপির পরবেশ সাহিব সিং বর্মা বলেন, 'দিল্লি উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছে। এই জয় দিল্লির আস্থা, ভবিষ্যতের জয়।'

আপের হারে শুধু কেজরিকেই নয়, কংগ্রেসকেও বিঁধেছেন মোদি। তাঁর তোপ, 'কংগ্রেস এমন একটি পরজীবী দল, যারা নিজেরা যখন ডোবে তখন শরিকদেরও নিয়ে ডোবে। কংগ্রেস অন্য শরিকদের অ্যাজেন্ডা চুরি করে তাদের ভোটব্যাংক নিশানা করে। কংগ্রেস এখন শহুরে নকশালদের ভাষায় কথা বলে। দেশ ধূর্ততা এবং মূর্খতার রাজনীতি বরদাস্ত করবে না।'

যদিও আপের হারের দায় নিজেদের কাঁধে নিতে নারাজ কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, 'দিল্লির জনাদেশ আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি। দূষণ, মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে, দিল্লির প্রগতি এবং দিল্লিবাসীদের অধিকারের জন্য আমাদের লড়াই চলবে।'

ভোটের ফলে দেখা যাচ্ছে, দিল্লির মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভোটাররা আপের বদলে বিজেপিকেই এবার বেছে নিয়েছেন। ২০১৫ এবং ২০২০ সালে এই ভোটব্যাংক আপের সঙ্গে ছিল। কিন্তু এবার মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত পশ্চিম দিল্লি, পূর্ব দিল্লি, দক্ষিণ দিল্লি, মধ্য দিল্লি এবং নয়াদিল্লির আসনগুলিতে বিজেপির জয়জয়কার হয়েছে। একই ছবি দেখা গিয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় ভোটার অধ্যুষিত দিল্লির ২৫টি আসনে। মধ্যবিত্তদের মন জিততে এবার আপের পাশাপাশি বিজেপিও সক্রিয় হয়েছিল। ভোটের ঠিক আগে সাধারণ বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে করমুক্ত রাখার প্রস্তাব, অষ্টম বেতন কমিশনের ঘোষণা মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীদের অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছিল। পাশাপাশি কেজরি ও আপ নেতাদের বিরুদ্ধে আবগারি দুর্নীতির অভিযোগ, শিশমহল বিতর্ক, যমুনা পরিষ্কার করার প্রতিশ্রুতি পালন না করার মতো ইস্যুগুলিকে এবার বিজেপি কাজে লাগিয়েছিল। বিনামূল্যে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, ঝাঁ চকচকে সরকারি স্কুল, মহল্লা ক্লিনিকের পাশাপাশি রেউরি সংস্কৃতির ঠেলায় এবারও দিল্লিবাসী তাঁদের দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন বলে একপ্রকার ধরেই নিয়েছিলেন কেজরি। কিন্তু আপের একযুগেরও বেশি সময় ধরে শাসনকালে প্রায় প্রতিদিন দিল্লির উপরাজ্যপাল এবং কেন্দ্রের সঙ্গে লাগাতার বিরোধের জেরে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান না হওয়ায় দিল্লির সাধারণ মানুষ অসন্তুষ্ট ছিলেন। অসন্তোষের প্রতিফলন ভোটে দেখা গিয়েছে। দিল্লিতে বিজেপির বিপুল জয়ের নেপথ্যে মেরুকরণও স্পষ্ট।

ডেভিল হান্ট

প্রথম পাতার পর

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগ ও তার ছাত্র-যুব সংগঠনের দিকে অভিযোগের আঙুল। এরপরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলির সমন্বয়ে একটি বৈঠক বসে। সিদ্ধান্ত হয়, যৌথবাহিনীর সমন্বয়ে অপারেশন ডেভিল হান্ট পরিচালনা করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডি-৩২-এর ঐতিহাসিক বাসভবন ভেঙে মৌলবাদীরা গুঁড়িয়ে দেয়। হাসিনার দল তারপর থেকে দেশজুড়ে প্রচারের তীব্রতা আরও বাড়িয়েছে। তিনি নিজেও সামাজিক মাধ্যমে ইউনূস সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। এর জবাবে ভারত কেন হাসিনার মুখ বন্ধ করছে না বলে ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার পালটা সুর চড়িয়েছে। ভারত অবশ্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, হাসিনা কী বলছেন সেব্যাপারে নয়াদিল্লির কোনও হাত নেই। যদিও তাতে ইউনূস সরকারের ক্ষোভ কমছে না।

শনিবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ভারতের সংবাদমাধ্যমকে তোপ দেগেছেন। তিনি একটি অনুষ্ঠানে বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামি লিগ অপপ্রচার করছে। ভারতের সংবাদমাধ্যম তার সঙ্গী হয়েছে। ডঃ ইউনূসকে জঙ্গি নেতা হিসেবে তুলে ধরার জন্য কোটি কোটি ডলার ব্যয় করা হচ্ছে।' শফিকুল বলেন, 'আওয়ামি লিগ এবং তাদের স্বৈরাচার, চোরতন্ত্রের জননী চাইছেন বাংলাদেশের বয়ান চ্যালেঞ্জ করতে। তিন হাজার পুলিশ মারা গিয়েছে বলে তারা বলছে। তাদের ওয়েবসাইটে ইউনূসকে জঙ্গি নেতা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এটা পরিকল্পিত অপপ্রচার। এর সঙ্গে ভারতের সংবাদমাধ্যমও জড়িত। হাসিনার অলিগার্করা কোটি কোটি ডলার খরচ করে বোঝাতে চাইছে, বাংলাদেশে যা হয়েছে তা গণঅভ্যুত্থান নয়।' হাসিনাকে নিশানা করে বিএনপি-র নেতা খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, 'যারা জুলাই-অগাস্টের আন্দোলনের সময় হাজার হাজার ছাত্র-জনতাকে হত্যা করেছে তারাই আবার ছাত্র-জনতাকে হুংকার দিচ্ছে।'

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELIVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

অতীত স্মৃতি ফেরাতে গুচ্ছ ভাবনা

সমাবর্তনে উদ্যোগী মিত্র সম্মিলনী

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : সালটা ১৯০৯। বসন্তপঞ্চমীর দিন শিলিগুড়ি শহরের সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রিয়গোপাল সেনের মতো কয়েকজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল শহরের প্রথম সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত মিত্র সম্মিলনী। যার বয়স গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এখন পৌঁছেছে ১১৬ বছরে। প্রথম দিকের এই মিত্র সম্মিলনীর সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এখন আর তেমনভাবে নেই। তবে সত্তর ও আশির দশক থেকে যাঁরা মিত্র সম্মিলনীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাঁরা অশক্ত পায়ে এখনও লাঠি হাতে মাঝেমধ্যে চলে আসেন শহরের এই পুরোনো প্রথম সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রে। মাঝে বিগত প্রায় দুই দশক মিত্র সম্মিলনীকেই নিজের পরিবারের মতো আগলে রেখেছিলেন উদয় দুবে। তবে তাঁর মৃত্যুর পর নতুন কমিটির সদস্যরা দায়িত্ব নিয়ে সম্মিলনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁদেরই উদ্যোগে আগামী ১৫ ও ১৬ তারিখ শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উপহার দিতে চলেছে মিত্র সম্মিলনী।

সেই সময়ের খ্যাতনামা আইনজীবী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দান করা জমিতে তৈরি হওয়া এখনকার মিত্র সম্মিলনীর আগের নাম কিন্তু ছিল ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। পরবর্তীতে এই ইংরেজি নাম বদলে বাংলায় মিত্র সম্মিলনী রাখা হয় এই সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রের। তবে সম্মিলনীর সমাবর্তন অনুষ্ঠান কিন্তু এবারই প্রথম নয়। এর আগে কয়েক বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠান হলেও মাঝে বেশ কয়েকবছর তা করা সম্ভব হয়নি। তাই এবারের সমাবর্তন ঘিরে প্রবীণ সদস্যদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক উৎসাহ। ৭৪ বছরের অশোক ভট্টাচার্যের কথায়, 'দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে মিত্র সম্মিলনীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। আমি এর আগে সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছি। বেশ কয়েক বছর পর আবার আমাদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান হবে। অনেক প্রবীণ সদস্যের সঙ্গে দেখা হবে, এটাও কম বড় পাওনা নয়।' একটি নামী রং কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার সুশান্ত বসু দীর্ঘদিন মিত্র সম্মিলনীর সদস্য থাকলেও এখন তিনি থাকেন হায়দরাবাদে মেয়ের কাছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এদিন আশি ছুঁইছুঁই সুশান্ত বললেন, 'প্রায় আড়াই দশক মিত্র সম্মিলনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমাদের সময়ে সমাবর্তনের একটি টিকিট পাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। এবার বহুদিন পর হচ্ছে সমাবর্তন। মনটা শিলিগুড়িতেই পড়ে থাকবে। তবে বয়সের ভারে এবার আর যেতে পারছি না। মনে মনে ভাবি, যদি সত্যিই পুরোনো দিনগুলি আবার ফিরে পেতাম।'

ঠিক হয়েছে ১৫ তারিখ অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের স্মারক বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনার পর সন্তোষপুর ভিন্নরূপ প্রযোজিত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত সাড়াজাগানো নাটক অন্তরতম মঞ্চস্থ হবে। পরদিন শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনী প্রযোজিত পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সুদীপ রাহা নির্দেশিত ছোট নাটক অসমাপ্ত মঞ্চস্থ হবে। এই নাটকের পর সংগীত পরিবেশন করবেন জয়তী চক্রবর্তী। ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি শ্যামল গুহর এখন বয়স ৭৫। তিনি বললেন, 'আগে নিয়মিত যেতাম। কিন্তু এখন তো আর নিয়মিত যাওয়া হয় না। তবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যাব। পুরোনো অনেক সদস্যের সঙ্গে দেখা হবে।'

উত্তরবঙ্গে রোগনির্ণয়ে অগ্রগন্য ভূমিকায়..
বি.এস.ডায়গনস্টিক সেন্টার
NABL Accredited Laboratory (Pathology Division)
Vide Certificate Number MC- 6976
আশ্রমপাড়া, পাকুড়তলা মোড়, শিলিগুড়ি
ফোন : 9051032483 / 9474090952
www.bsdcslg.com B S Diagnostic Bsdc

শিলিগুড়ির অতীত দিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক মিত্র সম্মিলনী ভবন। শনিবার। ছবি : তপন দাস

এদিন দুপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরে এই ১১৬ বছর ধরে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা যেভাবে কাজ করে চলেছে তা খুবই প্রশংসনীয়। দু'দিনব্যাপী সমাবর্তন অনুষ্ঠান হবে দীনবন্ধু মঞ্চে। শিলিগুড়ির সমস্ত সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ যাতে এই দু'দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন তার জন্য আমরাও আবেদন করছি।' মিত্র সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্যও এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে গোটা শহরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

মিষ্টি দিনে দৃষ্টি দিন

পছন্দের মানুষকে দেওয়ার জন্য একটি অন্যতম উপহার হল চকোলেট। বছর ঘুরে আবার চলে এসেছে চকোলেট দিবস। প্রেমের সপ্তাহের এদিনটিতে একে অন্যকে চকোলেট উপহার দিয়ে থাকেন অনেকে। ব্যবসায়ীরাও বিভিন্ন দামের চকোলেট মজুত করছেন, আলোকপাত করলেন **পারমিতা রায়**

চকোলেটের পসরা সাজিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায়। শনিবার শিলিগুড়িতে তপন দাসের তোলা ছবি।

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার সপ্তাহের মিষ্টি দিনটি হল চকোলেট ডে। প্রেমের দুষ্টমিষ্টি সম্পর্ক থেকে শুরু করে মা, দিদি বা বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা উদযাপন করা হয় এই দিনে। আর এই দিনটির মিষ্টতা ও গুরুত্ব বুঝে গ্রাহকদের পছন্দমতো নানা ধরনের চকোলেট তৈরি করছেন অনেকেই।

অনীক পালের প্রেমিকার ইচ্ছে দুবাই ফেমাস কুনাফা চকোলেট খাবেন। তাই প্রেমিকার আবদার মেটাতে অনেক জায়গা খুঁজে এই কুনাফা চকোলেটের খোঁজ পেয়েছেন তিনি।

অপরদিকে অঙ্কিতা দত্তের ইচ্ছে এবছর চকোলেট ডে'তে প্রেমের সঙ্গীকে রামবল চকোলেট দেবেন। সেইমতো অর্ডারও দেওয়া হয়ে গিয়েছে। শুধু চকোলেটই নয় সেগুলোকে যে মোড়কে সাজানো হবে সেগুলিকেও নিজেদের পছন্দমতো বেছে নিচ্ছেন গ্রাহকরা। কেউ হ্যাপি চকোলেট ডে আবার কেউ আমারই থেকো প্রিয় থেকে শুরু করে এই ধরনের অনেক প্যাকেট বেছে নিচ্ছেন চকোলেট প্যাক করার জন্য।

চকোলেট ডে'র আগে স্বভাবতই একটু ব্যস্ত হ্যান্ডমেড চকোলেট বিক্রেতারা। নানা দাম, আকার ও ফ্লেভারের চকোলেট বানাচ্ছেন তাঁরা। তবে এ বছরে হিট কী? তা খুঁজতেই

পাওয়া গেল নলেন গুড়ের চকোলেট, রামবল চকোলেট, ভোডকা শট চকোলেট, কুনাফা চকোলেট, চকোলেট ডে স্পেশাল হার্ট শেপ ও স্ট্রবেরি ফ্লেভারের চকোলেট। হ্যান্ডমেড চকোলেট বিক্রেতা সায়নি ঘোষের কথায়, 'চকোলেট ডে-তে হ্যাপি চকোলেট ডে লেখা চকোলেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফ্লেভারের চকোলেটেরই অর্ডার আসছে। এরমধ্যে কুনাফা চকোলেটেরও অর্ডার অনেকটাই রয়েছে।'

১৫০ থেকে শুরু ৫০০ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন দামের চকোলেট রয়েছে। রোস্টেড আমন্ড, দুধ, বাদাম ও ড্রাই ফ্রুট মিশ্রিত চকোলেটের চাহিদা বেশি। 'হার্ট' ডিজাইনের বাক্সের ভিতরে ছোট ছোট অনেক ধরনের চকোলেট রেখে উপহারের বাক্স তৈরি করা হয়েছে। সেগুলোও ভালোই বিক্রি হচ্ছে।

আবার অনেকেই একটি চকোলেট নয় বরং প্রিয় মানুষটিকে আস্ত চকোলেটের তোড়াই উপহার দিচ্ছেন। এমনই একজন হলেন সুমিত চক্রবর্তী। এদিন হাসমি চকের পাশে একটি দোকানে চকোলেটের তোড়া অর্ডার দিতে গিয়ে বলছিলেন, 'শুভমিতা মানে আমার প্রেমিকা ফুল খুব বেশি পছন্দ করে না। তাই ওকে চকোলেটের তোড়া প্রতিবারই উপহার দিয়ে থাকি। ওর পছন্দের ওরিও চকোলেট থেকে শুরু হ্যান্ডমেড রামবল চকোলেট রয়েছে।' দাম বেশি হলেও চকোলেটের বুকেও এবার বেশ বিক্রি হচ্ছে। অনেকে আবার চকোলেট ও ফুল একসঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছেন।

আর এক হ্যান্ডমেড চকোলেট ব্যবসায়ী সুপ্রিয়া সরকার বলছিলেন, 'গত বছর থেকে এবছর চকোলেটের চাহিদা অনেকটাই বেশি রয়েছে। হ্যান্ডমেড মিল্ক ওয়ালনাট চকোলেট থেকে শুরু করে কেশর চকোলেট, বাটারস্কচ চকোলেট, ভোডকা শট চকোলেটের চাহিদা বেশ ভালোই রয়েছে। চকোলেটের পাশাপাশি তা সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়ারও অর্ডার দিচ্ছেন অনেকেই।'

বিভিন্ন হ্যান্ডমেড চকোলেটের পাশাপাশি বাজারের দোকানগুলিতেও নানা ধরনের চকোলেটের দোকানেও বিক্রি বেশ ভালোই ছিল।

> গত বছরের থেকে এবছর চকোলেটের চাহিদা অনেকটাই বেশি রয়েছে। হ্যান্ডমেড মিল্ক ওয়ালনাট চকোলেট থেকে শুরু করে কেশর চকোলেট, বাটারস্কচ চকোলেট, ভোডকা চকোলেটের চাহিদা বেশ ভালোই রয়েছে।
>
> **সুপ্রিয়া সরকার**

চকোলেট ডে'তে
এবার হিট

নলেন গুড়ের চকোলেট

রামবল চকোলেট

ভদকা শট চকোলেট

চকোলেট ডে স্পেশাল

স্টব্রেরি ফ্লেভার

বিষক্রিয়ায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : গত সপ্তাহে দু'নম্বর ওয়ার্ডে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ১২ থেকে ১৩টি পথকুকুরের। পাশাপাশি স্থানীয় একটি ক্লাবে রাতভর মদ, জুয়ার আসর বসছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। শনিবার টক টু মেয়রে এমন অভিযোগ পেয়ে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব।

প্রতিবাদ

বাগডোগরা, ৮ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সিটু। শনিবার বাগডোগরা বিহার মোড়ে সিটুর তরফে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। ছিলেন সংগঠনের নেতা গৌতম ঘোষ, রাজেন্দ্র মল্লিক সহ আরও অনেকে।

শুভেচ্ছাবার্তা

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ওয়ার্ডে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাড়ি গিয়ে শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল। শনিবার পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৩০ জন পরীক্ষার্থীর হাতে পুষ্পস্তবক, পেন ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন তিনি।

মাকে খুন করে ছেলের অনুশোচনা নেই

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : দুর্গাদাস কলোনিতে মাকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মহন্তকে জেরা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন মাকে খুনের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। তদন্তে শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছে, প্রথমে নারকেলের দড়ি দিয়ে খুনের চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে শাড়ির আঁচল দিয়ে তার মায়ের গলা পেঁচিয়ে ধরে শ্রীকৃষ্ণ। এরপর প্রায় পাঁচ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে শাড়ির আঁচল পেঁচিয়ে রেখেছিল শ্রীকৃষ্ণ।

মাকে খুনের পিছনে শুধু সম্পত্তিই নয়, মায়ের মানসিক সমস্যাটাও নাকি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের কাছে। জেরায় ওই তরুণ জানিয়েছে, বাড়ির হোল্ডিং নম্বর তার নামে করে না দেওয়ায় সেটি বিক্রি করতে পারছিল না। এরমধ্যেই মায়ের মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। এতেই ক্ষোভ জন্মায়।

পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে, প্রতিদিন নেশা করে বাড়ি ফেরায় শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে তাঁর স্ত্রী ছ'বছরের সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে সক্ষম মেজো ভাই ও মাকে তাকেই দেখতে হত। যদিও সম্পত্তি তার নামে না হওয়ায় মনে মনে রাগ পুষে রেখেছিল ওই তরুণ। এরমধ্যেই শুক্রবার দিদির সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বচসা তীব্র আকার ধারণ করলে রাগ আরও বেড়ে যায় শ্রীকৃষ্ণের। দিদি ফিরে যাওয়ার পর ঘরে ঢুকে মাকে খুন করার পরিকল্পনা করে সে। মাকে খুনের সেরকম কোনও অনুশোচনাও ওই তরুণের মধ্যে দেখা যায়নি বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে।

অভিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সহজ চিকিৎসা নারায়ণাতে

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : অ্যানিমিয়া, হিমোফিলিয়া, রক্ত জমাট বাঁধা এবং রক্তের ক্যানসারে (লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা ও মাল্টিপল মাইলোমা) দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। এই সমস্ত রোগের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে শিলিগুড়িতেই। নারায়ণা হাসপাতালের ডাঃ রাজীব দে রক্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করেন। তাঁর পরামর্শ, অল্পেতেই ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, রক্তশূন্যতা, ঘনঘন জ্বর, শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব ইত্যাদি উপসর্গ থাকলে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ, দেরিতে চিকিৎসা করানো মানে দ্রুত সুস্থতার পথে বাধা। স্কুল, কলেজে এই সংক্রান্ত সচেতনতা শিবির আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ইউপিএসসি কম্বাইড জিও সায়েন্টিস্ট পরীক্ষায় সারা ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করা জয়দীপ রায়কে সংবর্ধনা দিল পুরনিগম। শনিবার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জয়দীপকে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা দেন মেয়র গৌতম দেব।

আজ শহরে

- 'ত্রিস্রোতা সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবাহ'-র দ্বিতীয় বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে শিলিগুড়িতে মিত্র সম্মিলনী'র প্রেক্ষাগৃহে।

পুড়ে ছাই সাধের বই

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : পুড়ে ছাই হয়ে গেল খাট, আলমারি, টেবিল। সাধের বইগুলোকেও রক্ষা করা গেল না। একটি বেসরকারি কলেজের ল্যাবরেটরির টেকনিশিয়ান নিকিতা খালকোর বাড়িতে শনিবার আগুন লাগে। পুড়ে যাওয়া বইগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'আগুন এতটা ছড়িয়ে গেল যে ভেতরে ঢুকে বইগুলো আর বাঁচাতে পারলাম না।'

দেবীডাঙ্গা বাজার এলাকায় বাড়ি নিকিতার। দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে সেখানে যায় প্রধাননগর থানার পুলিশও। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে অনুমান দমকল কর্তাদের।

জমজমাট পেরেন্টস ডে

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শনিবার শিলিগুড়ির গ্রেস অ্যাকাডেমির উদ্যোগে মহাসমারোহে পেরেন্টস ডে উদযাপিত হল দীনবন্ধু মঞ্চে। এই উপলক্ষ্যে এদিন মঞ্চে শিক্ষক, অভিভাবক এবং পড়ুয়াদের বিপুল সমাবেশ দেখা যায়।

অধিবেশন

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন হল শনিবার। পাশাপাশি সমিতির প্রথম অধিবেশন হল এদিন। নদিয়ায় আয়োজিত অধিবেশনে শিলিগুড়ি থেকে ছিলেন তিনজন। তাঁদের মধ্যে সমিতির সহ সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ এবং বাকি দুজন সদস্য বিজয় ধর ও গোপাল গুপ্তা কার্যকরী কমিটিতে রয়েছেন।

বহিরাগত চিহ্নিত করতে কড়া পদক্ষেপ দাবি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : জোড়া ফলায় চাপ বাড়ছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের। ভিক্ষুকের বেশে বাংলাদেশি পাকড়াওয়ের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, শহরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ভিক্ষুক, ভবঘুরেদের কোনও তথ্য পুলিশের কাছে রয়েছে কী? অন্যদিকে, সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গে ভিনরাজ্যের গাড়িতে অগ্নেয়াস্ত্র সহ কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, শহরে ঢোকা ভিনরাজ্যের গাড়ির ওপর নজরদারি নিয়ে। পুলিশ প্রশাসনের অবশ্য দাবি, বাইরে থেকে আসা গাড়ির ওপর নজরদারি রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে, ভবঘুরে কিংবা ভিক্ষুকের মধ্যে কাউকে সন্দেহভাজন মনে হলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'আমাদের গোয়েন্দা সবক্ষেত্রে নজর রাখছে। তাছাড়া আমরা নাকা চেকিংও করছি।'

রাজ্যে বাড়ছে শুটআউটের ঘটনা। ভবানী ভবনের নির্দেশমতো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ স্পেশাল ড্রাইভ বাড়ানোয় শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছে বেশ কয়েকজন লিংকম্যান। যদিও সম্প্রতি দক্ষিবঙ্গে ভিনরাজ্যের গাড়িতে যেভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে, তাতে করে শহরে আসা ভিনরাজ্যের গাড়িগুলোর ওপর নজরদারি বাড়ানোর দাবি উঠতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়িতে সিকিমের পাশাপাশি বিহার থেকেও প্রচুর গাড়ি ঢোকে। বিশেষ করে শহরে ফূর্তির জন্য শুক্রবার কিংবা শনিবার রাতে বিহার থেকে প্রচুর গাড়ি ঢোকে। এমনকি ফূর্তির জন্য শহরে এসে বিভিন্ন সময়ে অসামাজিক কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে পুলিশের হাতেও পাকড়াও হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে ওই গাড়িগুলোর ওপর নজরদারির দাবি দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। গাড়িগুলোর ওপর নাকা চেকিং নিয়মিত করা প্রয়োজন বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। সেসঙ্গেই আবার বাংলাদেশ উদ্বেগও নতুন করে চাপ তৈরি করায়, ভিক্ষুক, ভবঘুরেরাও কোথা থেকে এসেছে, কোথায় তাঁদের বাড়ি, সেব্যাপারেও প্রশাসনের কাছে তথ্য থাকা প্রয়োজন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বহিরাগতদের নিয়ে প্রশাসন কড়া না হয়ে যে কোনও সময় অঘটনের আশঙ্কা রয়েছে। এমনটাই বক্তব্য অনন্ত দেবশর্মা, প্রহ্লাদ রায়, অভিনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিলিগুড়িবাসীর।

ট্যুরিস্ট ভিসায় শহরে বাংলাদেশি এসে ভিক্ষুকের বেশে ধরা পড়ার ঘটনাও যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। জরুরিভিত্তিতে ভিক্ষুক কিংবা ভবঘুরেদের একটা তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হচ্ছে। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন পুলিশের পদস্থ কর্তারাও। ডিসিপি বলছেন, 'সবক্ষেত্রেই আমরা নজরদারি রাখছি। ভিক্ষুক কিংবা ভবঘুরের মধ্যে কেউ সন্দেহভাজন মনে হলে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছি।'

উদ্বেগজনক

- শিলিগুড়িতে সিকিমের পাশাপাশি বিহার থেকে প্রচুর গাড়ি ঢোকে, এদিকেও সজাগ থাকার দরকার
- শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ইতিমধ্যে
- সজাগ না থাকলে যে কোনওদিন অঘটনের আশঙ্কা করা হচ্ছে
- ভিক্ষুক, ভবঘুরেদের ব্যাপারেও প্রশাসনের কাছে তথ্য থাকতে হবে মনে করে শহরবাসী

অবৈধ পার্কিং নিয়ে সতর্কতা

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শনিবার একই শহরে দুই চিত্র। একদিকে, রাস্তার মধ্যেই গাড়ি পার্ক করানোয় পুরনিগমের পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা কর্মীকে তাঁর দায়িত্ব বোঝালেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। অন্যদিকে, ট্রাফিক পুলিশের সামনেই বিদ্যুৎ বিভাগের বোর্ড লাগানো গাড়ি স্কুটারে ধাক্কা মারার পরেও ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ তুললেন স্কুটারচালক। তিনি অভিযোগ করেন, স্কুটারে গাড়িটি ধাক্কা মারার পর আমি সেখানে দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক পুলিশকে অভিযোগ জানাতে গেলে, তিনি না শুনে চলে যান।

ওই ট্রাফিক পুলিশকর্মী অবশ্য বলছেন, 'প্রথমে আমরা বুঝিনি যে গাড়িটি স্কুটারকে ধাক্কা মেরেছে। আমরা বলেছি, অভিযোগ করার জন্য ট্রাফিক গার্ডের কাছে যেতে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'অভিযোগ করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। ট্রাফিকে কোনও সমস্যা হলে সবসময়ই ট্রাফিক পুলিশ সতর্ক রয়েছে।'

পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের সচেতন করার প্রসঙ্গে ডিসিপি (ওয়েস্ট)-এর বক্তব্য, 'জরিমান করে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। রাস্তায় যাতে কোনও গাড়ি না দাঁড়ায়, সেব্যাপারে আমরা সবাইকে সচেতন করছি।'

অবৈধ পার্কিং নিয়ে সতর্ক করছে ট্রাফিক পুলিশ। শনিবার।

ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে এদিন পায়েল মোড় থেকে বিশাল মোড় পর্যন্ত রাস্তায় গাড়ি না দাঁড় করানোর ব্যাপারে সচেতন করে ট্রাফিক পুলিশ। ট্রাফিক পুলিশের এক কর্তাকে বলতে শোনা যায়, 'আমাদের আপনাদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনারা যদি এভাবে পার্কিং করে রাখেন, তাহলে কীভাবে হবে?' স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও অনুরোধ করে বলা হয়, সকাল থেকে পার্কিংয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে না রাখার জন্য। ট্রাফিক কর্তা অনুরোধ করে বলেন, 'বিশাল সিনেমা হলের পিছন দিকে পার্কিংয়ের বিশাল জায়গা রয়েছে। আপনারা সেখানে গাড়ি রাখুন। দোকান থেকে যখন বেরোবেন তখন ড্রাইভারকে ফোন করে ডেকে নেবেন। ড্রাইভার দোকানের সামনে এসে আপনাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

সকালে যখন এই দৃশ্য নজরে পড়ল, তখন বিকেলের দিকে আবার শহরের এই ট্রাফিকের বিরুদ্ধেই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠল। শহরের এক বাসিন্দা এদিন চিলড্রেন্স পার্ক মোড় দিয়ে নিজের মেয়েকে স্কুটারে করে নিয়ে হাসপাতাল মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। ওই ব্যক্তি অভিযোগ করেন, 'চিলড্রেন্স পার্ক মোড় পার করার পরেই বিদ্যুৎ দপ্তরের বোর্ড লাগানো গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিককর্মীদের সামনেই আমার স্কুটারে ধাক্কা মারে। অভিযোগ জানাতে গেলে, শোনা হয়নি।'

Recipient of
INDIA'S TOP 100 PRE-SCHOOL
We Teach, We Care
Bright Academy
AN ISO 9001:2008 CERTIFIED SCHOOL
www.worldofbright.com
BRIGHTER ! HIGHER ! STRONGER!
Punjabipara: 9832095334
Khalpara: 9832113888

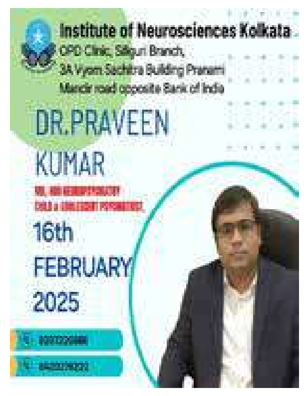

নতুন না পুরোনো কর কাঠামো কোনটি বাছবেন?

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

২০২৫-২৬-এর বাজেটে নয়া কর কাঠামোয় বড় কর ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর কোনও আয়কর দিতে হবে না। আগে যা ছিল ৭ লক্ষ টাকা। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ধরলে ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বার্ষিক আয় পর্যন্ত কোনও কর দিতে হবে না। নতুন কর কাঠামোয় এই বিপুল ছাড় বৃদ্ধি করা হলেও পুরোনো কর কাঠামো নিয়ে কোনও বাক্য খরচ করেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বলছে, প্রায় ৭০ শতাংশ করদাতাই এখন নয়া কর কাঠামোয় শামিল হয়েছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ঘোষণায় এই হার এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়বে যা সহজেই অনুমান করা যায়। আগামী দিনে তাই পুরোনো কর কাঠামো ধীরে ধীরে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে পারে। আসুন দেখে নেওয়া যাক দুই কর কাঠামোর সুবিধা-অসুবিধা বা আপনার জন্য কোন কাঠামো উপযুক্ত।

বাজেটের পর দুই কর কাঠামো

অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬
(১ এপ্রিল, ২০২৫ - ৩১ মার্চ,২০২৬)
২০২৬-এর জুলাইয়ের মধ্যে আইটিআর ফাইলিং করতে হবে।

	পুরোনো কর কাঠামো	নতুন কর কাঠামো
■ মৌলিক কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা (বার্ষিক)	২.৫ লক্ষ	৪ লক্ষ
■ কর ছাড়যোগ্য সর্বোচ্চ আয় (বার্ষিক)	৫.০ লক্ষ	১২ লক্ষ
■ স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন	৫০ হাজার	৭৫ হাজার
■ করের হার	২.৫ লক্ষ পর্যন্ত : শূন্য	৪.০০ লক্ষ পর্যন্ত : শূন্য
	২.৫-৫.০ লক্ষ : ৫ শতাংশ	৪-৮ লক্ষ : ৫ শতাংশ
	৫-১০ লক্ষ : ২০ শতাংশ	৮-১২ লক্ষ : ১০ শতাংশ
	১০ লক্ষের বেশি : ৩০ শতাংশ	১২-১৬ লক্ষ : ১৫ শতাংশ
		১৬-২০ লক্ষ : ২০ শতাংশ
		২০-২৪ লক্ষ : ২৫ শতাংশ
		২৪ লক্ষের বেশি : ৩০ শতাংশ

স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন

স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন লিমিট হল নির্ধারিত একটি অঙ্ক যা করদাতার মোট বার্ষিক আয় থেকে বাদ দিয়ে বাকি টাকায় কর আরোপ করা হয়। নতুন এবং পুরোনো কর কাঠামোয় এই অঙ্ক যথাক্রমে ৭৫ হাজার এবং ৫০ হাজার টাকা। এবারের বাজেটে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন অপরবর্তিত রাখা হয়েছে।

মৌলিক কর ছাড়

পুরোনো কর কাঠামোয় মৌলিক করছাড়যোগ্য আয় সর্বোচ্চ ২.৫ লক্ষ টাকা এবং নয়া কর কাঠামোয় এই অঙ্ক ৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির আয় এর কম হলে তাঁকে কোনও কর দিতে হয় না। পুরোনো কর কাঠামোয় ৬০ থেকে ৮০ বছর বয়সি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য মৌলিক কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা ৩ লক্ষ টাকা। অতি প্রবীণ অর্থাৎ ৮০ বছরের বেশি বয়সিদের জন্য এই অঙ্ক ৫ লক্ষ টাকা।

কর ছাড়

পুরোনো কর ব্যবস্থায় আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যায়। বাড়ি ভাড়া, গৃহঋণের সুদ, স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়াম, শিক্ষা ঋণের সুদ, ভ্রমণ ভাতায় ছাড় পান করদাতারা। এছাড়াও ৮০ডি, ৮০ই, ৮০সিসিডি সহ একাধিক ধারায় আয়কর ছাড় পাওয়া যায়। নয়া কর কাঠামোয় এই ছাড় পাওয়ার সুযোগ নেই।

রিবেট

আয়কর পর্যালোচনায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই রিবেট। আয়কর আইনের ৮৭এ ধারা অনুযায়ী একটি আয়ের সীমা নির্ধারণ করা হয় যে পর্যন্ত আয়ে কোনও কর দিতে হয় না। তবে সেই সীমা অতিক্রম করলে কর কাঠামো অনুযায়ী পুরো কর দিতে হয়।

নয়া কর কাঠামোয় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও আয়কর দিতে হবে না বলে জানিয়েছেন নির্মলা। আগে এই সীমা ছিল ৭ লক্ষ টাকা। আগে রিবেট দেওয়া হত ২৫০০০ টাকা। এখন সেই রিবেটের অঙ্ক বাড়িয়ে ৬০ হাজার টাকা করা হয়েছে। তাই ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও কর দিতে হবে না। একটি উদাহরণেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

কোনও ব্যক্তির বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।
স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৭৫ হাজার টাকা।
মৌলিক কর ছাড় ৪ লক্ষ টাকা
স্ল্যাব অনুযায়ী কর ৪-৮ লক্ষ টাকায় ৫ শতাংশ : ২০০০০ টাকা ৮-১২ লক্ষ টাকায় ১০ শতাংশ : ৪০,০০০ টাকা।
মোট ৬০০০০ টাকা।
রিবেট ৬০,০০০ টাকা।
সুতরাং দেয় কর শূন্য।

এখানে মনে রাখতে হবে বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পেরোলেই স্ল্যাব অনুযায়ী পুরো আয়করই গুনতে হবে।

নয়া না পুরোনো কর ব্যবস্থা

এবারের বাজেটে পুরোনো কর ব্যবস্থার জন্য কোনও সুবিধা বাড়ানোর পথে হাঁটেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এর পাশাপাশি নয়া কর কাঠামোয় ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর না দেওয়ার সিদ্ধান্তে পুরোনো কর ব্যবস্থার গুরুত্ব কমেছে। আপনার বার্ষিক আয় কত তার ওপরই নির্ভর করবে আপনার জন্য কোন ব্যবস্থা উপযুক্ত হবে। এখানে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে—

■ কোনও ব্যক্তির আয় বার্ষিক ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে এবং কর ছাড়যোগ্য আয় ১.৫ লক্ষ টাকা হলে নয়া-পুরোনো যে কোনও কর কাঠামো নির্বাচন করা যেতে পারে। উভয় কাঠামোয় ওই ব্যক্তিকে কোনও কর দিতে হবে না।

■ কোনও ব্যক্তির আয় বার্ষিক ৭ লক্ষ টাকার বেশি এবং কর ছাড়যোগ্য আয়ের অঙ্ক ১.৫ লক্ষ টাকার কম হলে নয়া কর কাঠামো লাভজনক হবে।

■ কর ছাড়যোগ্য আয় ৩.৭৫ লক্ষ টাকার বেশি হলে তবেই পুরোনো কর কাঠামো লাভজনক হবে।

■ কর ছাড়যোগ্য আয় ১.৫ লক্ষ থেকে ৩.৭৫ লক্ষ টাকা হলে আপনার মোট বার্ষিক আয়ের ওপর নির্ভর করবে কোন কর ব্যবস্থা লাভজনক হবে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ১২.৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড়ের ঘোষণা কার্যকর হবে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য। এখন দেখে নেওয়া যাক চলতি অর্থবর্ষের নতুন কর কাঠামো। পুরোনো কর কাঠামোয় এবার কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।

অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫ নতুন কর ব্যবস্থা

আয়	করের হার
৩ লক্ষ	শূন্য
৩-৭ লক্ষ	৫ শতাংশ
৭-১০ লক্ষ	১০ শতাংশ
১০-১২ লক্ষ	১৫ শতাংশ
১২-১৫ লক্ষ	২০ শতাংশ
১৫ লক্ষের বেশি	৩০ শতাংশ

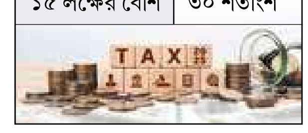

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

শেষবার রেপো রেট কমানো হয়েছিল ২০২০-র মে মাসে। দীর্ঘ ৫ বছর পর রেপো রেট ৬.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬.২৫ করল রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বাধীন ৬ সদস্যের মানিটারি পলিসি কমিটি (এমপিসি)। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত থাকায় এর বড় কোনও প্রভাব পড়েনি শেয়ার বাজারে। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৭৭,৮৬০.১৯ এবং নিফটি ২৩,৫৫৯.৯৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বাজেট এবং রেপো রেট কমানো — দুই ইভেন্টের প্রভাব সামলে নিয়েছে শেয়ার বাজার। আগামী দিনে শেয়ার বাজারের ওঠা-নামায় বড় ভূমিকা নেবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে সিদ্ধান্ত, বিদেশি লগ্নিকারীদের অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের ওঠা-নামা। লগ্নিকারীদের সেভাবেই পরিকল্পনা করতে হবে।

ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে কানাডা, মেক্সিকো, চিনের ওপর শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। কানাডা এবং মেক্সিকোর ওপর বাড়তি শুল্ক চাপানো একমাস পিছিয়ে যাওয়ায় খানিকটা স্বস্তি ফিরেছিল শেয়ার বাজারে। এরপরে মার্কিন পণ্যে বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক বসানোর কথা ঘোষণা করেছে চিন। যার জেরে ফের বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যযুদ্ধ বড় আকার

নেওয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে। আগামী সপ্তাহে এর পালটা হিসেবে ট্রাম্প কী ঘোষণা করেন, এখন সবার নজর সেদিকেই থাকবে।

এমপিসি বৈঠকে রেপো রেট কমানোর পাশাপাশি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৭ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বাজেটের আগে আর্থিক সমীক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বাভাস ছিল ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশ হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। জিডিপি আগামী অর্থবর্ষে বাড়ার পূর্বাভাস দিলেও তার প্রভাব পড়েনি শেয়ার বাজারে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির হার ৪.২ শতাংশ হতে পারে বলেও জানিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। চলতি অর্থবর্ষে যা ৪.৮ শতাংশ হতে পারে। মূল্যবৃদ্ধির হার নিম্নমুখী হলে আগামী দিনে রেপো রেট আরও কমানো হতে পারে, যা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিগত কয়েক মাসে টানা সংশোধন হওয়ার পর বিগত দুই সপ্তাহে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে এবার ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হবে ভারতীয় শেয়ার বাজার। শুল্কযুদ্ধের প্রভাবে অবশ্য ওঠা-নামা চলতে পারে। এখন লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি গুণগত মানের ভালো শেয়ারে অল্প অল্প করে লগ্নির কথা ভাবা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করলে এখনও ভারতীয় শেয়ার বাজারে মুনাফা করা যেতে পারে।

বিগত কয়েকদিন টানা বেড়েছে সোনার দাম। শুল্ক আবহে অস্থির শেয়ার বাজার থেকে লগ্নি সরছে সোনায়। তবে এবার স্থিতিশীল হতে পারে এই মূল্যবান ধাতুর দাম।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **ডিসিবি ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-১১৯.৯৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪৬/১০৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১১২-১১৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭৬৬, টার্গেট-১৫৮।

■ **জেএসডব্লিউ এনার্জি** : বর্তমান মূল্য-৪৮৪.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮০৫/৪৩৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৪৫০-৪৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৪৭০৫, টার্গেট-৬১০।

■ **গ্লেনমার্ক ফার্মা** : বর্তমান মূল্য-১৫৪০.১৫ এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৩১/৭৭১, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৪৫০-১৫২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৩৪৬১, টার্গেট-১৭৮০।

■ **আরসিএফ** : বর্তমান মূল্য-১৫৬.৩৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন- ২৪৫/১১৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৩৫-১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৬২৭, টার্গেট-২০০।

■ **পিএনবি হাউসিং** : বর্তমান মূল্য-৮৮৮.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২০২/৬০৪, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৮৪৫-৮৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩০৯৭, টার্গেট-১১৫০।

■ **হ্যাল** : বর্তমান মূল্য-৩৮১৮.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৬৭৫/২৮২৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৩৭০০-৩৮০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৫৫৩৯৫, টার্গেট-৪৮৫০।

■ **পিএফসি** : বর্তমান মূল্য-৪০৯.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৮০/৩৫২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৮০-৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৫১৮৮, টার্গেট-৫৪৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : এইচসিএল টেকনলজি

সেক্টর : তথ্যপ্রযুক্তি ● **বর্তমান মূল্য** : ১৭২৫ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ** : ১২৩৫/২০১২ ● **মার্কেট ক্যাপ** : ৪,৬৮,২৮৩ কোটি ● **ফেস ভ্যালু** : ২ ● **বুক ভ্যালু** : ২৫৮ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড** : ৩.০১ ● **ইপিএস** : ৬২.৯০ ● **পিই** : ২৭.৪৩ ● **পিবি** : ৬.৮০ ● **আরওসিই** : ২৯.৬ ● **আরওই** : ২৩.৩ ● **সুপারিশ** : কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট** : ২১০০

একনজরে

■ এইচসিএল টেক আয়ের নিরিখে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা।

■ বিশ্বের ৪৬টি দেশে উপস্থিতি রয়েছে এই সংস্থার। ৬০টি দেশে পরিষেবা দেয় এই সংস্থা।

■ বিশ্বের প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা মাইক্রোসফট, গুগল, এডব্লিউএস, এসএপি, আইবিএম, রেড হ্যাট, সিসকো, ইনটেল, সেলসফোর্স, ডেল ইত্যাদির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করে এইচসিএল টেক।

■ এইচসিএল টেকের কর্মী সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার। প্রায় ১৪ শতাংশ হারে কর্মী সংখ্যা বাড়ছে এই সংস্থার।

■ ঋণের অঙ্ক একেবারেই নগণ্য।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ সংস্থার ৬০.৮১ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রোমোটারের হাতে। বিদেশি এবং দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৯.৩৮ শতাংশ এবং ১৫.২৫ শতাংশ শেয়ার।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে আয় ৩.৬ শতাংশ বেড়ে ২৯,৮৯০ কোটি এবং মুনাফা ৮.৪ শতাংশ বেড়ে ৪,৫৯১ কোটি টাকা হয়েছে।

■ ২০২৪-এ এইচসিএল টেক বিশ্বের প্রথম ১০টি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার মধ্যে ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ব্র্যান্ড তকমা পেয়েছে।

■ মতিলাল অসওয়াল, প্রভুদাস লীলাধর, শেয়ার খান সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে সওয়াল করেছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

বাজারে উৎসাহের অভাব লক্ষ করা যাচ্ছে

বোধিসত্ত্ব খান

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর রেপো রেট কমাল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। শেষবার যখন এই রেট কমানো হয়, সেটা ছিল ২০২০ সালের মে মাস। এবং তা ছিল ০.৪০ শতাংশ। সেইসময় রেপো রেট দাঁড়ায় ৪ শতাংশ। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে রেপো রেট বৃদ্ধি হয় ২.৫ শতাংশ। বিগত শুক্রবার আরবিআই ২৫ বেসিস পয়েন্ট বা ০.২৫ শতাংশ কমানোর পর তা দাঁড়ায় ৬.২৫ শতাংশ। বহু মাস ধরেই বিভিন্ন সেক্টরের কোম্পানিগুলি উদ্বেগ প্রকাশ করছিল, যে হারে রেভিনিউ বৃদ্ধি হওয়ার কথা, সেটা হচ্ছে না। গ্রাহক পণ্য ক্রয় করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করছেন।

কেন্দ্রীয় বাজেটে মধ্যবিত্তের হাতে যাতে কিছুটা উদ্বৃত্ত টাকা থাকে, তার একটি চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর আরবিআই যে রেপো রেট কমাল তাতে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে একটি উৎসাহ তৈরি হবে, এমনটি মনে করা হচ্ছে। তবে শেয়ার বাজারে এই ঋণে সুদের হার কম হওয়ার পরেও খুব একটি উৎসাহ চোখে পড়েনি। সাধারণত যে সেক্টরগুলি এই রেপো রেট কমালে উপকৃত হয় যেমন রিয়েল এস্টেট, অটো, সিমেন্ট, ব্যাংকিং এবং নন ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানিগুলি, তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র।

শুক্রবার নিফটি অটো ০.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তবে এফএমসিজি সেক্টরে সংশোধন আসে -১.২৫ শতাংশ। স্মল ক্যাপ ইন্ডেক্স পতন দেখে -০.৬৮ শতাংশ। রিয়েল এস্টেটের মধ্যে ম্যাক্রোটেক ডেভেলপারস উত্থান দেখে ৩.০৮ শতাংশ, আজমেরা রিয়েলটি ১.০৫ শতাংশ, ফিনিক্স মিলস ১.২৯ শতাংশ, ওবেরয় রিয়েলটি ১.০৩ শতাংশ প্রভৃতি। তবে মেটাল সেক্টরে ভালো র‍্যালি এসেছে। বিশেষ করে স্টিল কোম্পানিগুলিতে দারুণ উত্থান এসেছে। টাটা স্টিল বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.৩৫ শতাংশ, জিন্দাল স্টিল ৪.৩৫ শতাংশ, জেএসডব্লিউ স্টিল ৩.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় শুক্রবার।

ঋণে সুদের হার কমানোর পরেও বাজারে যে তেমন বিশেষ উৎসাহ চোখে পড়ল না, তার পিছনে হয়তো বা আরবিআই গভর্নরের বক্তব্য থাকতে পারে। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ভারত আগামী বছরে ৬.৯ হারে

অবশেষে রেপো রেট কমাল আরবিআই

জিডিপি বৃদ্ধি করতে পারে। এবং মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা থাকছে ৪.২ শতাংশ। তবে বিশ্বে যেভাবে আর্থি বৃদ্ধি কমে চলেছে তা নিয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া বিশ্ব বাণিজ্যেও যে অনিশ্চয়তা চলছে এবং তা যে ভারতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করবে, এমন ইঙ্গিতও তিনি দিয়ে রেখেছেন। ডলার ইন্ডেক্সের শক্তিশালী হয়ে ওঠা এবং টাকার পতনও বর্তমানে যে ভারতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে চলেছে, তা বলা চলে। গভর্নর এও জানিয়েছেন যে, বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বৃদ্ধিকে জোরদার করার জন্য এবং কনজাম্পশন বৃদ্ধি করার উপযুক্ত পদক্ষেপ তাঁরা করছেন।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলির শেয়ার সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে রয়েছে গডফ্রে ফিলিপস ১৯.৮৫ শতাংশ, ভারতী হেক্সাকম ১১.৮২ শতাংশ, গালফ অয়েল লুব্রিকেন্ট ৭.৯৪ শতাংশ, চম্বল ফার্টিলাইজার ৬.৮৫ শতাংশ, কামাত হোটেলস ৫.৩৬ শতাংশ, কেফিন টেকনলজি ৪.৬৫ শতাংশ, উজ্জীবন স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক ৪.৩২ শতাংশ, হুন্ডাই মোটরস ৩.৯০ শতাংশ প্রভৃতি। যে শেয়ারগুলিতে সর্বাধিক পতন আসে তার মধ্যে রয়েছে এ টু জেড ইনফ্রা (-৩.২৩ শতাংশ), কনকর্ড বাওটেক (-২.৪১ শতাংশ), বোরোসিল (-২.৪১ শতাংশ), এনজিএল ফাইন কেম (-১.৫৯ শতাংশ) ইত্যাদি। যে শেয়ারগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সুইগি, সোনাটা সফটওয়্যার, রাজেশ এক্সপোর্ট, ইজিট্রিপ প্ল্যানার, রেমন্ড লাইফস্টাইল, টিউব ইনভেস্টমেন্ট, ৩ এম ইন্ডিয়া, হোয়ার্লপুল, সায়েন্ট ডিএলএম, রিল্যাক্সো ফুটওয়্যার, মুটুথ মাইক্রোফিন্যান্স ইত্যাদি।

যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চস্তর ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক, লরাস ল্যাবস, ভীমতা ল্যাবস, বেনারস হোটেলস, আরআরপি সেমিকনডাক্টর। সোমবার বাজার কেমন প্রতিক্রিয়া দেবে তা এখন দেখার অপেক্ষা। তবে বলতে বাধা নেই যে, বিগত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই বাজার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যের ঘোরাফেরা করছে। এর মধ্যে কিছু কোম্পানির শেয়ারদর অত্যন্ত চড়া হয়ে আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। নিউএজ শেয়ারগুলির মধ্যে সুইগি তার ত্রৈমাসিক রেজাল্টের মাধ্যমে হতাশ করেছে। এই কোম্পানি ডিসেম্বর, ২০২৪ কোয়ার্টারে ৭৯৯ কোটি টাকার ক্ষতির মুখ দেখেছে। কোচিন শিপইয়ার্ডের বিগত ডিসেম্বর,২০২৩-এর তুলনায় ডিসেম্বর,২০২৪-এ ২৭ শতাংশ লাভ কমেছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

গ্রহণযোগ্যতা হারানোর খেসারত দিল আপ

পায়ের মাটি সরছে, বোঝেননি কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ২০১৫-'২৫। এক দশক পর দিল্লিতে অস্তাচলে আম আদমির রাজত্ব। রাজধানী শহর এলাকায় আপের ফল যে এবার খারাপ হতে চলেছে সেটা বুথফেরত সমীক্ষায় বোঝা গিয়েছিল। শনিবার সকালেও প্রকাশ্যে আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে টিম কেজরিওয়ালকে। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপের শক্তঘাঁটি বলে পরিচিত একের পর এক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির জয়ের খবর আসতে থাকে। দুপুরেই পরাজয় স্বীকার করে নেন খোদ কেজরিওয়াল। নিজের বিধানসভা আসন নয়াদিল্লিতেও বিজেপির পরবেশ সাহিব সিং বর্মার কাছে হেরে গিয়েছেন তিনি। বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী অতিশী বাদে আপের সিংহভাগ মন্ত্রী হেরেছেন।

ভোটের ফল থেকে স্পষ্ট যে শুধু উচ্চ মধ্যবিত্তরাই নন, মধ্যবিত্ত এবং প্রান্তীয় শ্রেণির ভোটের একটা বড় অংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে। লোকসভা ভোটে যেসব এলাকায় বিজেপি এগিয়েছিল, বিধানসভাতেও সেখানে তারাই ভালো ফল করেছে। ২-১টি কেন্দ্র বাদে কোথাও দাঁত ফোটাতে পারেনি কংগ্রেস। যদিও বেশ কিছু আসনে তাদের প্রাপ্ত ভোট আপ-বিজেপির ভোটের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। রাহুল গান্ধির দলকে ব্রাত্য করে বিজেপির সঙ্গে একের বিরুদ্ধে এক লড়াইয়ের কৌশল নিতে গিয়েই কি দিল্লিতে আপ মুখ থুবড়ে পড়ল? নাকি আবগারি কেলেঙ্কারি, ৫২ কোটির শিশমহল নির্মাণ, কেজরিওয়াল সহ একাধিক আপ মন্ত্রীর জেলযাত্রা, জেলে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে কেজরিওয়ালের ইস্তফা না দেওয়া, মুখ্যমন্ত্রী জেলবাসী হওয়ায় প্রশাসনিক অচলাবস্থা দিল্লিবাসীর মনঃপূত হয়নি? বোঝাই যাচ্ছে শেষবেলায় কেজরিওয়ালের ইস্তফা জনগণের সহানুভূতি কুড়োতে ব্যর্থ হয়েছে। কাজে আসেনি মহিলাদের মাসিক আর্থিক সহায়তা এবং প্রবীণদের স্বাস্থ্য বিমার প্রতিশ্রুতিও।

ভিতরে ভিতরে আপের জনসমর্থনে যে এত বড় ধস নেমেছে তা আঁচ করতে পারেননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও। যে কারণে কেজরির প্রাক্তন গুরু আন্না হাজারে বলেছেন, 'আমি অনেক দিন ধরে বলছি একজন ভোটপ্রার্থীর আচরণ এবং চিন্তায় শুদ্ধতা থাকা দরকার। নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য কোনও প্রার্থীর নিষ্কলঙ্ক হওয়া জরুরি। তাঁকে ত্যাগীর জীবনযাপন করতে হবে। তবেই ভোটারদের বিশ্বাস অর্জন করা যাবে। আমি এই কথাগুলি বার বার বলেছি। কিন্তু ওঁর (কেজরিওয়াল) বোধগম্য হয়নি। তিনি মদের দোকানকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আবগারি প্রসঙ্গ কেন সামনে এল? উত্তরটা হচ্ছে, তিনি সম্পদের প্রবাহে ভেসে গিয়েছিলেন।'

২০১১-তে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে লোকপাল গঠন এবং দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে একসঙ্গে শামিল হয়েছিলেন আন্না হাজারে এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে নতুন দল গড়ে কেজরিওয়ালের রাজনীতিতে আসার বিপক্ষে ছিলেন আন্না। করেছিল। এদিন পুরোনো শিষ্যের পরাজয়ে মোটেও দুঃখিত মনে হয়নি আন্নাকে।

বিজেপির আসন ৮ থেকে ৪৮-এ পৌঁছে যাওয়ার জন্য ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক আপ-কংগ্রেসের ভোট কাটাকাটিকে দায়ী করেছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ। নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট, কমপক্ষে ১৩টি আসনে কংগ্রেসের ভোট বিভাজনের কারণেই বিজেপির জয় নিশ্চিত হয়েছে। এসব আসনে কংগ্রেস যে ভোট পেয়েছে, তা বিজেপির জয়ের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ, আপ-কংগ্রেস যদি একসঙ্গে লড়াই করত তবে ফলাফল ভিন্ন হতে পারত।

নয়াদিল্লি আসনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিজেপির পরবেশ সাহিব সিং বর্মার কাছে ৪,০৮৯ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী সন্দীপ দীক্ষিত পেয়েছেন ৪,২৫৪ ভোট, যা বিজেপির জয়ের ব্যবধানের চেয়েও বেশি। বোঝাই যাচ্ছে যে ভোট বিভাজনের কারণে আপের ক্ষতি হয়েছে। ফলাফল থেকে স্পষ্ট, কংগ্রেস-আপ একসঙ্গে লড়াই করলে বিজেপি এই আসনগুলি জিততে পারত না। বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি পেয়েছে ৪৩.৪৮ শতাংশ ভোট, বিজেপির দখলে ৪৬.৬৯ শতাংশ এবং কংগ্রেস পেয়েছে ৬.৬৮ শতাংশ। ভোট কাটাকাটির জটিল অঙ্ক না থাকলে কংগ্রেসের ভাগের ভোটটাও আপের ভাগ্যে যাওয়ার কথা। আর সেরকমটা হলে দিল্লিতেও খেলাটা ঘুরে যেত বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

জয়ের উল্লাস। ২৭ বছর পর দিল্লিতে ক্ষমতায় ফিরে বিজেপির সদর দপ্তরের সামনে উল্লাস কর্মী-সমর্থকদের। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

মুখ্যমন্ত্রীর খোঁজে হন্যে বিজেপি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ১ নভেম্বর ১৯৫৬ থেকে ১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৭ বছর দিল্লিতে কোনও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। ১৯৯৩ সালে দিল্লি বিধানসভার প্রথম নির্বাচনে ৪৯টি আসন জিতে প্রথমবার কেন্দ্রীয় সরকারের নাকের ডগায় সরকার গঠন করে বিজেপি।

জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের প্রথম অকংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বিজেপির মদনলাল খুরানা। কিন্তু মাত্র ২ বছর ৮৬ দিন মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে টিকেছিলেন তিনি। গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন খুরানা। তাঁর জায়গায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হন সাহিব সিং বর্মা। কিন্তু তিনিও ২ বছর ২২৮ দিন পর কুর্সি ছাড়তে বাধ্য হন। মাত্র ৫২ দিনের জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলান প্রয়াত বিজেপিনেত্রী সুষমা স্বরাজ। দীর্ঘ ২৭ বছর পর দিল্লির তখত দখল করে এবার নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে বিজেপিতে। অন্যান্য রাজ্যের মতো দিল্লিতেও এবার কোনও মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা না করেই নির্বাচনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল পদ্মব্রিগেড। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই ছিলেন দলের মুখ। কিন্তু দিল্লিতে পরিবর্তন ঘটানোর পর কার ভাগ্যে শেষপর্যন্ত শিকে ছিড়বে তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে।

বিজেপির অন্দরের জটিল রাজনৈতিক সমীকরণে একাধিক নাম ভাসতে শুরু করেছে। সেগুলির মধ্যে প্রথমেই রয়েছে নয়াদিল্লি আসনে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে পরাজিত করা পরবেশ সাহিব সিং বর্মার নাম। ভোটে জিতেই তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বাসভবনে যান। দুপুর থেকেই বিজেপির কার্যালয়ের সামনে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর নামে স্লোগানও দিতে থাকেন দলীয় কর্মীরা। পরবেশের আরও একটি পরিচয় তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাহিব সিং বর্মার ছেলে এবং দু'বারের সাংসদ। মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে রয়েছেন উত্তর-পূর্ব দিল্লির সাংসদ ও টানা তিনবারের বিজয়ী মনোজ তিওয়ারিও। পূর্বাঞ্চলীয় ভোটারদের মধ্যে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিজেপি এবার এই জনপ্রিয় ভোজপুরি অভিনেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নাম ভাসছে বিদায়ি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা দিল্লি বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বিজেন্দর গুপ্তা এবং বিজেপির অন্যতম দলিত নেতা দুষ্মন্ত কুমার গৌতমেরও। কোনও কোনও মহল মনে করছে, সুষমা স্বরাজের মেয়ে তথা নয়াদিল্লি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজেরও। সম্ভাব্যের তালিকায় নাম রয়েছে দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব, দলবদলু নেতা কৈলাস গেহলটেরও। অনেকে আবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকেও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে বলে মনে করছেন। তবে যাঁদের নিয়েই জল্পনা চলুক, বিজেপি নেতারা ভালোভাবেই জানেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং দলের সভাপতি জেপি নাড্ডা যাঁর নামে সিলমোহর দেবেন, তিনিই দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

কেজরিকে হারানোর পর পরবেশ। প্রয়াত সাহিব সিং ভার্মার ছেলে পরবেশ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অন্যতম দাবিদার।

অযোধ্যার লড়াইয়ে মুখরক্ষা পদ্মের

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদে হেরে গিয়ে চরম অস্বস্তিতে পড়েছিল বিজেপি। এই ফৈজাবাদ কেন্দ্রের অন্তর্গত অযোধ্যার রাম মন্দির। বিপুল ভোটে সেখানে বিজেপিকে হারিয়ে ছিলেন কংগ্রেস সমর্থিত সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র প্রার্থী অবধেশ প্রসাদ। ৬ মাস গেল না, বদলা নিল গেরুয়া শিবির। শনিবার দিল্লি দখলের পাশাপাশি ফৈজাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মিল্কিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে সপা প্রার্থী তথা স্থানীয় সাংসদ অবধেশ প্রসাদের ছেলে অজিতেশ প্রসাদকে ৬০ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছেন বিজেপির চন্দ্রভানু পাসওয়ান।

গত বিধানসভা ভোটে মিল্কিপুরে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন অবধেশ প্রসাদ। লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পর বিধায়ক পদে ইস্তফা দেন তিনি। উপনির্বাচনে অবধেশের ছেলে অজিতেশকে টিকিট দিয়েছিল সপা।

তাঁর হয়ে গোটা বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে প্রচার চালিয়েছিলেন খোদ সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। কিন্তু সম্মানের লড়াইয়ে অখিলেশকে টেক্কা দিয়েছেন যোগী। সপার অভিযোগ, উপনির্বাচনে জিততে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েভোটারদের ভয় দেখিয়েছে বিজেপি। যাবতীয় অসৎ উপায়ে ভর করেই মিল্কিপুর দখল করেছে কেন্দ্র-রাজ্যের শাসকদল। বিজেপি অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে।

তবে তামিলনাড়ুর ইরোড বিধানসভা উপনির্বাচনে জিতেছে ডিএমকে-কংগ্রেস জোট। এনটিকের সীতালক্ষ্মীকে ১৩ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন ডিএমকে প্রার্থী ভিসি চন্দ্রকুমার।

আপ সাফের দায় নিচ্ছে না কংগ্রেস

ওমরের খোঁচায় ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা ভোটে আপের ভরাডুবির জন্য ইন্ডিয়া জোটের খেয়োখেয়িকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর কটাক্ষ, 'আরও লড়াই করুন নিজেদের মধ্যে। যত খুশি লড়াই করুন। একে অন্যকে শেষ করে দিন।' ইন্ডিয়া জোটের অন্দরের অশান্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব ওমর।

তবে ওমর যাই বলুন, জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে আপের ভরাডুবির দায় নিজেদের কাঁধে নিতে নারাজ কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেত বলেন, 'আপকে জেতানোর দায়িত্ব কংগ্রেসের ছিল না। আমাদের দায়িত্ব ছিল চড়া সুরে প্রচার চালানো এবং যত বেশি সম্ভব আসন জেতা।' গোয়া, উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যগুলিতে আপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রসঙ্গও টানেন সুপ্রিয়া। তিনি বলেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল গোয়া, হরিয়ানা, গুজরাট, উত্তরাখণ্ডের নির্বাচনে লড়তে গিয়েছিলেন। গোয়া ও উত্তরাখণ্ডে আপ যে পরিমাণ ভোট পেয়েছিল আমাদের এবং বিজেপির ভোটের হারের পার্থক্যও ততটাই ছিল।'

দিল্লিতে এবার গোড়াতেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে না বলে ঘোষণা করেছিলেন কেজরি। ফলে নয়াদিল্লি, জংপুরা, গ্রেটার কৈলাস, মালব্যনগরের মতো একাধিক আসনে আপ-কংগ্রেস ভোট ভাগাভাগির সুবিধা পেয়েছে বিজেপি। নয়াদিল্লিতে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে বিজেপির পরবেশ সাহিব সিং বর্মা এবং কংগ্রেসের সন্দীপ দীক্ষিত প্রার্থী হয়েছিলেন। শীলা দীক্ষিত-পুত্র তৃতীয় স্থানে থাকলেও ভোট কাটাকুটির জেরে পরাজিত হয়েছেন কেজরিওয়াল। মাত্র ৬৭৫ ভোটের ব্যবধানে জংপুরায় হেরেছেন মণীশ সিসোদিয়া। জোট হলে এই ফল হত কি না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এই অবস্থায় আগামী দিনে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রে হারের পর বিরোধী শিবিরে কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধির নেতৃত্ব নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল তৃণমূলের মতো একাধিক দল। লোকসভা ভোটের পর থেকে বিরোধী শিবিরে সমন্বয়ের অভাবকেই দায়ী করেছিলেন অনেকে।

তবে দিল্লিতে আপের যাত্রাভঙ্গ হলেও এবারও নাক কাটা গিয়েছে কংগ্রেসের। এবারও খাতা খুলতে পারেনি দিল্লি বিধানসভায়। এই নিয়ে পরপর তিনবার দিল্লি বিধানসভা কংগ্রেসমুক্ত থেকে গেল। যদিও গতবারের তুলনায় এবার তাদের ভোটপ্রাপ্তির হার সামান্য বেড়েছে। এবার তারা পেয়েছে ৬.৩৪ শতাংশ ভোট। গতবার তাদের ভোটপ্রাপ্তির হার ছিল ৪.২৬ শতাংশ। ২০১৫ সালে কংগ্রেস কোনও আসন না জিতলেও ৯.৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ২০১৩ সালে কংগ্রেস ৮টি আসন এবং ২৪.৫৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ১৯৯৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত। কিন্তু ২০১৩ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে কংগ্রেস আর কেন ঘুরে দাঁড়াতে পারল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে দলেই। এবার কেজরির বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো প্রচারে মাঠে নেমেছিলেন রাহুল গান্ধি। ছিলেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও শেষবেলার প্রচারে নেমেছিলেন। তারপরও দলের খাতা না খোলায় দিল্লিতে দলের সাংগঠনিক দশা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

> আরও লড়াই করুন নিজেদের মধ্যে। যত খুশি লড়াই করুন। একে অন্যকে শেষ করে দিন।
>
> **ওমর আবদুল্লা**

একনজরে তারকা প্রার্থী

জয়ী		
১.	অতিশী মারলেনা	(আপ)
২.	ইমরান হোসেইন	(আপ)
৩.	আমানতউল্লাহ খান	(আপ)
৪.	পরভেশ বর্মা	(বিজেপি)
৫.	কপিল মিশ্র	(বিজেপি)
পরাজিত		
১.	অরবিন্দ কেজরিওয়াল	(আপ)
২.	মণীশ সিসোদিয়া	(আপ)
৩.	আলকা লাম্বা	(কংগ্রেস)
৪.	রমেশ বিধুরি	(বিজেপি)
৫.	সত্যেন্দ্র জৈন	(আপ)

মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ফল ৬-১

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে আম আদমি পার্টির পরাজয় ঘটলেও রাজধানীর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে তারা। মোট সাতটি মুসলিম-প্রধান আসনের মধ্যে ছয়টিতেই আপ জিতেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম মুস্তাফাবাদ। ওই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মোহন সিং বিস্ত তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আপের প্রার্থী আদিল আহমেদ খানকে সাড়ে ১৭ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন। ওই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন অল ইন্ডিয়া মজলিস ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রার্থী মহম্মদ তাহির হুসেন। তাহির আগে ছিলেন আম আদমি পার্টিতে।

মুস্তাফাবাদে বিজেপির জয় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই মুস্তাফাবাদ। এখানে হিংসার বলি হয়েছিলেন অন্তত ৫৩ জন, যাঁদের প্রায় সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এবারের নির্বাচনে কেজরিওয়ালের দল এই আসনে আদিল আহমেদ খান এবং আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল এআইএমআইএম দাঙ্গায় অভিযুক্ত তথা আপের প্রাক্তন কাউন্সিলার তাহির হুসেনকে প্রার্থী করেছিল। এই দুই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে টপকে বিজেপি প্রার্থীর এক নম্বরে চলে আসা বড় সাফল্য বিজেপির।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নিবেদিত প্রাণ কর্মী বিস্তের জন্ম উত্তরাখণ্ডের আলমোরায় হলেও বেড়ে ওঠা ও কর্মকাণ্ড দিল্লিতে। রাজধানীর রাজনীতিতে পোড়খাওয়া এই নেতা ১৯৯৮ থেকে কারবালনগরের বিধায়ক। কিন্তু এবারের নির্বাচনে তাঁকে চেনা জায়গা থেকে সরিয়ে মুস্তাফাবাদে প্রার্থী করা হয়। মুস্তাফাবাদে পাহাড়ি সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ রয়েছে, যাদের সমর্থন ছিল বিস্তের দিকে। বিজেপি নেতৃত্বের এই কৌশলী সিদ্ধান্তই আপের কবজা থেকে অন্তত একটি 'সংখ্যালঘু' আসন ছিনিয়ে আনতে পেরেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বাকি ৬টি আসনেই জিতেছেন আপ প্রার্থীরা। চাঁদনিচক কেন্দ্রে পুরণদীপ সিং সাওনি ১৬,৫৭২ ভোটে হারিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির সতীশ জৈনকে। মাটিয়ামহল কেন্দ্রে আলি মহম্মদ ইকবাল বিজেপির দীপ্তি ইন্দোরাকে প্রায় ৪৩ হাজার ভোটে, বাবরপুর কেন্দ্রে গোপাল রাই বিজেপির অনিলকুমার বশিষ্ঠকে। সিলমপুর এবং ওখলা কেন্দ্রে বিজেপিকে হারিয়ে জিতেছে আপ।

রাজধানীতে উৎসবে গা ভাসালেন সুকান্ত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : ৭ তারিখ সকাল থেকেই যেখানে ছিল সাজো সাজো রব, ৮ তারিখ ফলাফল ঘোষণা শুরু হতেই ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে যেতে থাকল। দুপুর ১২টা নাগাদ পণ্ডিত রবিশংকর শুক্লা লেনের আম আদমি পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল কার্যত ভাঙা হাট। জয় নিশ্চিত ধরে নিয়েই বাঁধা হয়েছিল মঞ্চ। ঠিক ছিল,বিকেলে কেজরিওয়াল জয়ী বিধায়কদের সঙ্গে করে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ছবিটা স্পষ্ট হতে শুরু করল, তখন দলীয় নির্দেশেই ভেঙে ফেলা হল মঞ্চ,সরিয়ে ফেলা হল ফুল, অতিথিদের জন্য তৈরি টেবিল, খাবারদাবার সব কিছুই। কারণ, সুর কেটে গিয়েছে, জয় হাতছাড়া হয়েছে। দেখা গেল, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন কয়েকজন কর্মী,বাকি দলের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। যাঁরা আছেন, তাঁরাও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে নারাজ।

অন্যদিকে পণ্ডিত পন্থমার্গের বিজেপির রাজ্য অফিসের চেহারাটা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্যত গেরুয়া রঙে ঢেকে গেল। ভিড় বাড়তে থাকল পন্থমার্গে বিজেপির রাজ্য অফিসে। পিছিয়ে থাকল না বঙ্গ বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দিল্লির বাসভবনে ভিড় বাড়তে থাকল দিল্লির প্রবাসী বাঙালি সমাজের। কারণ, এবারের নির্বাচনে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বাংলার সাংসদদেরই। কোমর বেঁধে প্রচারে নেমেছিলেন তাঁরাও। ফল পেয়েছেন হাতেনাতে, তাই কমলা আবির,লাড্ডু আর কমলা রঙের কেক কেটে হল জয়ের উদযাপন। সুকান্ত মজুমদার বললেন, 'দিল্লির বাঙালিরা বিজেপিকে সমর্থন করেছে। এবার পশ্চিমবঙ্গের পালা।'

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লির 'বাঙালি মহল্লা'য় ঘরে ঘরে ফুটেছে পদ্ম। রাজধানীর যে ক'টি বিধানসভায় বাঙালির আধিক্য রয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই বিজেপির দখলে। তবে ওই সমস্ত বিধানসভায় আপকে জেতাতে মাঠে নেমেছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। তবুও শেষরক্ষা হয়নি। দুটি আসনে মুখরক্ষা করলেও বাকিগুলিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে আপ।

> দিল্লির বাঙালিরা বিজেপিকে সমর্থন করেছে। এবার পশ্চিমবঙ্গের পালা।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

এদিন বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই রাজধানীর রাস্তায় দেখা গেল বিভিন্ন রকমের ছবি । চারিদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বড় বড় কাটআউট,ঝুড়িতে করে লাড্ডু, কেউ বা বানিয়ে এনেছেন ২০ কেজি ওজনের বিশাল লাড্ডু ,যার ওপর প্রধানমন্ত্রীর ছবির কাটআউট বসানো। দেখা মিলল রাজকুমার হিরানি পরিচালিত 'পিকে' ছবির মূল চরিত্রের মতো সেজে এক ব্যক্তির। দিল্লি বিজেপির সদর দপ্তরের সামনে হাজির হয়েছেন এবং রুপোলি পর্দার সংলাপের ঢঙে রাজনৈতিক বার্তা দিচ্ছেন । বললেন,'গোলার লোগ রিজেক্ট কর দিয়া ঝাড়ুকো।' 'গোলা' মানে পৃথিবী, যা মূলত দিল্লির ভোটারদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এবারের নির্বাচনে আপকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন। রতন রঞ্জন নামে ওই ব্যক্তির বলা সংলাপ 'ঝাড়ু রেস্ট ইন পিস' অর্থাৎ আম আদমি পার্টির প্রতীক 'ঝাড়ু' র পরাজয় হয়েছে এদিন সংবাদমাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে উঠল সারাদিনে।

দিল্লিতে জয়ের উৎসবে হাজির সুকান্ত মজুমদার। শনিবার।

গোপন তথ্য আর পাবেন না জো

ওয়াশিংটন, ৮ ফেব্রুয়ারি : কিল খেয়ে কিল হজম করার পাত্র যে তিনি নন, তা মসনদে বসেই উত্তরসূরি জো বাইডেনকে বুঝিয়ে দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতায় থাকাকালীন ট্রাম্পকে নিশানা করে ইট ছুড়েছিলেন বাইডেন। এবার তার জবাবে প্রাক্তনকে পাটকেল ফিরিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। বাইডেনের নিরাপত্তার ছাড়পত্র তিনি তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে আমেরিকার গোপন তথ্য বা নথি আর বাইডেনকে দেওয়া হবে না। কোনও গোপন খবর পৌঁছোবে না বাইডেনের কাছে। এতদিন যদিও এই অধিকার ভোগ করে এসেছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টরা। ২০২১ সালে ট্রাম্পের এই বিশেষ সুবিধা তুলে নিয়েছিলেন বাইডেন। এবার প্রতিশোধ নিলেন ট্রাম্প।

ইটের বদলে পাটকেল ট্রাম্পের

নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'জো আপনি বরখাস্ত। গোপন তথ্য আর আপনাকে দেওয়া হবে না। এই উদাহরণটা আপনিই তৈরি করেছেন। ২০২১ সালে আপনি একইভাবে সুবিধা কেড়ে নিয়েছিলেন দেশের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ আমার।' বাইডেনকে কেন গোপন নথি দেওয়া যাবে না, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ট্রাম্প। কটাক্ষের সুরে তিনি লিখেছেন, 'রিপোর্ট বলছে, বাইডেনের স্মৃতিশক্তি বেশ কম। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই তাঁর। গোপন তথ্য নিয়ে তাঁকে ভরসা করা যায় না। আমি আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তাকে সব সময় সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করব।'

২০২১ সালে আমেরিকায় ক্যাপিটল হামলার ঘটনার পর ট্রাম্পের নিরাপত্তা ছাড়পত্র তুলে নিয়েছিলেন বাইডেন। বলেছিলেন, 'ট্রাম্পের আচরণ প্রমাণ করে, তিনি আর গোপন গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার উপযুক্ত নন। তাই ওই ছাড়পত্র তুলে নেওয়া হচ্ছে।' ২০২৫ সালে ক্ষমতায় ফিরে বাইডেনের তিরেই বাইডেনকে ঘায়েল করলেন ট্রাম্প।

শিলিগুড়িতে মাল্লাগুড়ির একটি হোটেলে কোচ জয়ন্ত ভৌমিকের সঙ্গে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঋদ্ধিমান সাহা। শনিবার।

শিলিগুড়িতে সাক্ষাৎকারে খোলামেলা ঋদ্ধি

টার্গেট ছাড়া বেঁচে থাকার আনন্দ নিচ্ছি

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ পার। অবসর গ্রহে পা রাখা ঋদ্ধিমান সাহা চুটিয়ে জীবন উপভোগ করছেন। সময় দিচ্ছেন ছেলেমেয়ের পড়াশোনায়, স্ত্রীকে ঘরের কাজে। তার মাঝেই দুইদিনের জন্য শিলিগুড়ি এসে দুন হেরিটেজ স্কুল ও কাইজেন ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশনের থেকে শনিবার সংবর্ধনা পেয়েছেন। এপ্রিল থেকে মাসে তিনদিন করে দুনের ছাত্রদের ক্রিকেট প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ঋদ্ধি। অবসর জীবনে সেই কাজে আরও মনোযোগের আশ্বাস দেওয়ার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।

অবসর পরবর্তী জীবন

সত্যি বলতে খুব ভালো আছি। সকালে উঠে প্র্যাকটিসে যাওয়ার তাড়া নেই। ওয়ার্ম আপ করতে হচ্ছে না। চল্লিশে পৌঁছে ২০ বছরের ফিটনেস পাওয়া যায় না। তারপরও মাঠে নামার জন্য ফিটনেস লেভেল ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় কসরত করতেই হয়। যা একেবারেই সহজ ছিল না। কিন্তু এখন সেই সব থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। টার্গেট ছাড়া এই জীবন উপভোগ করছি।

> **কলকাতা নাইট রাইডার্স কোচিংয়ের প্রস্তাব দিলেও আপাতত তা নিতে পারলাম না। আসলে আমার মনে হয়েছে এই প্রস্তাব গ্রহণের উপযুক্ত হওয়ার জন্য আমার আরও কিছু সময় প্রয়োজন।**

নতুন রুটিন

ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দিকটা এতদিন স্ত্রী রোমিই দেখে এসেছে। এখন আমিও ওদের সাহায্য করছি। সেইসঙ্গে দুন হেরিটেজের মতো আরও কিছু জায়গায় কোচিংয়ের দায়িত্বে আছি। বেশ কিছু সময় দিতে হচ্ছে সেখানেও।

ক্রিকেট মাঠের বন্ধু

যাদের সঙ্গে খেলেছি সকলেই আমার বন্ধু। খেলার স্টাইল এক বলেই হয়তো জাতীয় দলে থাকার সময় চেতেশ্বর পূজারার সঙ্গে বেশি সময় কাটিয়েছি। অবসর নেওয়ার পর ঋষভ পন্থ শুভেচ্ছা জানিয়ে ফোন করেছিল। বাংলার রনজি ট্রফি দলের অনেকেই ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তাই আলাদাভাবে কাউকে বন্ধু বেছে নিতে পারব না।

ফেলে আসা জীবনের সেরা স্মৃতি

তখন আমার ১২ বছর বয়স। পাড়ায় (শক্তিগড়ে) একদিন হঠাৎ করেই ক্রিকেট শিবির করা হয়েছিল। অনেকেই বল-ব্যাট করছিল, কিন্তু তাদের মিস করা বল ধরবে কে? তাই আমার হাতে কিপিং গ্লাভস তুলে দেওয়া হয়। আজ সেই দিনটার কথা মনে পড়লে অবাক লাগে।

শেষ ম্যাচে জয়ন্তর অনুপস্থিতি

আমার খুব কম ম্যাচেই ভাইদা (জয়ন্ত ভৌমিক) মাঠে এসেছেন। মাঠে এলেও ১০ মিনিট দেখেই বেরিয়ে যেতেন। একই জিনিস ছোটবেলায় অগ্রগামী সংঘে প্র্যাকটিস করার সময়ও দেখেছি। হয়তো এটা তাঁর সংস্কার, তবে আমার মনে হয় তাঁর বাহবা পেতে আমাদের অতিরিক্ত কিছুর চেষ্টা করা আটকাতেই এমনটা করতেন ভাইদা।

কেকেআরের প্রস্তাব

কলকাতা নাইট রাইডার্স কোচিংয়ের প্রস্তাব দিলেও আপাতত তা নিতে পারলাম না। আসলে আমার মনে হয়েছে এই প্রস্তাব গ্রহণের উপযুক্ত হওয়ার জন্য আমার আরও কিছু সময় প্রয়োজন। তবে কোচিংয়েই থাকছি। ক্রিকেট প্রশাসনে আসার কোনও ভাবনা নেই। এখন দেখা যাক ভবিষ্যতে কেমন প্রস্তাব অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

খুদে সই-শিকারিকে সন্তুষ্ট করছেন ঋদ্ধিমান সাহা।

নিজেকে চেনা

সবার মতো আমিও ছোটবেলা থেকেই জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখতাম। ভাইদার পরামর্শেই কলকাতায় একেবারে প্রথম ডিভিশন খেলার জন্য কুমোরটুলি ক্লাবে যাই। তখনও ভাবিনি স্বপ্নপূরণ হবে। ২২ বছরে পৌঁছানোর পর প্রথম উপলব্ধি হয়, ধারাবাহিকতা রাখলে বাংলা দলের ওপরেও কোনও কিছু আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

অবসরের কারণ

১১ বছর আমি জাতীয় দলের হয়ে খেলেছি। কোনও আক্ষেপ নেই আমার কেরিয়ারে। সময় হয়েছিল পরবর্তী প্রজন্মকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার, যাতে তারা স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে।

সবকিছুর মাঝেও ঋদ্ধিমান একটা কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁর ভালোবাসার ক্রিকেটে প্রতিটি দিন তিনি উপভোগ করছেন। সেই ভালোলাগা নিয়েই অবসর নিয়েছেন তিনি।

প্লে-অফ আশা প্রায় শেষ ব্রুজোঁদের

ইস্টবেঙ্গল-০
চেন্নাইয়ান এফসি-৩
(নীশু-আত্মঘাতী, জর্ডন ও চিমাচুকু)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : প্লে-অফের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার কথা বারবার বলেছে লাল-হলুদ শিবির। তার সলিল সমাধি ঘটল এদিন বলা না গেলেও মোটামুটিভাবে শেষ না বলার কোনও কারণ নেই।

প্রথমার্ধের মাত্র ২১ মিনিটের মধ্যে ০-২ গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলের কাছে লম্বা সময় পড়ে ছিল ম্যাচে ফিরে আসার। কিন্তু ফুটবলে গোলই সব। যা না করতে পারলে কোনও স্বপ্নই না দেখা ভালো। এদিন চেন্নাইয়ান এফসি-র কাছে হেরে যাওয়ার ফলে ১৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্টেই থেকে যাওয়ায় আবারও এগারো নম্বরে নেমে গেল ইস্টবেঙ্গল। আর তাদের হারিয়ে ১০-এ উঠল চেন্নাইয়ান এফসি।

দুই মাস একদিন পরে এদিন প্রথম একাদশে সাউল ক্রেসপো। তাঁর প্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলার চেষ্টার ফলে মাঝমাঠ থেকে খেলাটাই তৈরি হল না। সঙ্গে আত্মবিশ্বাসও চিড় খেয়েছে। নাহলে এত মিস পাস হয় না। সাউলের ভুল পাস ধরেই প্রথম গোলমুখ খুলে ফেলেন উইলমার জর্ডন গিল। তাঁর থ্রু গোললাইন পার করার সময়ে অনুসরণ করে আসা কোনর শিল্ডস ব্যাকহিল করে গোলমুখে ফেললে নীশু কুমার বল বাইরে পাঠাবার পরিবর্তে গোলে ঢুকিয়ে ফেলেন। ৫৫ মিনিটে নীশুর ফ্রি কিকও তিনি ছয় গজ বক্সের মধ্যে দাঁড়িয়ে গোলে ঠেলার পরিবর্তে দায়িত্ব নিয়ে বাইরে পাঠান। পরের গোল ২১ মিনিটে। ইরফান ইয়াদওয়াদ ডানদিক থেকে এগোতেই কেটে যান নীশু। ইরফানের ক্রস ধরে লালচুঙ্গনুঙ্গা ও হেক্টর ইউস্তের মাঝখান দিয়ে সুন্দর প্লেসিংয়ে গোল জর্ডনের। প্রথমার্ধে রিচার্ড সেলিসের একটা চেষ্টা ছাড়া কোনও সুযোগই নেই। অথচ বক্সের আশপাশে বেশ কিছু ফ্রি কিক পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। যা কাজে লাগানোর পরিবর্তে বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে দায়িত্ব সেরেছেন নাওরেম মহেশ সিং, লালচুংনুঙ্গা, ক্রেসপোরা। এই অর্ধে সবথেকে খারাপ লেগেছে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে দেখে। প্রচুর দৌড়ঝাঁপ, নাটকীয়ভাবে হাত-পা ছোড়া ছাড়া তাঁর কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যায়নি। এসব করে পেনাল্টি আদায়ের কিছু হাস্যকর চেষ্টা তিনি করেছেন। ৯৮ মিনিটে সেলিসের ফ্রি কিক কিয়ান নাসিরির গায়ে লেগে ছিটকে আসায় ফাঁকায় গিয়ে দলের তিন নম্বর গোল নিজের পুরোনো দলের বিপক্ষে করে গেলেন ড্যানিয়েল চিমাচুকু।

নিজেদের ভুলে হার ইস্টবেঙ্গলের

দুই গোল করা ছাড়া প্রথমার্ধে চেন্নাইয়ানও অত্যন্ত সাদামাটা। এর ফয়দা তুলতে পারেননি লাল-হলুদ জার্সিধারীরা। বিরতির পর হেক্টরকে তুলে প্রভাত লাকড়াকে নামিয়ে পুরোপুরি আক্রমণে চলে যেতে দ্বিধা করেননি অস্কার ব্রুজোঁ। মহেশকে উইংয়ে পাঠিয়ে রিচার্ড সেলিসকে স্ট্রাইকার করে দিতে আক্রমণের ঝাঁঝ ও বল পজেশনও বাড়লেও লাভ হয়নি। ৬০ মিনিটে রাফায়েল মেসি বাউলির উচ্চতা কাজে লাগাতে তাঁকে নামান অস্কার। কর্নার থেকে তাঁর নেওয়া হেড বাইরে যায় ৬ গজের ভিতর থেকে। পরেও তাঁর শট বাইরে যায়। তবে, ৬০ মিনিটে সেলিসের সহজতম সুযোগ সাইডনেটে মেরে নষ্ট করাটা অপরাধ। এই অর্ধের অনেকটাই ডিফেন্স করে যায় চেন্নাইয়ান। যে কোনও ভালো দল এর ফয়দা তুলে নিতে পারত। কিন্তু এই ইস্টবেঙ্গলের ধারাবাহিকতার বড়ই অভাব। ফলে ডিফেন্সিভ হয়ে যাওয়া প্রতিপক্ষের বিপক্ষে সুযোগ নিতে ব্যর্থ তারা। ম্যাচের সংযুক্তি পর্বে ৩০ সেকেন্ডের ব্যবধানে দুইটি হলুদ ও লাল কার্ড দেখায় পরের ম্যাচে নেই লালচুংনুঙ্গা। অথচ এদিন তাঁকেই খানিক নজরে পড়েছে।

প্রথম দিনে নজর কাড়তে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি রাফায়েল মেসি বাউলি (বাঁয়ে)। উইলমার জর্ডনকে গোলের জন্য অভিনন্দন কোনর শিল্ডসের।

ইস্টবেঙ্গল
প্রভসুখান, রাকিপ (নন্দ), হেক্টর (প্রভাত), নুঙ্গা, নীশু (আনোয়ার), বিষ্ণু, জিকসন, সাউল (রাফায়েল), মহেশ, সেলিস ও দিয়ামান্তাকোস।

জোড়া ডার্বি জয় বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : জুনিয়ার হোক বা সিনিয়ার। কলকাতা ডার্বিতে সবুজ-মেরুনের দাপট অব্যাহত। শনিবার একই দিনে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দুই যুব দল।

অনূর্ধ্ব-১৫ এলিট লিগের বড় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে ৪-২ গোলে উড়িয়ে দিল বাগানের খুদেরা। সবুজ-মেরুনের হয়ে হ্যাটট্রিক রাজদীপ পালের। অপর গোলটি রোহিত বর্মনের করা। পরীক্ষার জন্য দলে পর্যাপ্ত সংখ্যক অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলার না থাকায় এদিন অনূর্ধ্ব-১৩ দলের সাতজনকে রেখে দল সাজায় মোহনবাগান। এমনকী এক গোলরক্ষককে খেলানো হয় রক্ষণে। তবুও জয় এল সহজেই। সবুজ-মেরুন ব্রিগেড একটা সময় এগিয়ে ছিল ৪-০ গোলে। শেষ দিকে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দুইটি গোল শোধ করে মান রক্ষা করে রোমিত দাস ও শিশির সরকার।

অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব-১৭ ড্রিম স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের আঞ্চলিক ফাইনালে প্রেম হাঁসদাকের জোড়া গোলে মহমেডানকে ২-১ গোলে হারাল মোহনবাগান। একইসঙ্গে টুর্নামেন্টের ফাইনাল রাউন্ডে খেলার ছাড়পত্রও আদায় করে নিল দেগি কার্ডোজোর দল।

জাতীয় গেমসে ৪ পদক বাংলার

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় গেমসে শনিবার লন বলে চারটি পদক পেয়েছে বাংলা। পুরুষদের 'ফোর' ও মহিলাদের 'ট্রিপলস'-এ রুপো এসেছে। এছাড়াও পুরুষদের সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলাদের ডাবলসে রিমা শা-বীণা শা ব্রোঞ্জ জিতেছেন। এদিকে লন টেনিসের মিক্সড ডাবলসের সেমিফাইনালে উঠে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছেন বাংলার যুবরানি বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীতিন সিনহা।

হারের হ্যাটট্রিক মহমেডানের

হায়দরাবাদ এফসি-৩
(অ্যালান, রামলুনচুঙ্গা, জোসেফ)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১
(মাকান)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ঘরের মাঠে চার গোল হজমের বদলা নেওয়া হল না। ৩-১ গোলে হেরে হায়দরাবাদ থেকে খালি হাতেই ফিরছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

ফের হারের হ্যাটট্রিক। তবে এদিন ব্যবধানটা যেমন আরও বাড়তে পারত, তেমন মহমেডানও যা সুযোগ পেয়েছিল তাতে তারাও পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারত। লিগ টেবিলের শেষ দুই দলের মধ্যে লড়াইটা যে উত্তেজক হতে চলেছে আগে থেকেই তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হলে কী হবে, হায়দরাবাদ এফসি আর মহমেডান যে পাল্লা দিয়ে সুযোগ নষ্টের বন্যা বওয়াল।

অ্যালেক্সিসের ব্যর্থ লড়াই

দুই দল শুরু থেকেই অলআউট আক্রমণে ঝাঁপায়। তবে সুযোগটা কাজে লাগাল হায়দরাবাদ। ২৪ মিনিটে মহম্মদ রফির সেন্টার বুক দিয়ে রিসিভ করে চলতি বলেই শট নেন অ্যালান পলিস্তা। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারের শট নাগালে পেলেও বাঁচাতে পারেননি সাদা-কালো গোলরক্ষক ভাস্কর রায়। বিরতির ঠিক আগে বক্সের একেবারে সামনে থেকে ডান পায়ের দুরন্ত ফ্রি কিকে দ্বিতীয় গোলটি করেন রামলুনচুঙ্গা। উলটোদিকে মিরজালোল কাশিমভ না থাকায় মহমেডানের আক্রমণের দায়িত্ব একপ্রকার একার কাঁধেই তুলে নেন অ্যালেক্সিস গোমেজ। তবে সাদা-কালো ব্রিগেডের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাই থেমে গেল হয় হায়দরাবাদ গোলরক্ষক অর্শদীপ সিংয়ের হাতে, নয়তো তাঁদের রক্ষণের জালে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জো জোহেরলিয়ানাকে গোলের জন্য বল সাজিয়ে দেন অ্যালেক্সিস। কিন্তু বক্সের মাঝখান থেকেও শট লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ তিনি। ৫৫ মিনিট নাগাদ প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে অ্যালেক্সিসের শট কর্নারের বিনিময়ে বাঁচান হায়দরাবাদ গোলরক্ষক। শেষ দিকে দলে একাধিক পরিবর্তন আনেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। তারপরই গোল পেল মহমেডান। গোমেজের কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে ব্যাক ফ্লিক করে একটি গোল শোধ করেন মাকান ছোটে। এক গোল পেয়ে যাওয়ার পর খানিকটা উজ্জীবিত দেখাল সাদা-কালোকে। যদিও কাজের কাজ কিছুই হল না। উলটে ম্যাচের একেবারে অন্তিম লগ্নে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দলের কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন হায়দরাবাদের জোসেফ সানি। এদিকে মহমেডান হারলেও ম্যাচের সেরা অ্যালেক্সিস।

মহমেডান : ভাস্কর, আদিঙ্গা (রেমসাঙ্গা), ফ্লোরেন্ট, গৌরব, জোহেরলিয়ানা, মাফেলা, ইরশাদ (মনবীর), অ্যালেক্সিস, ফ্রাঙ্কা, মার্ক আন্দ্রে (অ্যাডিসন), বিকাশ (মাকান)।

ব্যাক ফ্লিকে বল জালে রাখলেন মাকান চোটে। যদিও দলের জয় আসেনি।

৩ রানে আউট হয়ে ফিরছেন মহম্মদ রিজওয়ান। শনিবার।

বাবরদের ব্যর্থতায় হার পাকিস্তানের

লাহোর, ৮ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি হিসেবে আয়োজিত ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচেই ৭৮ রানে হারল পাকিস্তান। শনিবার নিউজিল্যান্ড প্রথমে ৩৩০/৬ স্কোরে থামে। সৌজন্যে ছয় নম্বরে নামা গ্লেন ফিলিপসের অপরাজিত ১০৬ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন ড্যারিল মিচেল (৮১ রান)। মিচেল-ফিলিপস জুটিতে ৬৫ রান তোলে কিউয়িরা। তার আগে অবশ্য নিউজিল্যান্ডকে ভরসা দেন কেন উইলিয়ামসন (৫৮)। তৃতীয় উইকেট উইলিয়ামসন-মিচেল জুটি ৯৫ রান জোড়েন। শেষ ৬ ওভারে খুনে মেজাজে ৯৮ রান তোলেন মাইকেল ব্রেসওয়েল (২৩ বলে ৩১), ফিলিপসরা।

জবাবে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান ৪৭.৫ ওভারে ২৫২ রানে অল আউট হয়। ওপেনার ফখর জামান ৮৪ রান করেন। কিছুটা লড়াই করেছেন সলমন আলি আঘা (৪০) ও তায়াব তাহির (৩০)। বড় রান করতে ব্যর্থ বাবর আজম (১০)। দলকে ভরসা দিতে পারেননি কামরান গুলাম (১৮), মহম্মদ রিজওয়ানও (৩)। মিচেল স্যান্টনার ও ম্যাট হেনরি নিয়েছেন ৩টি করে উইকেট।

কেরিয়ারের শেষ ইনিংসে ১৪ রানে আউট হয়ে ফিরছেন দিমুথ করুণারত্নে। শ্রীলঙ্কার সমর্থকদের অভিবাদন নিয়ে ফিরছেন বিদায়ী প্রাক্তন অধিনায়ক।

হার বাঁচাতে লড়ছে শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কা-২৫৭ ও ২১১/৮ অস্ট্রেলিয়া-৪১৪

গল, ৮ ফেব্রুয়ারি : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও বড় জয়ের পথে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ (৭৬) ও কুশল মেন্ডিসের (অপরাজিত ৪৮) লড়াইয়ে ইনিংসে হারের লজ্জা বাঁচলেও শ্রীলঙ্কা এগিয়ে মাত্র ৫৪ রানে। হাতে দুই উইকেট।

গল টেস্টের বাকি এখনও দুই দিন। প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার ২৫৭ রানের জবাবে ৪১৪ রান করেছে অজি ব্রিগেড। সৌজন্যে স্টিভেন স্মিথ ও অ্যালেক্স ক্যারির শতরান। স্মিথ ১৩১ রান করে আউট হন। ক্যারি ১৮৮ বলে ১৫৬ রান করেছেন। অজি উইকেটকিপার-ব্যাটারদের মধ্যে উপমহাদেশের মাটিতে টেস্টে এটিই ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ২০০৪ সালে শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতে ও ২০০৬ সালে বাংলাদেশে ১৪৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসাবে লাল বলের আন্তর্জাতিকে দেড়শোর বেশি রান করলেন ক্যারি। এদিকে শ্রীলঙ্কার হয়ে এই ইনিংসে পাঁচটি উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন প্রভাত জয়সূর্য।

জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে লঙ্কাবাহিনী। স্কোর বোর্ডে তাদের সংগ্রহ ২১১ রান। বড়সড়ো অঘটন না ঘটলে এই জায়গা থেকে হার বাঁচানো শ্রীলঙ্কার পক্ষে অসম্ভব।

চল্লিশ বছর বয়সে গোল রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ৮ ফেব্রুয়ারি : চল্লিশে পা রাখার পর প্রথম গোল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। শুক্রবার সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল নাসের মুখোমুখি হয়েছিল আল ফেইহার। ম্যাচে রোনাল্ডোরা ৩-০ গোলে জয়লাভ করেন। এরমধ্যে জন ডুরান জোড়া গোল করেন। বাকি গোলটি আসে রোনাল্ডোর পা থেকে। এটি তাঁর ফুটবল কেরিয়ারে ৯২৪তম গোল।

২২ মিনিটে ডুরান গোল করে নাসেরকে এগিয়ে দেন। ৭২টি দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। মিনিট দুয়েক পরেই আল নাসেরের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন রোনাল্ডো। চল্লিশে পা রাখার পর প্রথম গোল করে আবেগে ভাসছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সমাজমাধ্যমে তিনি বলেছেন, 'চল্লিশে পা রাখার পর এটাই আমার প্রথম গোল এবং প্রথম ম্যাচ জয়। আমি ফুটবল ইতিহাসে সর্বাধিক গোলদাতা।' পরে এক সাক্ষাৎকারে নিজেকে ফুটবল ইতিহাসে সেরা গোলদাতা দাবি করেছেন। রোনাল্ডো বলেছেন, 'আমি ফুটবল ইতিহাসের সেরা গোলদাতা। যদিও আমি বাঁ পায়ের ফুটবলার নই, তবে ফুটবল ইতিহাসে বাঁ পায়ে গোল করার ক্ষেত্রে প্রথম দশেই থাকব। আমার মতো কমপ্লিট ফুটবলার এই মুহূর্তে কেউ নেই।'

> চল্লিশে পা রাখার পর এটাই আমার প্রথম গোল এবং প্রথম ম্যাচ জয়। আমি ফুটবল ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলস্কোরার।
>
> **ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো**

আল ফেইহারের বিরুদ্ধে গোলের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

অপেক্ষা বিরাট-রোহিতের রানে ফেরার

মহানদীর পাড়ে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

কটক, ৮ ফেব্রুয়ারি : নাগপুরে টিম ইন্ডিয়ার বুলডোজারে উড়ে গিয়েছিল বাজবল।

ব্যাট-বলের একপেশে দ্বৈরথে ইংল্যান্ডকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার, শুভমান গিল, হর্ষিত রানারা। জয়ের ধারা বজায় রেখে আগামীকাল মহানদীর পাড়ে সিরিজ পকেটে পুরে ফেলার হাতছানি। প্রাথমিক লক্ষ্য সেটাই। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্ট্র্যাটেজি, পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ।

রবিবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিবিজড়িত কটকে ক্রিকেটীয় দ্বৈরথে নামার প্রাক্কালে এদিন সাতসকালেই জগন্নাথ-দর্শনে অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তী, ওয়াশিংটন সুন্দররা। শুক্রবার শহরে পা রাখে ভারত। আজ বিকেলে প্র্যাকটিস। তার আগে জগন্নাথধাম পুরীতে গিয়ে পুজো দিলেন বরুণরা। সঙ্গে সাফল্যের প্রার্থনা।

অপেক্ষায় ভারতীয় থিংকট্যাংক ও ক্রিকেটপ্রেমীরাও- দলের দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার রানে ফেরার। চোটের জন্য নাগপুরে খেলতে পারেননি বিরাট। হঠাৎ ফুলে যাওয়া হাঁটুর সমস্যা মিটিয়ে আগামীকাল ফেরার জন্য প্রস্তুত। মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে দুজনেই মরিয়া ছন্দ ফিরে পেতে।

গৌতম গম্ভীরদের চোখও সেদিকে। মেগা আসরে সাফল্য পেতে হলে তারুণ্যের তেজের পাশাপাশি দুই অভিজ্ঞ তারকার রানে থাকা জরুরি। আগামীকাল সেই সুযোগ দুজনের সামনে। সাফল্য পেলে অনেক চিন্তা দূর। অন্যথায় সংকট আরও গভীরে।

জস বাটলারদের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সাল যেমন গুরুত্ব পাচ্ছে, তেমনই সিরিজ বাঁচিয়ে আত্মবিশ্বাসের পারদ বাড়িয়ে নেওয়ার অঙ্কও রয়েছে। পাখির চোখ, নাগপুরের ব্যর্থতা ঝেড়ে বারাবটি স্টেডিয়ামের বাইশ গজে সিংহগর্জনে। মরিয়া থাকবেন চলতি ভারত সফরে অদেখা বাজবলের বিধ্বংসী রূপ দেখাতে।

২০১৯ সালে শেষবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর বসেছিল কটকে। শেষবার ২০১৭ সালে বারাবটিতে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-ইংল্যান্ড। হাইস্কোরিং ম্যাচে সেদিন যুবরাজ সিং, মহেন্দ্র সিং ধোনির বিস্ফোরক সেঞ্চুরির কাছে হারলেও তীব্র লড়াই করেছিল ইংল্যান্ড। রবিবাসরীয় দ্বৈরথে রবিবার তেমনই উত্তেজক ক্রিকেটের পূর্বাভাস।

জিতলেই সিরিজ ভারতের। সোজাসাপটা অঙ্ক। যদিও লক্ষ্যপূরণের রাস্তা মোটেই সহজ নয়। গম্ভীরদের মাথাব্যথা বাড়াচ্ছে টিম কম্বিনেশন নিয়ে একঝাঁক প্রশ্ন। বিরাটের চোটে নাগপুরে মাঠে নেমে ৩৬ বলে ঝোড়ো ৫৯ রানের ইনিংস উপহার দেন শ্রেয়স আইয়ার। শুভমান গিল ম্যাচের সেরা হলেও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় শ্রেয়স-বিস্ফোরণ।

বিরাট আগামীকাল ফিরছেন। ওডিআই ফরম্যাটে শচীন তেন্ডুলকার (১৮৪২৬), কুমার সাঙ্গাকারার (১৪২৩৪) পর তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ১৪ হাজারের ক্লাবে ঢুকে পড়তে দরকার আর ৯৪ রান। পয়া ফর্ম্যাটে আগামীকালই সেই স্মরণীয় মুহূর্তকে ছুঁতে চাইবেন। কিন্তু বিরাট ফিরলে শ্রেয়সের কী হবে? শ্রেয়স যদি খেলেনও, তাহলে হয়তো অভিষেকের পরের ম্যাচে রিজার্ভ বেঞ্চে যশস্বী জয়সওয়াল।

ভারত বনাম ইংল্যান্ড
আজ দ্বিতীয় ওডিআই
সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট,
স্থান : কটক
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও হটস্টারে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলের পেস ব্রিগেডের অন্যতম ভরসা অর্শদীপ সিংকে খেলানো যুক্তিও থাকছে। নাগপুরে অর্শদীপকে বিশ্রাম দিয়ে হর্ষিতকে প্রথম এগারোয় দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। আইসিসি ইভেন্টের আগে এটাই শেষ সিরিজ। ড্রেস রিহার্সালে মহম্মদ সামি-অর্শদীপের কম্বিনেশনকে পরখ করা, সময় দেওয়া দরকার।

অথচ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে না থাকা রানাকে প্রাধান্য। যে পদক্ষেপে অনেকে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের হাত দেখছেন। কারও কারও মতে, বরুণ ও হর্ষিত-দুজনকেই হয়তো দুবাইগামী বিমানে দেখা যাবে। সৌজন্যে গম্ভীর। সবমিলিয়ে আগামীকাল পেস ব্রিগেডের হাল কী হবে, উত্তরটা থিংকট্যাংকই দিতে পারবে। তবে নাগপুরে ম্যাচে হঠাৎ করে পাওয়া সুযোগ (ঘণ্টাখানেক আগে জানতে পেরেছিলেন) দারুণভাবে কাজে লাগান হর্ষিত। তিন উইকেট নিয়ে বাটলারদের বড় রানের ভাবনায় ব্রেক লাগিয়ে দেন।

স্পিন বিভাগে বরুণকে খেলানোর ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে ঠিকঠাক তাল ঠুকেছেন অক্ষর প্যাটেল এবং কুলদীপ যাদব। কুলদীপের উইকেট নেওয়ার দক্ষতাকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার গম্ভীররা ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে বাড়তি অলরাউন্ডার নেওয়ার পক্ষে।

ফলস্বরূপ নাগপুরে সফল অক্ষর, জাদেজাকে বসানো কঠিন। অপরদিকে, দীর্ঘদিন পর দলে ফেরা কুলদীপের ছন্দে ফিরতে কয়েকটা ম্যাচ দেওয়া উচিত। দলে একাধিক বিকল্প, প্রথম এগারোয় থাকার তীব্র লড়াইয়ে স্বস্তির ঢেকুর যেমন থাকছে, তেমনই সমাধানের রাস্তা বের করার অ্যাসিড টেস্টও গম্ভীর-রোহিতদের জন্য।

স্পিনাররা সাধারণত কটকে সুবিধা পান। নতুন বলটাকে কাজে লাগাতে পারলে, সাফল্য সম্ভব পেসারদেরও। ক্রিকেটীয় শটে ভরসা রাখলে ব্যাটারদের জন্য থাকবে বড় রানের হাতছানিও।

থাকছে রাতের দিকে শিশির ফ্যাক্টর। সঠিক পরিকল্পনা এবং তার নিখুঁত বাস্তবায়ন সাফল্যের চাবিকাঠি হতে চলেছে।

পরিসংখ্যান বলছে শেষ পাঁচ দ্বিপাক্ষিক টক্করে ভারতের পক্ষে স্কোরলাইন ৪-১। আগামীকাল? মহানদীর পাড়ের রবিবাসরীয় ক্রিকেট উৎসবে সেই উত্তর খোঁজার পালা।

কটকে দ্বিতীয় ওডিআইয়ের প্রস্তুতি শুরুর আগে অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে আলোচনায় কোচ গৌতম গম্ভীর।

গম্ভীরদের কোর্টে বল ঠেললেন কোটাক

বিরাটের সঙ্গে জুটি বাঁধতে মুখিয়ে বেথেল

কটক, ৮ ফেব্রুয়ারি : জেকব বেথেল। নামটার সঙ্গে সেভাবে পরিচিত নন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। নাগপুরে প্রথম ওডিআই ম্যাচে লড়াকু হাফ সেঞ্চুরিতে অবশ্য কিছুটা ঝলক মিলেছে বছর একুশের তরুণ অলরাউন্ডারের। শুধু ওয়ান-ম্যাচ ওয়ান্ডার হয়ে থাকতে নারাজ বেথেল। মুখিয়ে রয়েছেন বেন স্টোকসের অবর্তমানে সাদা ফরম্যাটে দলের অলরাউন্ডারের দায়িত্ব পালনে।

একইসঙ্গে দিন গুনছেন আইপিএলে বিরাট কোহলির সঙ্গে জুটি বাঁধারও। গত আইপিএল নিলামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দলে নিয়েছে বেথেলকে। বিরাটের আইপিএল টিমের আশা, মেগা লিগে টি২০ ফর্ম্যাটে জেকবের অলরাউন্ড দক্ষতা তুরুপের তাস হয়ে উঠবে। বেথেলও আত্মবিশ্বাসী ভরসার মর্যাদা রাখতে।

ওডিআই সিরিজের সুবাদে বিরাটের সঙ্গে আগাম হাই-হ্যালোও সেরে রেখেছেন। অপেক্ষা এবার আরসিবি-র জার্সিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ার। বলেছেন, 'আইপিএলে সুযোগ পাওয়ার অনুভূতি দুর্দান্ত। অপেক্ষায় রয়েছি মেগা লিগের নামার জন্য। নাগপুরে প্রথমবার বিরাটের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলাম। ম্যাচের পর ওকে হ্যালো বলেছি।'

আপাতত লক্ষ্য বিরাট সহ ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড দলকে ভরসা দেওয়া। আত্মবিশ্বাসী বেথেল বলেছেন, 'যে কোনও পজিশনে ব্যাটিং করতে প্রস্তুত আমি। প্রথম ওডিআই ম্যাচে সাত নম্বরে নেমেছিলাম। নিজেকে জেনুইন অলরাউন্ডার হিসেব দেখতে চাই। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনও সেভাবে বোলিংয়ের সুযোগ পাইনি।'

এদিকে, কোহলির খেলা নিয়ে নিশ্চিত করলেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। বিরাটের খেলার বিষয়টি আগেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

> বিরাট ফিট। আজ দলের সঙ্গে পুরোদমে প্র্যাকটিস করেছে। স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। কোনও অসুবিধা হয়নি। প্রথম এগারোয় চেহারা কেমন হবে, বিরাট কার জায়গায় খেলবেন, এটা কোচ-অধিনায়কের সিদ্ধান্ত। আমার পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।
>
> **সীতাংশু কোটাক**
> (টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ)

শুভমান গিল নাগপুর ম্যাচের পর বলেও দেন, হালকা সমস্যা। কটকে খেলতে অসুবিধা হবে না। আজ সেই খবরে সিলমোহর কোটাকের।

প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে দলের ব্যাটিং কোচ পরিষ্কার বলেছেন, 'বিরাট ফিট। আজ দলের সঙ্গে পুরোদমে প্র্যাকটিস করেছে। স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। কোনও অসুবিধা হয়নি।' তবে বিরাট কার জায়গায় ফিরবেন, তাসটা এদিনই প্রকাশ করতে রাজি নন। সীতাংশু বল ঠেললেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের কোর্টে।

ব্যাটিং কোচ বলেছেন, 'প্রথম এগারোয় চেহারা কেমন হবে, বিরাট কার জায়গায় খেলবেন, এটা কোচ-অধিনায়কের সিদ্ধান্ত। আমার পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।'

বোলিংয়েও হাত পাকাচ্ছেন যশস্বী জয়সওয়াল। শনিবার।

ভারতকে হারানোই আসল লক্ষ্য, ঘোষণা পাক প্রধানমন্ত্রীর

লাহোর, ৮ ফেব্রুয়ারি : ট্রফি এলে ভালো। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নয়, আসন্ন প্রতিযোগিতার আসরে পাকিস্তান দলের মূল লক্ষ্য হল প্রতিবেশী ভারতকে হারানো।

বক্তার নাম শাহবাজ শরিফ। পরিচয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আজ লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়াম সংস্কারের পর নয়া সাজে সজ্জিত সেই স্টেডিয়ামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন পাক প্রধানমন্ত্রী। তাঁর স্টেডিয়াম উদ্বোধনের পরই শুরু হল পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ডের ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচ।

আর তার মধ্যেই দুই প্রতিবেশের তিক্ততা নতুনভাবে তুলে ধরলেন পাক প্রধানমন্ত্রী। রোহিত শর্মার ভারতের বিরুদ্ধে দুবাইয়ে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান। সেই ম্যাচ নিয়ে এখন থেকেই আগ্রহ বাড়তে শুরু করেছে। চড়ছে উত্তাপও। তার আগে আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শরিফ স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁদের ভাবনা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

ও লক্ষ্য। মহম্মদ রিজওয়ানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, 'আমাদের দলটা দারুণ। শেষ কয়েকটি ম্যাচে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছি আমরা। সেই ছন্দ আগামীদিনেও ধরে রাখতে হবে আমাদের।' এরপরই পাকিস্তান দলের জন্য আগামীর লক্ষ্য চূড়ান্ত করে দিয়েছেন তিনি। পাক প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দুর্দান্ত মানের একটি প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার আসরে আমাদের মূল লক্ষ্য শুধু ট্রফি জেতা নয়, ভারতকে হারানোও। ওরা আমাদের চিরশত্রু। এহেন চিরশত্রু দেশকে হারাতে পারলে দারুণ হবে। পুরো দেশ পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের পাশে রয়েছে।'

বাবর আজম, রিজওয়ান, শাহিন শা আফ্রিদিদের জন্য যে গোটা পাকিস্তান এখন থেকেই প্রার্থনা করছে, সেকথাও জানিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ভারতকে হারানোর মুহূর্তটা পুরো দেশের জন্যই দারুণ হবে বলে মনে করছেন শরিফ। তাঁর কথায়, 'পাক দলের জন্য গোটা দেশ এখন থেকেই প্রার্থনা করছে। বাবর, রিজওয়ান, শাহিনদের থেকে আমাদের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ভারতকে হারানো গেলে গোটা পাকিস্তানের জন্যই একটা উৎসবের পরিবেশ তৈরি হবে।'

এদিকে, আজ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঘোষিত পাকিস্তান দল নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। খুশদিল শা ও ফাহিম আশরফ কীভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পাকিস্তান স্কোয়াডে সুযোগ পেলেন, সেই প্রশ্ন তুলে বাবর-রিজওয়ানদের অস্বস্তিতে ফেলেছেন পিসিবি প্রধান।

সূর্যদের অক্সিজেন মুলানি-কোটিয়ানের

মুম্বই-২৭৮/৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : সাহসী সিদ্ধান্ত। তারপরই আচমকা ছন্দপতন। শেষবেলায় নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়ানো।

চুম্বকে এই হল ইডেন গার্ডেন্সে চলতি রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে মুম্বই বনাম হরিয়ানা ম্যাচের প্রথম দিনের খতিয়ান। সবুজ পিচ, সকালের আর্দ্রতার প্রভাবের পরও টসে জিতে মুম্বই অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অবাক করেছিল সকলকে। খেলা শুরুর পর দেখা গেল অনশুল কম্বোজ (৫৮/৩), সুমিত কুমার (৫৭/২), অনুজ ঠাকরালদের (৫৯/১) দাপট। হরিয়ানা পেসারদের দাপটে শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে একসময় প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছিল মুম্বই। ১১৩/৭ হয়ে যাওয়ার পর যখন মনে করা হচ্ছিল, মুম্বইয়ের ইনিংস ১৫০ রানও করতে পারবে না, তখনই পালটা প্রতিরোধ শুরু হল মুম্বইয়ের। তনুশ কোটিয়ান (অপরাজিত ৮৫) ও শামস মুলানিদের (৯১) ব্যাটিং দাপটে স্বস্তি ফিরল শক্তিশালী মুম্বই শিবিরে। অষ্টম উইকেটে তাঁদের ১৬৫ রানের পার্টনারশিপ অক্সিজেন দিল মুম্বইকে। যার ফলে প্রথম দিনের শেষে ২৭৮/৮-এর স্বস্তিদায়ক স্কোরে মুম্বই। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে মুলানি আউট হয়ে গেলেও রাহানেদের ভরসা দেওয়ার জন্য কোটিয়ান এখনও রয়েছেন ইডেনের বাইশ গজে।

কথায় বলে, সকাল দেখলে নাকি বোঝা যায় দিনের বাকি সময়টা কেমন যাবে।

ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বরাবরের ধারাবাহিক দল মুম্বইয়ের ক্ষেত্রে এই আপ্তবাক্য অর্থহীন। সকালে হরিয়ানার বিরুদ্ধে টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে আকাশ আনন্দ (১০), সিদ্ধেশ লাড (৪), অধিনায়ক রাহানে (৩১), টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (৯), শিবম দুবে (২৮), শার্দূল ঠাকুররা (১৫) যখন সাজঘরে ফিরে গিয়েছিলেন, মুম্বই কেন ইডেনে সূর্যদের ব্যাটিং দেখার জন্য হাজির কয়েকশো সমর্থকও ভাবতে পারেননি এভাবে ঘুরে দাঁড়াবে শচীন তেন্ডুলকারের রাজ্য দল। কীভাবে সম্ভব হল এমন প্রত্যাবর্তন? প্রথম দিনের খেলার শেষে নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করা মুম্বইয়ের মুলানি বলছিলেন, 'দল হিসেবে পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আমরা কখনও চাপে পড়ি না। জানতাম উইকেটে থাকতে পারলে রান আসবে। সেটাই করেছি আমরা।'

সাফল্যের খিদে, লড়াইয়ের নাছোড় মানসিকতা ও মুম্বইয়ের চিরাচরিত 'খাড়ুস' মানসিকতা বর্তমান দলের মধ্যে এতটাই প্রবলভাবে রয়েছে যে, তারা এখন অন্তত ৩৫০ রানের স্বপ্ন দেখছে। মুলানির কথায়, 'যখন ১১৩/৭ হয়ে গিয়েছিল, তখনও চাপে ছিলাম না আমরা। আর এখন তো আমরা ৩৫০ রানের কথা ভাবছি।' আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে মুম্বইয়ের স্কোর ৩৫০ হবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু লড়াইয়ের অদম্য মানসিকতার কারণেই রাহানেরা রনজিতে এগিয়ে চলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

৯ রানে বোল্ড হয়ে ফিরছেন সূর্যকুমার যাদব। কলকাতায় শনিবার।

রোহিতের শতরানের প্রার্থনায় অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : চলতি ব্যর্থতার শেষ কোথায়?

রোহিত শর্মাকে ঘিরে প্রশ্নটা ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে। শেষ ১৬ আন্তর্জাতিক ইনিংসে (তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে) সংগ্রহ মাত্র ১৬৬ রান। ব্যর্থতার কারণে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির শেষ টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়েও পর্যন্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন!

ব্যর্থতার তালিকা যত লম্বা হচ্ছে, তীক্ষ্ণ হচ্ছে সমালোচনা। খারাপ সময়ে প্রাক্তন সতীর্থের পাশে দাঁড়ালেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। শুধু রানে ফেরা নয়, রোহিতের শতরানের প্রার্থনা করছেন তারকা অফস্পিনার। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীনের দাবি, টানা ব্যর্থতা চাপ বাড়াচ্ছে রোহিতের। যেখান থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়।

অশ্বীনের যুক্তি, 'মানুষ প্রশ্ন করবে। ব্যর্থ হলে সমলাচোনা হবে। যতক্ষণ না সাফল্যের রাস্তায় ফিরছ, সমালোচনা থামবে না। রোহিতের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি ঠিক সেরকমই। ক্রিকেটার হিসেবে বুঝতে পারি এই মুহূর্তে রোহিতের মনের অবস্থা, কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্রার্থনা করছি চলতি সিরিজে বাকি দুই ম্যাচে রোহিত যেন ভালো খেলে এবং সেঞ্চুরি পায়।'

শ্রেয়সের হয়ে সওয়াল হরভজনের

হরভজন সিং আবার ব্যাট ধরছেন শ্রেয়স আইয়ারের হয়ে। প্রাক্তন অফস্পিনারের যুক্তি, শ্রেয়স তার যোগ্যতা অতীতে প্রমাণ করেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও ছন্দে ছিল। রান পেয়েছে নাগপুরের প্রথম ওডিআই ম্যাচেও। গৌতম গম্ভীর-রোহিতদের প্রথম এগারোর ভাবনায় গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

নাগপুরে ঝোড়ো ইনিংসের পর শ্রেয়স জানান, বিরাট কোহলির চোট পাওয়ায় খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। ডিনারের পর রাতে যখন টিম হোটেলের রুমে সিনেমা দেখছিলেন, তখন খেলার কথা জানান রোহিত। প্রথম এগারোয় শ্রেয়সকে নিয়ে যে ভাবনা না-পসন্দ প্রাক্তনের।

হরভজনের কথায়, গত ওডিআই বিশ্বকাপে প্রচুর রান করেছিল শ্রেয়স। কেউ ধারাবাহিকভাবে সাফল্য পেলে দলে নিয়মিত সুযোগ পাওয়া উচিত। শ্রেয়সের ক্ষেত্রে যদিও তা হয়নি। নাগপুরেও খেলানো হত না যদি বিরাট ফিট থাকত। অথচ, যাঁকে বাদ দেওয়ার কথা ভেবেছিল টিম ম্যানেজমেন্ট, তারঁই (শ্রেয়স) ব্যাটিং-দাপট একপেশে জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেয়।

শ্রেয়সের চেয়ে গৌতম গম্ভীরদের ভাবনায় যশস্বী জয়সওয়াল অগ্রাধিকার পাচ্ছেন বলে মনে করেন হরভজন। যুক্তি, যশস্বীর পক্ষে যাচ্ছে দুইটি বিষয়ও- এক, বাঁহাতি ব্যাটার। থিংকট্যাংকের ডান-বাম কম্বিনেশনে ফিট করছে। দুই, যশস্বী টপ অর্ডার ব্যাটার।

এদিকে, ভারত সফরে বাটলার ব্রিগেডের চলতি পারফরমেন্সে একাধিক ভুল দেখছেন নাসের হুসেন। দাবি, টি২০ সিরিজে ভারতীয় স্পিন সামলাতে না পারার খেসারত দিতে হয়েছে। নাগপুরেও রবীন্দ্র জাদেজার স্পিন-দাপট ম্যাচের সমীকরণ বদলে দেয়। ফিল সল্টের রানআউটও টার্নিং পয়েন্ট। এই ধরনের ভুলভ্রান্তি, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে সাফল্যের রাস্তায় ফেরা মুশকিল, বাটলারদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন নাসের।

পাশাপাশি ভারতীয় দলকে প্রশংসাও ভরিয়ে দিচ্ছেন। নাসের বলেছেন, 'ভারত টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে গতবার। ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালও খেলেছে। সাদা বলের ফরম্যাটে অত্যন্ত শক্তিশালী দল। ভারতীয় ক্রিকেটের গভীরতাও চোখে পড়ার মতো। টি২০ সিরিজে যার ঝলক অভিষেক শর্মার ব্যাটে। দুর্দান্ত খেলোয়াড়। বিরাট না খেললেও নাগপুর ওডিআইয়ে ভরসা জুগিয়েছে শুভমান গিল।'

নাসেরের মতে, ২০১৯ সালে ইয়োন মরগ্যান-ট্রেভর বেইলিস জুটি বিশ্বকাপ জেতার পর সাদা বলের ফরম্যাটে ইংল্যান্ডের গ্রাফ নিম্নমুখী। সামনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-জস বাটলাররা টি২০, ওডিআই দলটাকে কীভাবে ছন্দে ফেরায় চোখ রাখবেন।

ওয়ান ডে ফরম্যাটে ফিরেও অফফর্ম কাটেনি রোহিত শর্মার।

পাকিস্তান ফুটবলকে সাসপেন্ড করল ফিফা

জুরিখ, ৮ ফেব্রুয়ারি : ফের পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনকে নির্বাসিত করল ফিফা। গত আট বছরে এই নিয়ে তিনবার নির্বাসিত হল পাক ফুটবল সংস্থা। নির্বাসন না ওঠা পর্যন্ত কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না পাকিস্তান।

সম্প্রতি ফিফার পক্ষ থেকে পাক ফুটবল ফেডারেশনকে তাদের সংবিধানে কিছু সংশোধন আনতে বলেছিল ফিফা। কিন্তু পাক সংস্থা ফিফার নির্দেশ মেনে নেয়নি। তাই নির্বাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা। বিশ্ব ফুটবল নিয়ামক সংস্থা অবশ্য এটাও জানিয়েছে, তাদের নির্দেশ মতো সংবিধানে পরিবর্তন আনলে নির্বাসন তুলে নেওয়া হবে।

এদিকে পাক ফুটবল ফেডারেশন কর্তা হারুন মালিক বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তাল মেলাতে ফিফা থেকে পাক ফেডারেশনকে সংবিধানে কিছু পরিবর্তন আনতে বলা হয়। তবে পাক সংস্থার অধিকাংশ সদস্য ফিফার বক্তব্য মেনে নেয়নি।'

ক্রীড়া ফিল্ম ফেস্টিভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ফিলম ফেস্টিভাল। ৫ দিনের যে ফিল্ম ফেস্টিভালে ১২টি দেশের মোট ২৪টি ক্রীড়াভিত্তিক সিনেমা প্রদর্শিত হবে নন্দন-৩ প্রেক্ষাগৃহে। আয়োজক ফেডারেশন অফ ফিলম সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার সচিব রঞ্জন মজুমদার জানান, সেলেব্রিটি ক্রিকেট লিগের বাংলা দলকে ১২ ফেব্রুয়ারি সংবর্ধনাও দেওয়া হবে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **প্রয়োজা বিশ্বশর্মা** : আজকে তোমার দ্বিতীয় শুভ জন্মদিন। তুমি জীবনে অনেক বড় ও ভালো মানুষ হও এই আশীর্বাদ করি। এই দিনটি তোমার জীবনে আসুক বারবার। - **বাবা (প্রসূন বিশ্বশর্মা), মা (যশোদা দাস), ঠাকুরদাদা, ঠাম্মি,** তপসীখাতা, আলিপুরদুয়ার।

বিবাহবার্ষিকী

☺ **কালাচান্দ সাহা (বাপি) ও সোমা সাহা (মামনি)** : আজ তোমাদের ২৫তম বিবাহবার্ষিকীতে বক্সিরহাট সাহা পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। - **কার্তিক চন্দ্র সাহা (বাবা), অঞ্জলি রানী সাহা (মা), সর্বাণী সাহা (গুড্ডি) ও কুসুম সাহা (মেয়ে) এবং কানাইলাল সাহা (ছেলে)।**

পিছিয়ে পড়েও জিতল ম্যান সিটি

লাল ম্যাঞ্চেস্টারের জয়ে বিতর্কে হ্যারি

গোলের পর হ্যারি ম্যাগুয়েরকে নিয়ে উল্লাস ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, ম্যানুয়েল উগার্তেদের।

লন্ডন, ৮ ফেব্রুয়ারি : এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। তারা চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় ২-১ গোলে হারাল লেস্টার সিটিকে। তবে ম্যাচ জিতলেও লাল ম্যাঞ্চেস্টারের দ্বিতীয় গোলটিকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। লেস্টারের দাবি, অফসাইড থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেছে রুবেন আমোরিমের দল।

ম্যাচে অবশ্য প্রথমে লেস্টার এগিয়ে ছিল। তাদের হয়ে গোল করেন ববি ডে কর্ডোভা-রেইড। তবে ম্যান ইউকে ৬৮ মিনিটে সমতায় ফেরান জিকর্জি। ম্যান ইউয়ের সংযোজিত সময়ে জয়সূচক গোলটি করেন ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুয়ের। ব্রুনো ফার্নান্ডেজের ফ্রি কিক থেকে হেডে গোল করেন তিনি। তবে এই গোলের পর লেস্টার ফুটবলাররা দাবি করেন, হ্যারি সম্পূর্ণ অফসাইডে ছিলেন। কিন্তু ম্যাচে ভিএআর প্রযুক্তি না থাকায় রেফারির সিদ্ধান্তে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

দ্বিতীয় গোলটি নিয়ে ক্ষুব্ধ লেস্টার কোচ রুড ভ্যান নিস্তেলরুই ম্যাচের পর বলেছেন, 'এই হারটা আমাদের প্রাপ্য ছিল না। পরিষ্কার আধমিটার দূরে অফসাইডে দাঁড়িয়ে ছিলেন ম্যাগুয়ের। ম্যাচটা এক্সট্রা টাইমে যাওয়াটা উচিত ছিল। তারপর হয়তো পেনাল্টিতে যেতে পারত।'

এদিকে ম্যাগুয়েরের গোলটা যে অফসাইড ছিল, সেটা ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিমও মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমারও মনে হয়, দ্বিতীয় গোলটা অফসাইড ছিল। আমরা কিছুটা ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছি। তবে ভার থাকলে এই গোলটা হয় না। ম্যাচের শেষমুহূর্তে অফসাইডে গোল খেয়ে পরাজিত হওয়াটা মানা যায় না।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'এই ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে আমরা বেশ ভালো খেলেছি। তবে ম্যাচে জয় পেলেও আমাদের খেলায় আরও উন্নতি করতে হবে। আমরা অনুশীলনে এই নিয়ে কাজ করব।'

এফএ কাপে চতুর্থ রাউন্ডে জিতেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। লেটন ওরিয়েন্টকে ২-১ গোলে তারা হারায়। ১৬ মিনিটে সিটির গোলরক্ষক স্টেফান ওর্তেগার আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় লেটন। ৫৬ মিনিটে গোল শোধ করেন সিটির উজবেক ডিফেন্ডার আব্দুকোদির খুশানভ। ৭৯ মিনিটে কেভিন ডি ব্রুয়েনের গোলে নীল ম্যাঞ্চেস্টার জয় নিশ্চিত করে।

বলাকার ব্রিজের ফাইনাল আজ

শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের বিশু দত্ত, পরেশচন্দ্র কর, মণিকা কর ও আরআর রিটেইল অকশন ব্রিজের ফাইনাল রবিবার হবে। শনিবার ফাইনালে উঠলেন দেবু সাহা-মরু সূত্রধর ও সঞ্জীব দত্ত-অনুপ সরকার। সেমিফাইনালে দেবু-মরু ১২৮ পয়েন্টে দেবাশিস কর-সুবল অধিকারীকে হারিয়েছেন। পরে সঞ্জীব-অনুপ ৮৪৪ পয়েন্টে কমলেশ গুহ-স্বপন দাসের বিরুদ্ধে জয় পান। রবিবার ফাইনাল ছাড়াও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচও হবে।

চ্যাম্পিয়ন সাউথ জোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের জেলা বিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সাউথ জোন। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় তারা ১৯০ পয়েন্ট পেয়েছে। রানার্স বাগডোগরা-মাটিগাড়া জোনের প্রাপ্তি ৯০ পয়েন্ট। এছাড়া ছেলেদের বিভিন্ন বয়স বিভাগে সেরা অ্যাথলিটের পুরস্কার পেয়েছে জয়ন্ত সিংহ, গোকুল চৌধুরী, বিষ্ণুকান্ত ঝা ও রূপক মালাকার। মেয়েদের বিভিন্ন বয়স বিভাগে সোনাল প্রিয়া, স্বাগতা নিয়োগী ও সঞ্জনা প্রসাদ সেরা অ্যাথলিট নির্বাচিত হয়। পুরস্কার তুলে দেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক, জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য, চঞ্চল মজুমদার, রাজু জয়সওয়াল প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে সাউথ জোনের অ্যাথলিটরা। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।

উদ্বোধন করা হচ্ছে ডিপিএস শিলিগুড়ির বার্ষিক ক্রীড়ার।

ডিপিএসের বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির দুইদিনের বার্ষিক ক্রীড়া 'প্রোওয়েস'-এ সামগ্রিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হল যমুনা হাউস (নীল)। তাদের পয়েন্ট ১৯৮। ১৮৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় মহানন্দা হাউস (হলুদ)। তৃতীয় ব্রহ্মপুত্র হাউস (লাল)। তাদের পয়েন্ট ১৭৭। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি মুরারিপ্রসাদ সিং, বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির পরিচালক স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির অধ্যক্ষা অনীশা শর্মা, সহ অধ্যক্ষ সুকান্ত ঘোষ, ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রধান শিক্ষক অম্লান সরকার, সিনিয়ার মিস্ট্রেস মৌমিতা দেবনাথ প্রধান প্রমুখ।

গ্রুপ সেরা দাদাভাই স্পোর্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের আন্তঃক্লাব ভলিবল লিগে 'বি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হল দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব। রানার্স ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। উভয় দল সেমিফাইনালে জায়গা পেয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের ভলিবল গ্রাউন্ডে শনিবার নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ২৫-১৮, ২৫-১৭ পয়েন্টে এনআরআই-কে হারিয়েছে। দাদাভাই ২৫-১৯, ২৫-১৫ পয়েন্টে ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে জয় পায়। ফ্রেন্ডস ২৫-২৭, ২৫-১৮, ২৫-২৩ পয়েন্টে এনআরআই-কে হারিয়েছে। দাদাভাই ২৫-১৩, ২৫-১৫ পয়েন্টে ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জয় পায়। ফ্রেন্ডস ২৫-১৬, ২৫-২০ পয়েন্টে ইউনাইটেডকে হারিয়েছে। দাদাভাই ২৫-১৯, ২৫-১১ পয়েন্টে এনআরআইয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়।

খেতাব রত্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মহিলাদের ইনডোর ক্যারমে চ্যাম্পিয়ন হলেন রত্না চৌধুরী। রবিবার ফাইনালে তিনি ডালিয়া ভৌমিককে হারিয়েছেন।

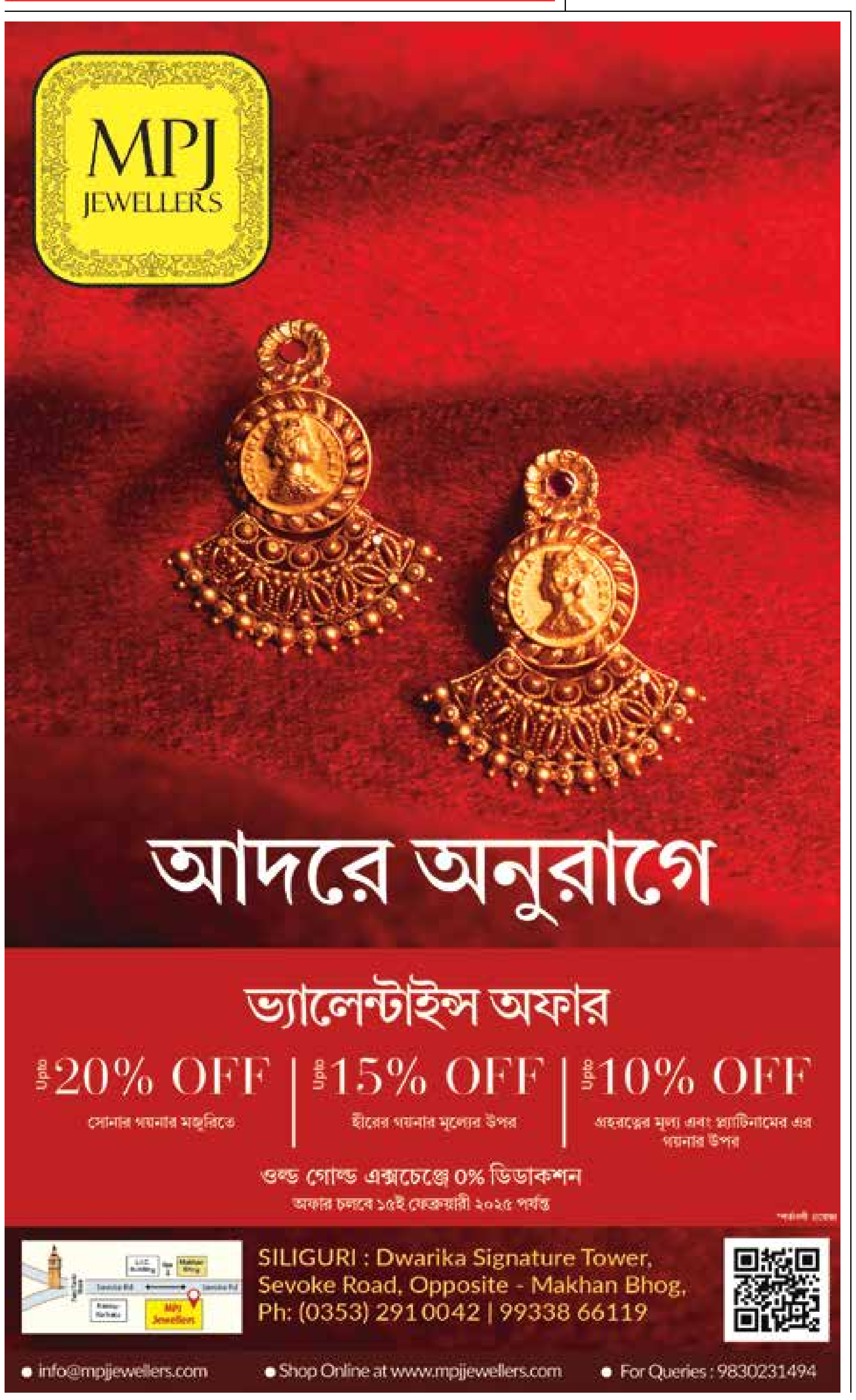

ট্রফি নিয়ে শিলিগুড়ির ব্রিগেড চামুণ্ডা। -নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

চ্যাম্পিয়ন ব্রিগেড চামুণ্ডা

বারবিশা, ৮ ফেব্রুয়ারি : বারবিশা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের এমপি রাজ্যসভা টি২০ গোল্ড কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির ব্রিগেড চামুণ্ডা। শনিবার ফাইনালে তারা ৪ রানে জোড়াই একাদশকে হারিয়েছে। ব্রিগেড চামুণ্ডা প্রথমে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২২৪ রান তোলে। ফাইনালের সেরা বিশাল রায় ৪৯ বলে ৮২ রান করেন। অঙ্কিত রাজপুত ৩৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে জোড়াই ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২২০ রানে আটকে যায়। আলি ৮২ রান করেন। গেম চেঞ্জার অফ দ্য ম্যাচ স্যান্ডি ৩৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। প্রতিযোগিতার সেরা সোনুকুমার সিং।

ফাইনালে ডুয়ার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি : উত্তরের দিশারীর ভিশন আই চ্যালেঞ্জার্স কাপ টি২০ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠেছে ডুয়ার্স তরাই সুপার ইলেভেন। শনিবার সূর্যনগর পুরনিগমের মাঠে হওয়া তিনটি লিগ ম্যাচের শেষে রানরেটের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রবিবার ফাইনাল।